এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

২০৮বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা – ১২
ফোন ঃ ০৩৩ ২২৪১ ৬২৮১/৮২০৩

৩ জেলায় জেলায় ইসকনের 'অক্ষয় পাত্র'কে সরিয়ে দিল রাজ্য সরকার

বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানোর ঘটনায় জামিন কংগ্রেস নেতাদের ৩

কলকাতা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ২৮ ভাদ্র ১৪৩৩ মঙ্গলবার বিংশ বর্ষ ৯৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.09.2026, Vol. 20 Issue No. 96, 8 Pages, Price 3.00

সুশান্তের ম্যানেজারের রহস্যমৃত্যুর এফআইআরে উদ্ধব-পুত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক দিশা সালিয়ানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় দীর্ঘ চার বছর পর অবশেষে বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশে এই মামলার পূর্ণাঙ্গ তদন্তভার নিজেদের হাতে তুলে নেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সোমবার এই কাণ্ডে আনুষ্ঠানিক ভাবে এফআইআর দায়ের করে সিবিআই। আর সিবিআইয়ের সেই এফআইআর-এই উঠে এসেছে মহারাষ্ট্রের উদ্ধবসেনা নেতা আদিত্য ঠাকরে, অভিনেতা ডিনো মোরিয়া এবং রিয়া চক্রবর্তী-সহ একাধিক হেভিওয়েট নাম।

সিবিআই সূত্রে খবর, গত ২ সেপ্টেম্বরের বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে তদন্তপ্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। প্রাথমিক এফআইআরে হত্যা, গণধর্ষণ, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, ক্ষমতার অপব্যবহার, প্রমাণ লোপাট এবং মিথ্যা তথ্য দেওয়ার মতো একাধিক জামিনঅযোগ্য ও মারাত্মক ধারা যুক্ত করা হয়েছে। সিবিআই আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, তদন্তের স্বার্থে আগামী দিনে এই মামলার সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েক জনের ভূমিকা বিস্তারিত ভাবে খতিয়ে দেখা হতে পারে।

নাম ডিনো মোরিয়া, রিয়া চক্রবর্তীদেরও

সিবিআইয়ের দায়ের করা নতুন এফআইআরে বেশ কিছু বিস্ফোরক দাবি করা হয়েছে। অভিযোগ, ২০২০ সালের জুন মাসে দিশার মৃত্যুর সময় রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে, তাঁর পুত্র আদিত্য ঠাকরে এবং আরও কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি মিলে পুরো ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারি নথি জাল করা, তথ্যপ্রমাণ লোপাট করা এবং মামলার মূল ফাইল গোপন করার গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে।

শুধু রাজনীতিবিদই নন, সেই সময়ে দায়িত্বে থাকা কয়েক জন সরকারি কর্মী এবং মুম্বই পুলিশের উর্ধ্বতন আধিকারিকদের ভূমিকাও এখন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের আতস কাঁচের তলায়। এই বিষয়ে সিবিআই ইতিমধ্যেই মুম্বই পুলিশকে চিঠি দিয়ে দিশার মৃত্যুর সময়কার যাবতীয় নথি, কেস ডায়েরি এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ৮ জুন মুম্বইয়ের মালাডের একটি বহুতলের ১৪ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু হয় ২৮ বছর বয়সি দিশা সালিয়ানের। তার ঠিক ৬ দিন পর, অর্থাৎ ১৪ জুন বান্দ্রার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছিল সুশান্ত সিংহ রাজপুতের দেহ। সেই সময় মুম্বই পুলিশ দিশার মৃত্যুকে 'অস্বাভাবিক মৃত্যু' হিসেবে নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করে এবং পরবর্তীতে এটিকে একটি 'আত্মহত্যা'র ঘটনা বলে দাবি করে মামলা বন্ধ করার চেষ্টা চালায়।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের গণেশপুজোয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

বসুনিয়ার বিস্ফোরণে জল ঢাললেন শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআইতে যাওয়া সাংসদদের একাংশ বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন, কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার এমন দাবিকে সোমবার কার্যত উড়িয়ে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, বিজেপিতে যোগ দেওয়া চাইলেই সব সময় সম্ভব নয়। জগদীশের বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শমীকের কটাক্ষ, 'তাঁরা যে বিজেপিতে যোগদান করতে চাইছেন, সেটা হয়তো মঙ্গল গ্রহের বিজেপি!'

সম্প্রতি জগদীশ দাবি করেন, তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআইতে যাওয়া ২০ জন সাংসদের মধ্যে ১৭ জন দুর্গাপুজোর আগে বা তার পরেই বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, তিন সংখ্যালঘু সাংসদ, আবু তাহের খান, খলিলুর রহমান এবং ইউসুফ পাঠান বিজেপিতে সরাসরি না-গিয়ে এনসিপিআইতেই থেকে এনডিএকে সমর্থন করবেন।

জগদীশের আরও দাবি, দলত্যাগবিরোধী আইনের জটিলতা এড়াতেই বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের পরামর্শে প্রথমে এনসিপিআই গড়ে তোলা হয়েছিল। পরে সেই সাংসদদের বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। যদিও এই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে বঙ্গ বিজেপির অন্দরে আলোচনা শুরু হয়। বিশেষ করে দীর্ঘদিন দলের সঙ্গে থাকা কর্মীদের একাংশের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে, তৃণমূল থেকে আসা নেতাদের সরাসরি বিজেপিতে নেওয়া হলে নিচুতলার কর্মীদের প্রতিক্রিয়া কী হবে। ২০২১ সালের ভোটের পরে বিজেপি কর্মীদের ওপরে হামলার অভিযোগও সেই আলোচনায় ফিরে আসে। সেই প্রেক্ষাপটেই সোমবার শমীকের বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২১-এর ভোট-পরবর্তী হিংসার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বোঝাতে চান, দীর্ঘদিনের কর্মীদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও আবেগকে পাশ কাটিয়ে কাউকে দলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না।

পদ্মের প্রচার শাখায় রদবদল

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশের নির্বাচনে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর সংগঠনকে আরও সক্রিয় করার পথে বিজেপির প্রচার ও যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও রদবদল করল রাজ্য নেতৃত্ব। নতুন রাজ্য কমিটি তৈরির পর এ বার রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য একসঙ্গে দলের মিডিয়া, তথ্যপ্রযুক্তি ও সমাজমাধ্যম শাখায় নতুন দায়িত্ব বণ্টন করলেন। পাশাপাশি ১৪ জনকে দলের মুখপাত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৩ সেপ্টেম্বর জারি হওয়া রাজ্য বিজেপির বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। নতুন দায়িত্বগুলি অবিলম্বে কার্যকর হচ্ছে।

এই নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, দলের মিডিয়া বিভাগের আহ্বায়ক হয়েছেন অনুপম ঘোষ। সহ-আহ্বায়ক করা হয়েছে পার্থসারথি চৌধুরী এবং চন্দ্রশেখর বসুতিয়াকে। তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের আহ্বায়ক হয়েছেন জয় মল্লিক। তাঁর সঙ্গে সহ-আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন রত্নেশ সিংহ, রম্যজ্যোতি সরকার, শুভজিৎ কর্মকার এবং সব্যসাচী রায়। সমাজমাধ্যম বিভাগেও নতুন দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। এই বিভাগের আহ্বায়ক হয়েছেন উমান্যু ভট্টাচার্য। সহ-আহ্বায়ক করা হয়েছে প্রীতম ভট্টাচার্য এবং ক্যামেলিয়া সান্যালকে।

মুখপাত্রের তালিকায় প্রধান মুখপাত্র করা হয়েছে দেবজিৎ সরকারকে। মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন রীতেশ তিওয়ারি, সায়ন্তন বসু, কেয়া ঘোষ, প্রণয় রায়, ডা. তন্ময় মুখোপাধ্যায়, সার্থশী চৌধুরী, অফেলিয়া সিংহ, অঙ্কন দত্ত, মেগান সেন রায়, ডা. নিখিল প্রসূন সিংহ, শমীক দাশগুপ্ত, সুদীপ্ত গুপ্ত এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর ঋত্বিক পাল। অর্থাৎ, প্রধান মুখপাত্র-সহ মোট ১৪ জনকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বয়কট ট্রফি, সূর্যদের পথে হরমনরাও

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে এশিয়া কাপের মঞ্চে চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। কিন্তু খেতাব জয়ের আনন্দের মধ্যেও তৈরি হল নতুন বিতর্ক। কারণ, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেও হাতে উঠল না ট্রফি। রবিবার দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ফাইনাল জয়ের পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ভারতীয় দলের কোনও ক্রিকেটারই মঞ্চে গিয়ে ট্রফি গ্রহণ করলেন না। ঘটনাকে ঘিরে ফের আলোচনার কেন্দ্রে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি মহসিন নকভি।

নকভি একই সঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান। সেই

কারণেই তাঁর হাত থেকে ভারত ট্রফি নেবে কি না, তা নিয়ে ম্যাচের শেষ দিক থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছিল। ফাইনালের শুরুতে গ্যালারিতে তাঁকে দেখা যায়নি। পাকিস্তান ফাইনালে উঠতে পারেনি বলে হয়তো তিনি মাঠে আসবেন না, এমনটাই মনে করা হয়েছিল। কিন্তু ম্যাচ শেষ হওয়ার আগে তাঁকে দেখা যায় বিসিসিআইয়ের দুই শীর্ষ কর্তা দেবজিৎ শইকিয়া ও রাজীব শুক্লার ঠিক পিছনে বসে থাকতে। সেখান থেকেই অনেকের মনে হয়েছিল, গত বছরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। শেষ পর্যন্ত সেটাই হল।

ম্যাচ শেষ হওয়ার প্রায় ৪৫ মিনিট পরে শুরু হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। প্রথমে আম্পায়ার, ম্যাচ রেফারি এবং শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের মেডেল দেওয়া হয়। এরপর রানার্স-আপের পুরস্কার শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তুর হাতে তুলে দেন নকভি। কিন্তু এরপর ভারতীয় দলের জন্য আর কোনও ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠান হল না।

সঞ্চালক পারভেজ মাহরুফ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার কথা ঘোষণা করেন। অথচ চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের মঞ্চে দেখা গেল না। আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, মঞ্চেই রাখা ছিল না এশিয়া কাপের ট্রফি। কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্যান্য এসিসি কর্তাদের সঙ্গে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান নকভি।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার বার্তা

সনাতন চেতনার জাগরণ: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: গণেশ চতুর্থীর একাধিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে 'সনাতন চেতনার জাগরণ' শুরু হয়েছে এবং ভাষা বা প্রদেশের ভিত্তিতে হিন্দু সমাজকে আর বিভক্ত রাখা যাবে না। দুর্গাপুজো নিয়েও একাধিক সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ বছরও পিতৃপক্ষে কোনও সরকারি উদ্বোধন হবে না, মাতৃপক্ষেই দুর্গাপুজোর সূচনা হবে। মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেন্সে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বৃহৎ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেরও ঘোষণা করেন তিনি।

বালিগঞ্জে ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে গণেশ পুজোর উদ্বোধনে শুভেন্দু বলেন, গত চার বছর ধরেই তিনি এই অনুষ্ঠানে আসছেন। এক সময় বাইরে পুজোর অনুমতি মিলত না, ঘরের ভিতরেই অনুষ্ঠান করতে হত। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। তাঁর কথায়, 'গণপতি বাপ্পাকে আর ঘরের মধ্যে আটকে রাখা যায়নি। জনতাই তাঁকে রাস্তায় নিয়ে এসেছে।'

গণেশ উৎসবকে সনাতন ধর্মীয় পরম্পরার সূচনা পর্ব হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গণেশ পুজোর পর বিশ্বকর্মা পুজো, তার পর মাতৃপক্ষ ও দুর্গাপুজো এবং পরে সরস্বতী পুজো, এই ধারাই বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। সেই ঐতিহ্য রক্ষার আহ্বানও জানান তিনি। বক্তৃতায় রাজনৈতিক সুরও ছিল স্পষ্ট। শুভেন্দুর দাবি, পশ্চিমবঙ্গ শুধু দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী নয়, আধ্যাত্মিক জাগরণেরও কেন্দ্র। দেশবিরোধী শক্তি এবং 'টুকরে টুকরে গ্যাং' থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সনাতনী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এবং ধর্মীয় প্রতীক ও সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

> এটাই সনাতনীদের ঐক্য। মরাঠি, গুজরাতি, বিহারি, হিন্দিভাষী ও বাঙালির মধ্যে যে বিভাজনের প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল, তা ভেঙে গিয়েছে। আমরা সবাই ভারতীয়। মা দুর্গার সঙ্গে তো গণেশজি আসবেনই। আমরা তাঁকে কয়েক দিন আগে নিয়ে এসেছি, এতে আপত্তির কী আছে?
> — শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী

গণেশ পুজো নিয়ে সমালোচনার জবাবও দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন, গণেশ উৎসব তো মূলত মহারাষ্ট্রের, তা হলে বাংলায় এত আয়োজন কেন। এর উত্তরে তিনি বলেন, 'এটাই সনাতনীদের ঐক্য। মরাঠি, গুজরাতি, বিহারি, হিন্দিভাষী ও বাঙালির মধ্যে যে বিভাজনের প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল, তা ভেঙে গিয়েছে। আমরা সবাই ভারতীয়।'

বিশ্বকর্মা পুজোর প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, ওই দিন নবান্নে বিশ্বকর্মার সামনে পুষ্পাঞ্জলি দেবেন তিনি। বিরোধী বাম নেতৃত্বকেও সেখানে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'একসঙ্গে পুষ্পাঞ্জলি দিন, পরিবর্তনের স্বাদ পাবেন।' পরে ঢাকুরিয়ার আর একটি গণেশ পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'অঙ্কুরে'র তরফে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১ লক্ষ ১ হাজার টাকার অনুদান দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দায়িত্ব বদলালেও মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কোনও পরিবর্তন হবে না।

সেখানেও দুর্গাপুজো প্রসঙ্গে একই অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে শুভেন্দু বলেন, 'পিতৃপক্ষে ফিতে কাটা বা উদ্বোধন হবে না। মাতৃপক্ষেই পুজোর সূচনা হবে। মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেন্সে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বড় অনুষ্ঠান হবে।' সোশ্যাল মিডিয়ায় গণেশ পুজো নিয়ে সমালোচনাকারীদেরও একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'মা দুর্গার সঙ্গে তো গণেশজি আসবেনই। আমরা তাঁকে কয়েক দিন আগে নিয়ে এসেছি, এতে আপত্তির কী আছে?' সমালোচকদের উদ্দেশে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'আপনারা দেখতে থাকুন আর জ্বলুন।'

বিশ্বমঞ্চে প্রথম সোনা, ধীরজের লক্ষ্যভেদে তিরন্দাজিতে ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় তিরন্দাজির ইতিহাসে নতুন অধ্যায় লিখলেন ধীরজ বোম্মাদেরাভা। পুরুষদের রিকার্ভ বিভাগে বিশ্বকাপের মঞ্চে প্রথম ভারতীয় হিসেবে সোনার পদক জিতলেন ২৫ বছরের এই তিরন্দাজ। মেক্সিকোয় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার ফাইনালে জাপানের জুনিয়া নাকানিশিকে শুট-অফে হারিয়ে এই নজির গড়েছেন তিনি। দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করা ভারতীয় রিকার্ভ তিরন্দাজির পদক-খরা কাটিয়ে ধীরজের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যের।

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে দশ নম্বরে থাকা ধীরজের সামনে ফাইনালে ছিলেন ২০ নম্বর নাকানিশি। র‍্যাঙ্কিংয়ের ব্যবধান থাকলেও ম্যাচে তার কোনও প্রভাব দেখা যায়নি। বরং শুরু থেকেই ভারতীয় তিরন্দাজের উপর চাপ তৈরি করতে থাকেন জাপানের প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রথম চার রাউন্ডের শেষে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়েও যান নাকানিশি।

তবে পিছিয়ে পড়েও বিন্দুমাত্র ভেঙে পড়েননি ধীরজ। ধীরে ধীরে নিজের ছন্দে ফিরে আসেন তিনি। একের পর এক নিখুঁত শট মেরে স্কোর সমান করে ম্যাচে ফেরেন ভারতীয় তিরন্দাজ। ৩-৩ হওয়ার পর ফের ধীরজের সামনে কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়। নাকানিশি আবার ৫-৩ ব্যবধানে এগিয়ে যান। মনে হচ্ছিল, চাপের মুহূর্তে হয়তো ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ জাপানি তিরন্দাজের হাতেই থাকবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অসাধারণ মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দেন ধীরজ। পর পর দু'টি রাউন্ড জিতে আবার স্কোর ৫-৫ করে ফেলেন তিনি। ফলে নির্ধারিত রাউন্ডে কোনও তিরন্দাজই ম্যাচের নিষ্পত্তি করতে পারেননি। স্বাভাবিকভাবেই লড়াই গড়ায় শুট-অফে। আর সেখানেই নিজের স্নায়ুর জোর প্রমাণ করেন ধীরজ।

শুট-অফে ধীরজের তির গিয়ে লাগে ১০ নম্বর ঘরে। নাকানিশির শট ছিল ৯। ফলে ১০-৯ ব্যবধানে শুট-অফ জিতে ম্যাচ নিজের নামে করে নেন ভারতীয় তিরন্দাজ। ৫-৫ থেকে শেষ পর্যন্ত ৬-৫ ফলে জয় নিশ্চিত করে বিশ্বকাপের সোনা তুলে নেন তিনি। ধীরজের এই সাফল্য আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ পুরুষদের রিকার্ভ বিভাগে বিশ্বকাপ থেকে ভারতের পদক পাওয়ার অপেক্ষা চলছিল দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে। সেই দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটল তাঁর হাত ধরে। শুধু তাই নয়, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের বিশ্বকাপেও কোনও পদক জিততে পারেননি ধীরজ। ফলে মেক্সিকোর এই সাফল্য তাঁর ব্যক্তিগত কেরিয়ারেও বড় প্রত্যাবর্তন।

ফাইনালের আগে অবশ্য আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল না নাকানিশির। সেমিফাইনালে তিনি হারিয়েছিলেন টোকিও অলিম্পিক্সের সোনাজয়ী তিরন্দাজকে। সেই জয় তাঁকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল। ফাইনালেও শুরু থেকে ধীরজকে চাপে রাখার পরিকল্পনা নিয়েই নেমেছিলেন তিনি। কিন্তু ম্যাচ যত এগিয়েছে, ভারতীয় তিরন্দাজ ততই নিজের নিয়ন্ত্রণ বাড়িয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞতা, ধৈর্য এবং চাপ সামলানোর ক্ষমতাই পার্থক্য গড়ে দেয়। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে লক্ষ্যভেদে কোনও ভুল করেননি ধীরজ। বিশেষ করে শুট-অফে ১০ পয়েন্ট তুলে নিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন, বড় মঞ্চের চাপ সামলানোর মতো মানসিক শক্তি তাঁর রয়েছে।

বাংলায় রুশ বিনিয়োগ? সম্ভাবনা সিদ্ধিলাভের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার রাজ্যে রাশিয়ার বিনিয়োগের সম্ভাবনার কথা জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, রাশিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। সেমিকন্ডাক্টর শিল্প এবং ডেটা সেন্টার তৈরির ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আসতে পারে রাজ্যে। শিল্পের বিনিয়োগ আনতে আগামী দিনে ফের মুম্বই যাওয়ার কথাও এদিন জানান তিনি।

গণেশপুজো উপলক্ষে সোমবার শিল্প নিয়ে প্রশ্নের মুখে শমীক বলেন, ভারী শিল্প, স্টার্টআপ ছাড়া মুক্তি নেই বাংলার। গণপতির কাছে সেই প্রার্থনাই করা হচ্ছে। বড় কোনও বিনিয়োগের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'দেশ-বিদেশে সমস্ত পর্যায়েই কথা চলছে। আমি আবার মুম্বই যাব।' এরপরই

রাশিয়ার প্রসঙ্গ টেনে শমীক বলেন, 'রাশিয়ার সঙ্গে খুব শীঘ্রই একটা কোলাবরেশন দেখা যাবে। তারা এখানে সেমিকন্ডাক্টর শিল্প, ডেটা সেন্টার করবে। সর্বক্ষেত্রে বিনিয়োগ আসছে।' তবে বিনিয়োগের প্রক্রিয়া যে এক দিনে শেষ হবে না, তা-ও স্পষ্ট করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। তাঁর কথায়, 'রাতারাতি তো সবকিছু বদলে দেওয়া যাবে না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও এমন দাবি করেননি। পার্থক্য যেটা দেখা যাচ্ছে, সেটা হল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সিন্ডিকেট উঠে গেছে। একটু সময় দিন, মানুষই বলবে হ্যাঁ, নতুন সরকার এসেছে।'

এদিকে পুজোর আগেই হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালসের নতুন একটি প্ল্যান্টের উদ্বোধনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। সংস্থার অন্যতম কর্তা শিল্পপতি পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কথা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। সেই অনুযায়ী, আগামী ১৪ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে প্রকল্পটির সূচনা হতে পারে। রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথম ১০০ দিনের মধ্যেই শিল্পে পরিবর্তনের বার্তা দেন শমীক। গত কয়েক মাসে পুরুলিয়া থেকে ডানকুনি, রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক সংস্থার বিনিয়োগের কথা সামনে আসে। সেই পরিস্থিতিতে রাশিয়ার সঙ্গে সম্ভাব্য সেমিকন্ডাক্টর ও ডেটা সেন্টার প্রকল্পের কথা জানান বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

ঋত-তৃণমূলের প্রার্থী ঘোষণা

■ প্রতীক বিতর্কের মধ্যেই নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচনে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান আলাদা করে তুলে ধরতে প্রার্থী ঘোষণা করল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শিবির। ঋতব্রত তৃণমূলের হয়ে নন্দীগ্রামে নির্বাচনে লড়বেন মহম্মদ এতেশামুল হক। রেজিনগর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে সফিউদ্দিন শেখকে। অন্য দিকে, কালীঘাট বনাম ঋতব্রত সংঘাতের জল এবার গড়াল দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। একদিকে নির্বাচন কমিশনে প্রতীকের লড়াই জারি রাখা, অন্যদিকে দলত্যাগীদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ স্তব্ধ করে দেওয়া, দ্বিমুখী কৌশল নিয়ে ময়দানে নামল মমতার দল। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে স্পেশ্যাল লিভ পিটিশন ফাইল করে কালীঘাট শিবির।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 25/08/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 14867 নং এফিডেভিট বলে আমি Shyam Karar S/o. Sudarshan Karar ও Shyam Ch. Karar S/o. S. Karar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 14/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 21873 নং এফিডেভিট বলে আমি Irajul Ali S/o. Illius Ali (old name), R/o. Balichara, Mahanad, Polba, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Irajul Ali S/o. Illius Ali নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sk Irajul Ali S/o. Sk Illius Ali (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sk Irajul Ali S/o. Sk Illius Ali & Irajul Ali S/o. Illius Ali, আমার পিতা Sk Illius Ali & Illius Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 09/01/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 778 নং এফিডেভিড বলে আমি Ramesh Pashi & Ramesh Saroj, আমার পিতা Shiu Kumar Pashi & Shiw Kumar Saroj ও আমার মাতা Kakuli Pashi & Kakuli Saroj, সাং 28/B, শিবপুর মেন রোড, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছেন।

গত 14/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 21872 নং এফিডেভিড বলে আমি Ashok Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Kishori Das ও K. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 14/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 21869 নং এফিডেভিড বলে আমি, Maya Dutta, W/o. Samir Dutta, & D/o. Sadhan Nag, R/o. 2 No. Rabindranagar, Rabindranagar, Chinsurah, Hooghly,-712103,W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পাসপোর্টে (Being No. XXXX8482, dated 19.08.2013), আমার পিতার সঠিক নাম Sadhan Nag-এর পরিবর্তে Sadhan Chandra Nag লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই। আমার পিতা Sadhan Nag & Sadhan Chandra Nag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

CHANGE OF NAME

I, **Tapati Jalal** W/O Samir KumarJalal residing at B-145, IIT campus, IIT Kharagpur, Paschim Medinipur, PIN - 721302 shall henceforth be known as **Tapati Sahu Jalal** as declared before the First Class Judicial Magistrate, Kharagpur Court, Paschim Medinipur vide affidavit No. 11798 dated 11/09/2026. **Tapati Jalal** and **Tapati Sahu Jalal** both are same and identical person.

--Tapati Jalal

নাম-পদবী

আমি, Suhab Sahikh S/o Dulaluddin Shaikh, গ্রাম নবীননগর, পোষ্ট নাটনা, থানা তেহট্ট, জেলা নদীয়া, পঃবঃ। নোটারি পাবলিক তেহট্টে নদীয়া পঃবঃ এফিডেভিট দ্বারা আমি Suhab Shaikh নামে পরিচিত হলাম। এফিডেভিট নম্বর ৫২, তারিখ ০৯.০৯.২০২৬, Suhab Sahikh এবং Suhab Shaikh একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Smt. Saroj Verma W/o. Sri Devendra Nath Verma (D.N. Verma), D/o. Late Yamuna Prasad and Late Vidya Prasad, residing at 16/1A, Khetra Mohan Naskar Road (K.M. Naskar Road), P.O. & P.S. - Regent Park, Kolkata - 700040, District South 24 Parganas, West Bengal vide an Affidavit No. 77026 before the 1st class Judicial Magistrate at Alipore, dated - 31.08.2026 that (KUMARI) SAROJNI DEVI and SAROJ VERMA is the same and identical person.

ক্রয়-বিক্রয়

আমি শেফালী সরদার, স্বামী- সত্যচরণ সরদার, সাং গাংনাপুর, সেজদিয়া, নদীয়ার বাসিন্দা। আমার নদীয়া জেলার ১৭৫ নং গাংনাপুর মৌজায় ২৮৮২ নং খতিয়ানে, ৪৮১ ও ৪৮৫ নং দাগে মোট ০৪ শতক জমি আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে বিক্রয় করিবার জন্য ইং ২৩.০৮.২০২৬ তারিখে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। কিন্তু অদ্যাবধি কোন আদিবাসী [illegible]

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মৃগাঙ্ক গাঙ্গুলী, পিতা- মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলী, সর্ব সাং-ফুলপুকুর, চুঁচুড়া, হুগলী-এর নিযুক্ত আমমোক্তার কৃষ্ণা গাঙ্গুলী, স্বামী- মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলী, নিকট হইতে চুঁচুড়া ডি.এস.আর-১ হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১০৮০৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা মৌজা ও থানা-চুঁচুড়া, জে.এল. নং-২০, হাল দাগ নং-১৯৬৬, হাল খতিয়ান নং-৫৩৪৯ দাগে বাস্ত জমি নাম পত্তনে আবেদন করেন, উক্ত বিষয়ে দ্বারা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এণ্ড এল.আর.ও. চুঁচুড়া-মগরা ব্লক এর নিকট আপীল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

Md. Mumtaz Alam Advocate
Judges Court Chinsurah

PUBLIC NOTICE

I, Sahanara Khatun, wife of Sekh Giyasuddin of Narayanpur, Dakshin Para, P.O. – Rajarhat Gopalpur, P.S. – Airport, Dist.: N 24 Pgs., Kolkata - 700136, By virtue of Affidavit dated 10.09.2026 Vide No. 22273, have declared that my son's actual name "Sekh Khalid" which is recorded in his Birth Certificate. That in my son's Aadhaar Card duly issued by the Authority his name wrongly recorded as "Sekh Khlid". That "Sekh Khalid" & "Sekh Khlid" is the same identical person.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রী নিমাই চন্দ্র সামন্ত পিতা-৺দীনবন্ধু সামন্ত, সাং- ও পোষ্ট- বাঁকুড়া, থানা- আমতা, জেলা- হাওড়া, পিন নং- ৭১১৩০৩, হাওড়া জেলার অর্ন্তগত আমতা থানার অধীনে ১১৫ নং জে. এল. ভুক্ত বাঁকুড়া মৌজায় এল .আর - ২৯৬ নং খতিয়ানে লিখিত [illegible]

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

[illegible]

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

[illegible]

।। বিজ্ঞপ্তি ।। (আমমোক্তার নামা)

[illegible]

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), **৯৪৩৪২৫২৫০৪,**
maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া,
গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। **মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।**
রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, **মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

(১) শ্রীমত্যা আরতি খাঁ, স্বামী- মৃত উত্তম খাঁ, সাকিম- হাসনান, পোঃ- মাকালপুর, থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, পিন-712305 (২) শ্রীমতী কাজল মণ্ডল, স্বামী-শ্রী ষষ্ঠীচরন মণ্ডল, সাকিম- দক্ষিন ডিহি, পোঃ- দক্ষিন ডিহি, থানা- জাঙ্গিপাড়া, জেলা- হুগলী, পিন- 712706 [illegible]

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

সুপ্রিয় দাস এন্টারপ্রাইজেস
6, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ই-মেইল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম রানাঘাটের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, নদীয়া। মিস প্রেসিট ০৫/২০২৬ [illegible]

'A' SCHEDULE

Dist. Nadia, P.S. Ranaghat, J.L. No. 8, Raghabpur Mouza, under Ramnagar 2 No. Gram Panchayat, being - Khatian No. L.R. 2984. Plot No.- L.R. 1317. Area- 2.475 dec. of land alongwith residential house covered by pucca roof and cemented floor measuring 250 sq.ft. out of 36 dec. of land. Butted and bounded by :- On the North: Dinu Mondal; On the South: Parimal Kundu; On the East: Rinku Debnath; On the West: 8 ft. wide pucca Rasta;

'B' Schedule

Funeral expenses for Sradh ceremony Rs. 50,000.00

আদেশানুসারে, সেরেস্তাদার, District Delegate, Ranaghat, Nadia

বিজ্ঞপ্তি

// জেলা-হুগলী, মোকাম চুঁচুড়া, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত //
২০২৬ সালের ২০ নং-৩৯ আইন মোকর্দমা।

দরখাস্তকারী :- [illegible] ... স্টেট অফ আমেরিকা।

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যায় যে- উপরোক্ত দরখাস্তকারী অত্র আদালতে -৭/৫৩ শরৎ সরণী রায় বাজার, বিসাইড মহালয়া, পোঃ- হুগলী, থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন নং ৭১২১০৩ নিবাসী **৺প্রভাত নারায়ন রায়চৌধুরীর ১৭,০৩,৭১৯ সতেরো লক্ষ তিন হাজার সাত শত উনিশ টাকা** আদায়ের জন্য অত্র আদালতে সাকসেশন সার্টিফিকেট এর জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। উহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের- ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং বা নিযুক্তীয় উকিলবাবু দ্বারা আপত্তি দাখিল করিতে পারেন অন্যথায় উক্ত দরখাস্ত একতরফা শুনানী হইয়া দরখাস্তকারীর অনুকূলে সাকসেশন সার্টিফিকেট মঞ্জুর করা হইবে।

// তপশীল-(এ)//
৺প্রভাত নারায়ন রায়চৌধুরীর ফিক্সড ডিপোজিট বিবরন।

ব্যাঙ্ক নাম	ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট নং	ম্যাচুরিটি তারিখ	টাকার পরিমান
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, পিপুলপাতি শাখা	৫০৫২১৪৭৪৭৩৮	২৪/৬/২০২৩	৯৯,২৮৭.০০
ঐ	৫০৪০৩৬৮৬৭৯৩	২৩/৮/২০২৭	৩,৮২,৯৮২.০০
ঐ	৫০৫০৩৫৯৮০৬৩	১১/৪/২০২৪	১,৬৭,৭০০.০০
ঐ	৫০৪৫৮২৬৯৪১৪	২১/৮/২০২৩	১,৮৩,৯২১.০০
ঐ	৭৪৪০৬০৭৭৯৫	২৮/০১/২০২৫	১,১৩,৮০৩.০০
ঐ	৫০৪০৩৬৮৬৫৭৮	২৩/৫/২০২৩	৩,৭৯,৯৫৫.০০
ঐ	৭০৬৯৩৮৪১১৩	২৪/৭/২০২৩	৫৫,৬২৬.০০
ঐ	৫০৫২১৪৭৪৬০৩	২৪/৬/২০২৩	৩,২১,১৪৫.০০

মোট ১৭,০৩,৭১৯.০০ (সতেরো লক্ষ তিন হাজার সাত শত উনিশ টাকা)।

// তপশীল (বি) //
৺প্রভাত নারায়ন রায়চৌধুরীর প্রভিডেন্ট ফান্ড এর বিবরন।

এ্যাকাউন্ট নং- ৩৩৭১৪১২৩৪২, সি আই এফ আই ডি নং- ২৯৭২০৭৩২৪, অ্যাকাউন্ট হোল্ডার নাম- প্রভাত নারায়ন রায়চৌধুরী, সাকিম- ৭/৫৩ শরৎসরণী রায় বাজার, হুগলী ওয়েস্টবেঙ্গল, পিন নং- ৭১২১০৩. ওপেন ডেট - ১৪/৯/২০১৬, ম্যাচুরিটি ডেট - ৩১/৩/২০৩২, পোস্ট অফিস - হুগলী এস.ও.।

// তপশীল (সি) //
৺প্রভাত নারায়ন রায়চৌধুরী ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বরের বিবরন।

ব্যাঙ্ক নাম- ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (ফরমালি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) পিপুলপাতি শাখা, লকার অ্যাকাউন্ট নং- ৪০০০৯২০৩০৩, অ্যাকাউন্ট হোল্ডার- প্রভাত নারায়ন রায়চৌধুরী, ঠিকানা- ফাস্ট ফ্লোর সেনকো বিল্ডিং বালির মোড় জেলা- হুগলী ওয়েস্টবেঙ্গল, পিন নং- ৭১২১০৩।

দরখাস্তকারীর পক্ষে -
.... উকিলবাবু

আদালতের অনুমত্যানুসারে
অম্লান সেন, সেরেস্তাদার
হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া সদর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতিতে কুম্ভমেলার আয়োজকদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবারের গঙ্গাসাগর মেলাকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে কুম্ভমেলার আয়োজকদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা, নজরদারি এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে কুম্ভ মেলার সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হবে। প্রয়োজনে তাঁদের গঙ্গাসাগরেও আনা হতে পারে। গঙ্গাসাগর মেলাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, গঙ্গাসাগর মেলাকে এবার আমরা আন্তর্জাতিক মেলা করে তুলব। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর প্রশাসনিক মহলে জল্পনা, দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী গঙ্গাসাগর মেলার 'জাতীয় মেলা' হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পথ আরও সুগম হতে পারে।

বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলার মর্যাদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সরকার গঠনের পর সেই লক্ষ্যে কেন্দ্রের কাছে ইতিমধ্যেই দু'দফা চিঠিও পাঠানো হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রের খবর। বর্তমানে রাজ্যে ও কেন্দ্রে একই রাজনৈতিক দলের সরকার থাকায় স্বীকৃতির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া আরও সহজ হবে বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

সাগরের বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল বলেন, কুম্ভ মেলার সাফল্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে গঙ্গাসাগর মেলার পরিধি ও মান আরও উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে প্রাথমিক স্তরে আলোচনা হয়েছে এবং প্রশাসনিক কর্তারা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

প্রশাসন সূত্রের দাবি, অতীতের তুলনায় এবার প্রযুক্তির ব্যবহার আরও বিস্তৃত হবে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, উন্নত ড্রোন নজরদারি, আধুনিক ভিড় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার মতো প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী বছর হরিদ্বারে অর্ধকুম্ভ থাকলেও গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের ভিড় কমবে না বলেই প্রশাসনের অনুমান। সেই কারণেই আগাম প্রস্তুতিতে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

ভুয়ো রেজিস্ট্রি ঠেকাতে নতুন অস্ত্র 'আপনি' অ্যাপ, পুজোর আগেই চালুর লক্ষ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জমির মালিকের অজান্তে ভুয়ো রেজিস্ট্রি রুখতে নতুন প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা আনছে রাজ্য সরকার। স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন দপ্তর 'আপনি*' নামে একটি মোবাইল অ্যাপ চালু করতে চলেছে, যার মাধ্যমে রেজিস্ট্রি অফিসেই ক্রেতা ও বিক্রেতার পরিচয় ডিজিটালভাবে যাচাই করা হবে। পরীক্ষামূলকভাবে আগামী সপ্তাহে বিধাননগরে পরিষেবা চালু হচ্ছে। দু'সপ্তাহের ট্রায়ালের পর দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যজুড়ে তা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। নবান্ন সূত্রের খবর, রেজিস্ট্রির আবেদন জমা পড়লেই ক্রেতা ও বিক্রেতাকে একটি করে কুয়েরি নম্বর দেওয়া হবে। প্রথম পর্যায়ে আধার যাচাই সম্পন্ন হওয়ার পর উভয় পক্ষকে মোবাইলে মাত্র ৪ এমবির 'আপনি' অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। রেজিস্ট্রির নির্ধারিত দিনে সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রি অফিসে উপস্থিত থেকে অ্যাপে কুয়েরি নম্বর দিয়ে নিজের পরিচয় যাচাই করতে হবে। মোবাইলের ক্যামেরার সামনে চোখের পাতা দু'বার ফেললেই তথ্য রাজ্যের নির্দিষ্ট পোর্টালে পৌঁছে যাবে। সেই তথ্য মিলিয়ে দেখবেন রেজিস্ট্রার বা সংশ্লিষ্ট আধিকারিক।

অ্যাপটিতে জিও-ফেন্সিং প্রযুক্তি থাকায় শুধুমাত্র রেজিস্ট্রি অফিস থেকেই এই যাচাই সম্ভব হবে। পরিচয় নিশ্চিত হলেই রেজিস্ট্রির মূল প্রক্রিয়া শুরু হবে। পরিচয় মেলেনি বা অসঙ্গতি ধরা পড়লে রেজিস্ট্রির কাজ সেখানেই আটকে যাবে। ফলে অন্যের পরিচয়ে জমি বা বাড়ি বিক্রির চেষ্টা সহজেই ধরা পড়বে বলে প্রশাসনের আশা। প্রসঙ্গত, জমির মালিকের মোবাইলে ওটিপি পাঠানোর ব্যবস্থা আগেও চালু হয়েছিল। কিন্তু সেই ব্যবস্থা প্রত্যাশিত ফল না দেওয়ায় আরও নিরাপদ ও প্রযুক্তিনির্ভর এই পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি রাজ্যে শীঘ্রই পেপারলেস রেজিস্ট্রেশন এবং অনলাইন স্লট বুকিং পরিষেবাও চালু হতে চলেছে।

ভবানীপুরের গোপাবন্ধু শ্রমজীবী বিদ্যালয়ে গণেশ পুজোর পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। ছবি- অদিতি সাহা

পদ্মবিভূষণ নৃত্যশিল্পী কেলুচরণ মহাপাত্রের ১০০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে ভারতীয় মিউজিয়ামে দীক্ষামঞ্জরির নৃত্যানুষ্ঠান। এদিন নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন ডোনা গাঙ্গুলি, তার কন্যা সানা ও রঘু। ছবি- অদিতি সাহা

রামকৃষ্ণপুর গঙ্গার ঘাটে দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর গঙ্গার ঘাটের পাশে গত কয়েক বছর ধরে আয়োজিত হয়ে আসছে ভাব দুর্গাপুজো। চলতি বছরও এই পুজোকে ঘিরে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। রামকৃষ্ণ স্বামীজি সেবা সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত এই পুজোর মূল উদ্যোক্তা হিসেবে এতদিন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা মধ্য হাওড়ার বিধায়ক অরূপ রায়ের ভূমিকা ছিল। তবে এবছর রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর পুজোর আয়োজন নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল।

পুজোর প্রস্তুতি শুরু হতে দেখা যাচ্ছিল না এবং পুজোর সময়ও ক্রমশ এগিয়ে আসছিল। এরপর স্থানীয় অঞ্জনীপুত্র সেনা সংস্থার পক্ষ থেকে পুজোর আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই মতো আনুষ্ঠানিকভাবে খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতির সূচনা করা হয়। খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে মূল যজমান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রায়, বালির বিধায়ক সঞ্জয় সিং, অঞ্জনীপুত্র সেনার ফাউন্ডার মেম্বার তথা রামকৃষ্ণপুর স্বামীজি দুর্গাপুজো কমিটির সম্পাদক সুরেন্দ্র বর্মা।

হাওড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে স্কাইওয়াক তৈরির পরিকল্পনায় রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে আর রাস্তা পেরিয়ে বা ঘুরপথে হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে না। বাসস্ট্যান্ডকে মাল্টি-কমপ্লেক্স হিসেবে গড়ে তোলার রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সেখান থেকে সরাসরি হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত স্কাইওয়াক বা ফুট ওভারব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা করছে পূর্ব রেল। প্রাথমিক ভাবনায় এই সংযোগ ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে। তবে কবে থেকে এই ব্যবস্থা চালু হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি। পূর্ব রেলের সিনিয়র ডিসিএম রাহুল রঞ্জন জানান, বাসস্ট্যান্ডের মাল্টি-কমপ্লেক্স প্রকল্পের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি হলে রেলের তরফেও একটি ডিপিআর তৈরি করা হবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ঠিক হবে সংযোগপথের ধরন, অবস্থান এবং পরিকাঠামোর বিস্তারিত পরিকল্পনা। এখন হাওড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে স্টেশনে পৌঁছতে যাত্রীদের সাধারণ পথ ব্যবহার করতে হয়। বিশেষ করে ট্রেন ধরার তাড়া থাকলে বাস থেকে নেমে স্টেশনের প্রবেশপথ পর্যন্ত পৌঁছনো অনেকের কাছেই ঝামেলার ব্যাপার। তবে নতুন পরিকল্পনা কার্যকর হলে সেই দূরত্বের একটা বড় অংশই উপর দিয়ে পার হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। রেলের প্রাথমিক পরিকল্পনায় বাসস্ট্যান্ড থেকে তৈরি সংযোগপথ হাওড়া স্টেশনের ৮ নম্বর প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা হয়েছে। অর্থাৎ বাস থেকে নেমে যাত্রী স্কাইওয়াকে উঠবেন, সেখান থেকেই স্টেশন চত্বরে ঢুকে নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে পৌঁছতে পারবেন।

কালীঘাট-ঋতব্রত সংঘাত এবার সুপ্রিম কোর্টে সদস্যপদ বাতিলের তালিকায় প্রথম ১০

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীঘাট বনাম ঋতব্রত সংঘাতের জল এবার গড়াল দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। একদিকে নির্বাচন কমিশনে প্রতীকের লড়াই জারি রাখা, অন্যদিকে দলত্যাগীদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ স্তব্ধ করে দেওয়া; দ্বিমুখী কৌশল নিয়ে ময়দানে নামল মমতার দল। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে স্পেশ্যাল লিভ পিটিশন ফাইল করে কালীঘাট শিবির। দলের আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলন করে সাফ জানিয়ে দিলেন, স্পিকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেই এই আইনি পদক্ষেপ। সেই সঙ্গে বিরোধীদের সতর্ক করে তাঁর হুঁশিয়ারি, প্রথম দফায় ১০ জনের তালিকা দেওয়া হয়েছে, বাকিদের অক্সিজেন দিচ্ছি। ফিরলে ভালো, না-হলে রাজনৈতিক ক্যারিয়ার পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যাবে।' এদিকে উপনির্বাচন আর পুর নির্বাচনের ভোটের মুখে বাংলায় তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ এই ফাটল ও প্রতীক লড়াই নিয়ে ইতিমধ্যেই জাতীয় রাজনীতিতে তীব্র শোরগোল। একদিকে নির্বাচন কমিশন দুই শিবিরের কাছেই বাড়তি নথি ও তথ্য চেয়েছে। অন্যদিকে, আইনি প্যাঁচে ফেলে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করতে কোনো ফাঁক রাখতে রাজি নয় কালীঘাট। এদিন নতুন দিল্লিতে দাঁড়িয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট ভাষায় জানান, বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকেই এই আবেদন জমা পড়েছে। আর এই অভিযোগের তির সোজা বিধানসভার স্পিকারের দিকে। কালীঘাট শিবিরের দাবি, ঋতব্রতপন্থী বিধায়কদের সদস্যপদ খারিজ করার আবেদন জানিয়ে আগে আগেই চিঠি পাঠানো হয়েছিল স্পিকারকে। কিন্তু রহস্যজনকভাবে সেই চিঠির প্রেক্ষিতে আজও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ফলে স্পিকারের নিষ্ক্রিয়তা ও ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বাধ্য হয়েই সুপ্রিম কোর্টের দরজায় কড়া নেড়েছে মমতাপন্থীরা। এর আগে ঠিক একইভাবে ২০ জন সাংসদের সদস্যপদ খারিজের আর্জি জানিয়ে স্পিকারকে পৃথক চিঠি দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, আইনি লড়াইয়ের প্রথম দফায় কালীঘাট শিবির যে ১০ জন বিধায়কের সদস্যপদ বাতিলের নাম জমা দিয়েছে, সেই তালিকায় রয়েছে বেশ কয়েকটি হেভিওয়েট নাম। তালিকায় এক নম্বরেই নাম রয়েছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এছাড়া অন্যান্য নামগুলি হল, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ রায়, সাবিনা ইয়াসমিন, বিপ্লব মিত্র, জাভেদ খান, রথীন ঘোষ, সন্দীপন সাহা, আখরুজ্জামান ও শিউলি সাহা। এই ১০ জনের নাম জমা দিয়ে বাকিদের জন্য অবশ্য কিছুটা নমনীয়তার সুর শোনা গিয়েছে কল্যাণের মুখে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, কৌশলগত কারণেই কালীঘাট এখন সব দরজা বন্ধ করছে না। কল্যাণের কথায়, 'অনেকে হয়তো বাধ্য হয়ে বা ভুল বুঝিয়ে ঋত-শিবিরে গিয়েছেন। তাই বাকিদের এখনই তালিকায় ঢোকানো হয়নি, কিছুটা সময় দেওয়া হচ্ছে। বলতে পারেন অক্সিজেন দিচ্ছি। কালীঘাটে ফেরার রাস্তা এখনও খোলা। কিন্তু শুভবুদ্ধির উদয় না হলে পরিণাম মারাত্মক হবে।'

কালীঘাট শিবিরের এই কড়া পদক্ষেপের খবর পৌঁছতেই ক্ষোভে ও হতাশায় ফেটে পড়েন ঋতব্রত শিবিরের অন্যতম মুখ তথা বিধায়ক মদন মিত্র। তিনি খোলাখুলিই নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তাতে আর রাজনীতি করা সম্ভব নয়। এখন মনে হচ্ছে রাজনীতিটাই ছেড়ে দিতে হবে। প্রতিদিন এভাবে কথার পরিবর্তন হতে থাকলে সাধারণ মানুষ আমাদের সুযোগসন্ধানী ভাববে, কিংবা ভাববে আমরা পাগল হয়ে গেছি।' সব মিলিয়ে, নির্বাচন কমিশনের আইনি টানাপোড়েন ও সুপ্রিম কোর্টের এই স্পেশ্যাল লিভ পিটিশন রাজ্য রাজনীতিতে এক মারাত্মক মোড় এনে দিল। কালীঘাটের এই অল-আউট অ্যাটাকের মুখে ঋতব্রত শিবির এখন কীভাবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে, সেটাই দেখার।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৮ ভাদ্র ১৪৩৩, মঙ্গলবার

জেলায় জেলায় ইসকনের ‘অক্ষয় পাত্র’কে সরিয়ে দিল রাজ্য সরকার

প্রত্যাহার মিড-ডে মিলের অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মিড-ডে মিল (পিএম পোষণ) প্রকল্পে ইসকন-যোগ নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। হাওড়া, পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের একাধিক এলাকায় স্কুলে মিড-ডে মিল সরবরাহের জন্য ‘অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন’-কে দেওয়া অনুমোদন প্রত্যাহার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জেলার আধিকারিকদের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা পাঠিয়েছে স্কুলশিক্ষা দপ্তর। গত ২১ অগস্ট জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে ওই চার জেলার কয়েকটি এলাকায় ‘অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন’-কে পিএম পোষণের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। স্কুলশিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছিল, সংস্থার প্রস্তাব বিবেচনার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর অনুমোদনেই সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু ১১ সেপ্টেম্বরের নতুন নির্দেশিকায় সেই অনুমোদন প্রত্যাহারের কথা জানানো হয়েছে। কেন এই সিদ্ধান্ত, সে বিষয়ে দপ্তরের তরফে নির্দিষ্ট কোনও কারণ জানানো হয়নি। শুধু বলা হয়েছে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই এই পদক্ষেপ। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর প্রথম বাজেটেই কলকাতার স্কুলগুলিতে কেন্দ্রীভূত রান্নাঘর থেকে মিড-ডে মিল পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। সেই অনুযায়ী কলকাতার প্রায় ৫০০টি স্কুলে খাবার সরবরাহের দায়িত্ব পায় ‘অন্নামৃত ফাউন্ডেশন’। ১ অগস্ট মুখ্যমন্ত্রী ওই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। তবে শুরু থেকেই নিরামিষ খাবার পরিবেশন, পরে আলাদা করে ডিম দেওয়ার ব্যবস্থা, খাবার পৌঁছতে দেরি হওয়া এবং কিছু ক্ষেত্রে পড়ুয়াদের খাবার

না পাওয়ার অভিযোগ ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। এদিকে, ইসকনকে মিড-ডে মিলের দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও হয়। সেই মামলায় ইসকন জানায়, তারা পশ্চিমবঙ্গে কোনও মিড-ডে মিল প্রকল্প পরিচালনা করছে না। কলকাতার প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা ‘অন্নামৃত ফাউন্ডেশন’ আইনগতভাবে পৃথক সংস্থা বলেও দাবি করা হয়। যদিও স্কুলশিক্ষা দপ্তরের একাংশের বক্তব্য, দুই সংস্থা পৃথক হলেও তাদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। ‘অক্ষয় পাত্র’-এর অনুমোদন প্রত্যাহারের নেপথ্যে ডিম সরবরাহের অতিরিক্ত ব্যয় এবং বরাত দেওয়ার পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্নও উঠে এসেছে। শিক্ষকদের একাংশের মতে, নির্ধারিত বরাদ্দের মধ্যে পৃথক ভাবে ডিম সরবরাহ করা নিয়ে বাস্তব সমস্যা তৈরি হয়েছিল। বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডলের দাবি, ‘ডিম দেওয়া বা না দেওয়ার প্রশ্নও এই সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছে।’ অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ‘দরপত্র ছাড়া কোনও সংস্থাকে এ ভাবে কাজ দেওয়া যায় না। এই সিদ্ধান্ত আমাদের আন্দোলনেরই ফল।’

বহিরাগত তাণ্ডব: যাদবপুরে অবাধ প্রবেশে লাগাম টানতে মামলা আদালতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: যাদবপুর-সহ রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশ বন্ধ করা এবং শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিতে ফের সরগরম কলকাতা হাইকোর্ট। সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও বহিরাগতদের তাণ্ডবের জেরে ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিয়ে মারাত্মক প্রশ্ন উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে পূর্বে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলাটির দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়ে সোমবার হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন মামলাকারীর আইনজীবী।

আদালত সূত্রে খবর, বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে বিষয়টি উত্থাপন করা হয়। আদালত সূত্রে খবর, আগামী বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চে এই হাইপ্রোফাইল মামলাটির শুনানি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন

ধরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর বামপন্থী ও গেরুয়াপন্থী অর্থাৎ এবিভিপি ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, সংঘর্ষ চলাকালীন বহিরাগতদের একটি বড় অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর ও তাণ্ডব চালায়। এই ঘটনার পর শুধু যাদবপুর নয়, সমগ্র রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়।

এরই প্রেক্ষিতে জনস্বার্থ মামলায় আবেদনকারীদের মূল অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বহিরাগতদের লাগামহীন দাপাদাপির কারণে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা মারাত্মক বিঘ্নিত হচ্ছে। এর ফলে ব্যাহত হচ্ছে পঠনপাঠন এবং বিনষ্ট হচ্ছে প্রশাসনিক শান্তি-শৃঙ্খলা। বারংবার এই ধরনের সংঘাতের ফলে ক্যাম্পাসজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। তাই অবিলম্বে গোটা রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগতদের প্রবেশের ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর নজরদারির জন্য বিচারবিভাগীয় হস্তক্ষেপের দাবি জানানো হয়েছে। এদিনের এই মামলা রুজু হওয়ার সময়েই আইনজীবীদের একাংশ মনে করিয়ে দেন, এর আগেও যাদবপুরে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো, গেটে পরিচয়পত্র পরীক্ষা এবং বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করেছিল হাইকোর্ট। এমনকি কর্তৃপক্ষও সুরক্ষার পরিকাঠামো জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, আদালতের সেই নির্দেশ ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবে কেবল কাগজে-কলমে আটকে রয়েছে। চরম শিথিলতার সুযোগ নিয়ে বহিরাগতদের আনাগোনা অব্যাহত। এবার সেই নির্দেশ অমান্যের বিষয়টিকেই পুনরায় তুলে ধরে হাইকোর্টে দ্রুত আইনি পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয়।

বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানোর ঘটনায় জামিন কংগ্রেস নেতাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ শাস্ত্রী ওরফে বাগেশ্বর বাবার ছবি পোড়ানোর ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া কলকাতা জেলা কংগ্রেস নেতা অতনু দাস শেষ পর্যন্ত জামিন পেলেন। সোমবার আলিপুর আদালত তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। একইসঙ্গে এই মামলায় অভিযুক্ত আরও দুই কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও প্রদীপ প্রসাদকেও জামিন দিয়েছে আদালত। আদলত কক্ষ থেকে বেরিয়ে আত্মবিশ্বাসী সুরে কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া, ‘দেরিতে হলেও সত্যের জয় হয়েছে।’

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, সোমবার অতনু দাসের পুলিশি হেপাজতের মেয়াদ শেষ হওয়ায় তাঁকে পুনরায় আলিপুর আদালতে তোলা হয়। তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা হেপাজতের মেয়াদ বাড়ানোর সওয়াল করলেও, আসামিপক্ষের আইনজীবীর জামিনের আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক অতনু দাস সহ প্রদীপ প্রসাদ ও আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় তিনজনকেই জামিনে মুক্ত করার নির্দেশ দেন।

ঘটনার সূত্রপাত দুর্গাপুজোয় সনাতনীদের আমিষ ভক্ষণ নিয়ে বাগেশ্বর বাবার এক বিতর্কিত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে। মধ্যপ্রদেশের এই তরুণ সন্ন্যাসীর মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সম্প্রতি ভবানীপুর থানার সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল কলকাতা জেলা কংগ্রেস। অভিযোগ, সেই বিক্ষোভ চলাকালীনই ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর ছবিতে আগুন লাগিয়ে দেন আন্দোলনকারীরা। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত ও অশান্তি ছড়ানোর অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার রাতে ভবানীপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে কলকাতা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অতনু দাসকে। পরবর্তীতে তাঁকে আলিপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক চার দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

এই মামলাতেই অপর দুই কংগ্রেস নেতা আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও প্রদীপ প্রসাদকে গত রবিবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় তলব করা হয়েছিল। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়ে তাঁরা অবশ্য ছবি পোড়ানোর অভিযোগ অস্বীকার করেন। আশুতোষ ও প্রদীপের দাবি ছিল, ‘আমরা শুধু থানার সামনে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলাম। ছবি পোড়ানোর কোনো উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। কিন্তু কর্মসূচি শেষের মুখে কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা অতিরিক্ত ভিডিও ফুটেজ চান। তাতেই কতিপয় কর্মী উত্তেজিত হয়ে অন্যত্র গিয়ে ছবি পোড়ান। তার সঙ্গে মূল আয়োজকদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।’

তবে কংগ্রেসের এই সাফাইকে তীব্র আক্রমণ করেছে গেরুয়া শিবির। কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিজেপি বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি এই প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে বলেন, ‘কংগ্রেসের কথাতেই স্পষ্ট যে সংবাদমাধ্যমে মুখ দেখানোর জন্য এরা যা খুশি করতে পারে।

কালীঘাট মন্দিরে দুর্নীতি ও আর্থিক তছরুপ

সিবিআই তদন্ত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে সাবর্ণ রায়চৌধুরীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীঘাট মন্দিরে দীর্ঘদিনের আর্থিক তছরুপ, চরম অনিয়ম এবং একনায়কতন্ত্রের অভিযোগে এবার সরাসরি দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হল সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার। সূত্রে খবর, মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা ও সম্পত্তি তছরুপ রুখতে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের কাছে একটি বিস্তারিত আবেদনপত্র পাঠিয়েছেন সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবার পরিষদের সম্পাদক দেবর্ষি রায়চৌধুরী। চিঠিতে মন্দিরের যাবতীয় আর্থিক দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতিকে দেওয়া ওই চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করানো সম্ভব না হলে কলকাতা হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে বিশেষ তদন্তকারী দল অর্থাৎ সিট গঠন করতে হবে। একই সঙ্গে মন্দির পরিচালনায় আমূল সংস্কারের দাবি তুলে জানানো হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দিষ্ট নির্দেশিকা মেনে জেলা জজ, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের দু’জন সদস্যকে নিয়ে অবিলম্বে এক নতুন পরিচালন কমিটি গঠন করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে পরিবার পরিষদের সম্পাদক দেবর্ষি রায়চৌধুরী ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, ‘আমরা ধাপে ধাপে আইনি পদক্ষেপ করতে চাই। প্রথম দফায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা জজকে বিষয়টি

জানিয়েছিলাম। কিন্তু সেখান থেকে কোনো সদুত্তর বা কার্যকর পদক্ষেপ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হতে বাধ্য হয়েছি। এরপরেও যদি কোনো ইতিবাচক সাড়া না মেলে, তবে আমরা জনস্বার্থ মামলা দায়েরের কথা চিন্তা করব।’ এর পাশাপাশি চিঠিতে মন্দিরের ভাবমূর্তি ও পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। সাবর্ণ পরিবারের অভিযোগ, বর্তমানে গর্ভগৃহে ঢুকে দেদার পুজো দেওয়া হচ্ছে এবং তার ছবি ও ভিডিও তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা ঐতিহ্যবাহী এই সতীপীঠের গরিমাকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করছে।

উল্লেখ্য, কালীঘাট মন্দিরের গয়নাগাটি ও সম্পত্তির গরমিল নিয়ে বিতর্ক এই প্রথম নয়। ২০০৬ সালেই প্রণামীর টাকা সঠিক তহবিলে জমা না পড়া নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা গড়ায়। সেই সময় তৎকালীন জেলা জজ তথা কমিটির চেয়ারম্যান বিষয়টিতে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তার প্রায় দুই দশক পরেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি বলে অভিযোগ। সাবর্ণ পরিবারের দাবি, দেবী দক্ষিণাকালীর মহামূল্যবান অলঙ্কার বহু বছর ধরে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ভল্টে গচ্ছিত রয়েছে। কিন্তু ১৯৮০ সাল থেকে সেই ভল্টের চাবির কোনো হদিশ নেই। ৪৬ বছর ধরে ভল্ট না খোলায় ভেতরে থাকা সোনা-দানা আদৌ সুরক্ষিত রয়েছে কি না, তা নিয়ে তীব্র ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

অভিযোগের তির মন্দির পরিচালন কমিটির মেয়াদের দিকেও। সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম অনুযায়ী, পাঁচজন সেবায়েত, ছয়জন বহিরাগত সদস্য ও জেলা জজের নেতৃত্বাধীন এই কমিটির মেয়াদ পাঁচ বছর। কিন্তু অভিযোগ, ২০১৪ সালের পর থেকে মন্দিরে কোনো পরিচালন নির্বাচনই হয়নি। ফলে গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কোনো পর্যবেক্ষণ না থাকায় দেবী বিগ্রহের মূল্যবান অলঙ্কার ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সুরক্ষার বিষয়টি বড়সড় প্রশ্নের মুখে পড়েছে। পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হওয়ায় এবার শীর্ষ আদালতের হস্তপেক্ষেই জট কাটার আশায় এই প্রতিষ্ঠাতা পরিবার।

কাঁকিনাড়ায় গণেশ পুজোর থিম: কোথাও রাজ রাজেশ্বরী বিনায়ক ধাম, কোথাও রাজস্থানের হাওয়ামহল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ের পরেই গণেশ পুজোর জন্য বিখ্যাত মিশ্র ভাষাভাষীর কাঁকিনাড়া। এখানে ছোট-বড় মিলিয়ে শতাধিক গণেশ পুজো হয়ে থাকে। গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে ‘মিনি মুম্বই’ খ্যাত কাঁকিনাড়ায় গণপতি বাপ্পার আরাধনা তুঙ্গে। সোমবার থেকেই দর্শনার্থীরা কাঁকিনাড়া, জগদ্দলে ঠাকুর দেখতে বেড়িয়ে পড়েছেন। কাঁকিনাড়ার কাছারী রোডের ১৯ নম্বর গলির ইয়ুথ ফেডারেশনের

পুজো এবারে ৭৫ তম বর্ষে পদার্পন করেছে। এখানকার পুজোর থিম রাজ রাজেশ্বরী বিনায়ক ধাম। থিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এখানে রুদ্রাক্ষের মূর্তি গড়া হয়েছে। মন্দিরে প্রবেশের ডান দিকে বিশালাকার বজরংবলীর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এই পুজো কমিটির সম্পাদক বিনোদ কুমার বর্মা জানান, সনাতন ধর্মকে জাগরিত করতেই মণ্ডপ প্রাঙ্গণে বজরংবলীর মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। কাঁকিনাড়ার কাঁটাপুকুর মাঠে ইয়ংম্যান অ্যাসোসিয়েশনের গণেশ পুজো ৫০ তম বর্ষে পা রাখল। এখানকার থিম রাজস্থানের জয়পুরের হওয়া মহল। পুজোকে ঘিরে এখানে পাঁচদিন মেলা বসে। পুজো কমিটির সম্পাদক অজয় কুমার সাউ বলেন, মুম্বইয়ের লালবাগের রাজার আদলে এখানে বিশালাকার গণেশ প্রতিমা। এবারে ধুমধাম করেই গণেশ পুজো হচ্ছে কাঁকিনাড়ায়।

সম্পাদকীয়

বাড়তি কাজে বাড়ছে না উৎপাদনশীলতা, বলছে সমীক্ষা

কাজের সময় শেষ হয়ে গেলেও কাজ আর শেষ হয় না। অফিস ছুটির বাড়ি ফেরার পথে অসমাপ্ত কাজ মেটানো;এটা ক্রমশ কর্মজীবনের প্রচলিত ছবি হয়ে উঠছে। আর সেই 'বিনা পারিশ্রমিক'-এর অতিরিক্ত কাজের দৌলতে কিন্তু বাড়ছে না উৎপাদনশীলতা, উল্টে বাড়ছে স্ট্রেস। যা থেকে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি।আর এই তালিকায় বিশ্বে অন্যান্য দেশগুলিকে পিছনে ফেলে সবচেয়ে এগিয়ে ভারত। এডিপি রিসার্চের 'পিপল অ্যাট ওয়ার্ক ২০২৬' শীর্ষক এক সমীক্ষায় এমন তথ্যই উঠে এসেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ভারতীয় কর্মীদের ২৪ শতাংশ সপ্তাহে ১৬ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় বেতন ছাড়াই কাজ করেন। ২০২৫-এ চালানো এই সমীক্ষায় বিশ্বের ৩৬টি বাজারের ৩৯ হাজারেরও বেশি প্রাপ্তবয়স্ক কর্মী অংশ নিয়েছিলেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে আরও ৪০ শতাংশ কর্মী প্রতি সপ্তাহে ৬ থেকে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত বিনা পারিশ্রমিকে অতিরিক্ত কাজ করেন। অর্থাৎ, সমীক্ষায় অংশ নেওয়া দেশের প্রায় ৬৬ শতাংশ কর্মীই সপ্তাহে অন্তত ৬ ঘণ্টা এমন কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার দাবি করেছেন। এডিপি-র সংজ্ঞায় 'বিনা পারিশ্রমিকের কাজ' বলতে নির্ধারিত বেতনভুক্ত সময়ের বাইরে করা কাজকে বোঝানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে লাঞ্চ ব্রেকে কাজ, নির্ধারিত সময়ের পরেও কাজ কিংবা ছুটির দিন বাড়ি থেকে কাজ। এ ক্ষেত্রে সারা বিশ্বের ছবি ভারতের থেকে অনেকটাই আলাদা। সমীক্ষায় ৬২ শতাংশ কর্মী জানিয়েছেন, তাঁরা সপ্তাহে সর্বোচ্চ পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত বিনা পারিশ্রমিকে অতিরিক্ত কাজ করেন। ৬ থেকে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত এমন কাজ করেন ২৬ শতাংশ এবং ১৬ ঘণ্টা বা তার বেশি করেন মাত্র ১২ শতাংশ। তবে দীর্ঘ সময় কাজ করলেই যে উৎপাদনশীলতা বাড়ে, এমন কোনও প্রমাণ রিপোর্টে মেলেনি। বরং বিনা পারিশ্রমিকে কাজের সময় যত বেড়েছে, কর্মীদের নিজেদের প্রত্যাশা অনুযায়ী উৎপাদনশীল না হওয়ার অনুভূতিও তত বেড়েছে। সিনিয়র ম্যানেজার এবং শীর্ষ স্তরের আধিকারিকদের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা একদম স্পষ্ট।

শব্দছক ২৬৯

রবি দাস

১	২		৩	■	৪		৫
৬		■	৭		৬	■	৭
	■	৮		■	■	৯	
১০	১১		■	১২	১৩		■
■	১৪			■	১৫		১৬
১৭		■	■	১৮		■	
	■	১৯			■	২০	
২১			■	২২			

পাশাপাশি: ১. বাধাহীন ৪. হুঙ্কার ৬. লবণ ৭. প্রথম ৮. মননকেন্দ্র ৯. আবাসকক্ষ ১০. সাদা ১২. খল ১৪. ছাড় ১৫. এক ধরণের চিনা ফল ১৭. গৃহ ১৮. মাছ-শিকারী সাদা পক্ষী ১৯. শাখামৃগ ২০. পথ ২১. সাধারণতঃ ফুলের গুচ্ছ ২২. কলকাতার বুকে বিমানবন্দর যেখানে

ওপর-নিচ: ১. অনুনয় ২. বন্যা ৩. সূর্য ৪. কণ্ঠ ৫. দৃষ্টি ৮. মলয় পাহাড় থেকে আগত বাতাস ৯. বিয়ের পাত্র পাত্রীর সংযোগকারী ১১. শুয়োর ১৩. নিমেষ ১৬. এক ঘোড়ায় টানা গাড়ী ১৭. সংসারের ছাপোষা মানুষ ১৮. বর দানকারী ১৯. বেঁকে যাওয়া মার্গ ২০. পাহাড়ে উঁচু থেকে দেখা দূর নিম্নভূমি

সমাধান ২৬৮ — পাশাপাশি: ১. গোমুখ ৫. বরতরফ ৮. সমুজ্জ্বল ৯. বাজ ১২. পান ১৩. শরম ১৫. পারানি ১৬. পাশা ১৭. ফসল ১৮. পল ১৯. ফুল ২০. কিরণ

ওপর-নিচ: ২. মুখোমুখি ৩. ভর ৪. শর ৫. বলবান ৬. তট ৭. ফন্দি ১০. থর ১১. কপাল ১২. পানিফল ১৩. শশা ১৪. ময়াল ১৬. পালকি ১৮. পণ

আজকের দিন

■ **১৯৬৩** — ব্যাপটিস্ট চার্চে কু ক্লুক্স ক্ল্যানের একটি বোমা হামলায় চারজন তরুণী আফ্রিকান- আমেরিকান মেয়ে নিহত হয়।

■ **২০০৮** — লেহম্যান ব্রাদার্স চ্যাপ্টার ১১ দেউলিয়াত্ব সুরক্ষার জন্য আবেদন করে, যা বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকটের চরম মুহূর্তের সূচনা করে।

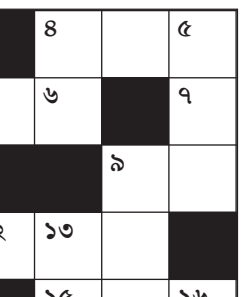
Birmingham Post-Herald
BOMB BLAST KILLS 4 CHILDREN, INJURES 17 AT CHURCH HERE

জন্মদিন

১৮৭৬ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯২৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অশোক সিংঘলের জন্মদিন।*
১৯৩৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুব্রমনিয়াম স্বামীর জন্মদিন।*

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীগণেশ: প্রতিটি শুভ সূচনার অন্তরালে যে দিব্য প্রজ্ঞা

সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের বুলেভার্ডে লেক কালীবাড়ির ষোড়শ বর্ষের গণেশপুজো

নিতাইচন্দ্র বসু

কলকাতা সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের ঐতিহ্যবাহী লেক কালীবাড়িতে এ বছর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ষোড়শ বর্ষের গণেশপুজো। বছরের পর বছর ধরে এই পুজো কলকাতার ভক্তদের কাছে এক বহুপ্রতীক্ষিত আধ্যাত্মিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

লেক কালীবাড়ি মন্দিরের ঠিক সামনের বুলেভার্ডে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে ভক্তেরা সমবেত হবেন ভগবান গণেশের আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে;তিনি বিঘ্নহর্তা, সকল বাধাবিঘ্নের বিনাশকারী; সিদ্ধিদাতা, সাফল্যের বরদাতা; আবার তিনিই প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও শুভ সূচনার দেবতা।

সকাল সাতটায় পুজো শুরু হবে। প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠান, প্রার্থনা ও নৈবেদ্যের মধ্য দিয়ে আরাধনা করা হবে ভগবান গণেশের।

কিন্তু গণেশের অতি পরিচিত ও প্রিয় মূর্তিটির অন্তরালে রয়েছে হিন্দু পুরাণের এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কাহিনি। এ কাহিনি কেবল কোনও দেবতার হস্তীমস্তক লাভের কাহিনি নয়; এর মধ্যে নিহিত রয়েছে আনুগত্য, কর্তব্য, ক্রোধ, অনুশোচনা, নবজীবন ও প্রজ্ঞার শিক্ষা।

গণেশের মাথা হাতির কেন?

ভগবান গণেশকে ঘিরে প্রচলিত কাহিনিগুলির মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ কাহিনি অনুসারে, দেবী পার্বতী একটি বালক সৃষ্টি করে তাকে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি স্নান করার সময়ে বালকটিকে দ্বাররক্ষার দায়িত্ব দিয়ে বলেছিলেন, কাউকেই যেন ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া না হয়।

বালক মায়ের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল।

ভগবান শিব এসে ভিতরে প্রবেশ করতে চাইলে সেই বালক-দ্বাররক্ষী তাঁকেও বাধা দেয়। শিব যে পার্বতীর স্বামী, তা তার জানা ছিল না। সে শুধু জানত, মা তাকে একটি দায়িত্ব দিয়েছেন এবং সেই দায়িত্ব তাকে পালন করতেই হবে। এই নিয়ে সংঘর্ষ বাধে। ক্রুদ্ধ শিব বালকের মস্তক ছেদন করেন।

পার্বতী ঘটনার কথা জানতে পেরে শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং তাঁর পুত্রকে আবার জীবিত করে দেওয়ার দাবি জানান।

ঘটনার পরিণাম উপলব্ধি করে শিব নির্দেশ দিলেন, নির্দিষ্ট দিকে মুখ করে থাকা প্রথম উপযুক্ত জীবটির মস্তক যেন তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়। একটি হাতির মস্তক এনে বালকের দেহে স্থাপন করা হল এবং সে পুনর্জীবন লাভ করল।

সেই বালকই হলেন গণেশ। শিব তাঁকে দেবতাদের মধ্যে এক অসামান্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং বর দিলেন;প্রতিটি শুভ কাজের সূচনায় সর্বাগ্রে তাঁরই পুজো হবে।

এইভাবে সংঘর্ষ দিয়ে যে কাহিনির সূচনা, শেষ পর্যন্ত তা হয়ে উঠল মিলন, রূপান্তর ও দিব্য আশীর্বাদের কাহিনি।

শুভ কাজে গণেশের পুজো প্রথমে কেন?

আজও ভারতজুড়ে নতুন ব্যবসার সূচনা, নতুন গৃহে প্রবেশ, বিবাহ, যাত্রা, কোনও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, নতুন প্রকল্প কিংবা প্রায় যে-কোনও উল্লেখযোগ্য শুভ কাজের শুরুতেই ভগবান গণেশকে স্মরণ করার প্রথা রয়েছে। এই প্রথার অন্তরালে রয়েছে গভীর প্রতীকী তাৎপর্য। গণেশ বিঘ্নহর্তা;বাধাবিঘ্নের বিনাশকারী। কোনও কাজের শুরুতে তাঁকে স্মরণ করার অর্থ কেবল বাইরের বাধাবিপত্তি থেকে মুক্তি প্রার্থনা করা নয়; নিজের অন্তরের বাধাগুলি;ভয়, অহংকার, বিভ্রান্তি, অধৈর্য ও ভুল বিচারবুদ্ধি;অতিক্রম করার প্রজ্ঞাও তাঁর কাছে প্রার্থনা করা।

গণেশের হস্তীমস্তক নিজেই গভীর প্রতীকে সমৃদ্ধ

- তাঁর বিশাল মস্তক আমাদের গভীরভাবে ও বিচক্ষণতার সঙ্গে চিন্তা করতে শেখায়।
- বড় কান শিক্ষা দেয়, কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে মন দিয়ে অন্যের কথা শুনতে।
- ছোট চোখ একাগ্রতা ও লক্ষ্যে অবিচল থাকার প্রতীক।
- তাঁর শুঁড় অভিযোজনক্ষমতার প্রতীক;যে শুঁড় একটি গাছ উপড়ে ফেলার মতো শক্তিশালী, সেই শুঁড়ই আবার অতি ক্ষুদ্র কোনও বস্তু তুলে নেওয়ার মতো সংবেদনশীল।
- আর গণেশের সামগ্রিক রূপ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়;প্রকৃত মহত্ত্ব বাহ্যিক রূপের উপর নির্ভর করে না; তার ভিত্তি প্রজ্ঞা, চরিত্র ও জীবনের উদ্দেশ্য।

তাই কোনও নতুন কাজের আগে গণেশের কাছে প্রার্থনা করা আসলে সঠিক গুণগুলি নিয়ে সেই কাজ শুরু করার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়;কর্মের আগে স্বচ্ছ চিন্তা, সাফল্যের আগে বিনয় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার আগে প্রজ্ঞা।

গণেশ-কাহিনির চিরন্তন শিক্ষা

গণেশকে ঘিরে যে পুরাণকাহিনি, তার মধ্যে এমন কয়েকটি শিক্ষা রয়েছে যা আধুনিক জীবনেও আশ্চর্য রকম প্রাসঙ্গিক।

প্রথম শিক্ষা: কর্তব্যে অবিচল থাকা

বালক গণেশকে তাঁর মা একটি দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর চেয়ে অসীম শক্তিশালী একজনের মুখোমুখি হয়েও তিনি সেই দায়িত্ব পালনে অবিচল ছিলেন।

দ্বিতীয় শিক্ষা: না বুঝে ক্রোধের বশে কাজ করার বিপদ

শিবের আচরণ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, ক্রোধের বশে নেওয়া সিদ্ধান্তের এমন পরিণতি হতে পারে, যা সহজে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। তাই ক্ষমতার সঙ্গে সংযম থাকাও অপরিহার্য।

তৃতীয় শিক্ষা: নিজের দায়িত্ব স্বীকার করা এবং ভুল সংশোধন করা

ঘটনার পরিণাম স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে সংঘর্ষের মধ্যে আটকে না থেকে যা নষ্ট হয়েছিল তাকে ফিরিয়ে আনা, বিরোধের অবসান ঘটানো এবং সামনে এগিয়ে যাওয়াই হয়ে উঠেছিল সমাধানের পথ।

চতুর্থ শিক্ষা: রূপান্তর

গণেশের হস্তীমস্তককে ক্ষতি কিংবা অসম্পূর্ণতার চিহ্ন হিসেবে দেখা যেত। অথচ সেটিই হয়ে উঠল তাঁর অনন্য পরিচয় এবং শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সর্বাধিক পরিচিত দৈব প্রতীকগুলির অন্যতম।

জীবনও কখনও কখনও আমাদের এমনভাবে বদলে দেয়, যা আমরা আগে কল্পনাও করিনি। প্রথমে যা প্রতিকূলতা বলে মনে হয়, পরবর্তী সময়ে তা-ই হয়ে উঠতে পারে আমাদের শক্তি ও জীবনের উদ্দেশ্যের উৎস।

আর সবশেষে আসে সম্ভবত সবচেয়ে বড় শিক্ষা;কর্মের আগে চাই প্রজ্ঞা।

এই কারণেই প্রতিটি নতুন সূচনার দ্বারে গণেশের অধিষ্ঠান।

নতুন ব্যবসা শুরু করার আগে, নতুন কর্মজীবনে প্রবেশের আগে, নতুন গৃহে প্রবেশের সময় কিংবা কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের আগে তাঁর উপস্থিতি যেন আমাদের নিজেদেরই কয়েকটি প্রশ্ন করতে শেখায়;আমরা কি যথেষ্ট ভেবেছি? অন্যের কথা কি যথেষ্ট মন দিয়ে শুনেছি? আমরা কি বিনয়ের সঙ্গে কাজ করছি? আমাদের উদ্দেশ্য কি সৎ?

অতএব গণেশপুজো নিছক নতুন কোনও কাজ শুরুর আগে পালন করা একটি ধর্মীয় আচার নয়। এ যেন প্রজ্ঞা, বিনয় ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে নতুন পথচলা শুরু করার আহ্বান।

লেক কালীবাড়িতে যখন ষোড়শ বর্ষের গণেশপুজো উদ্‌যাপিত হচ্ছে, তখন এই উৎসবের তাৎপর্য সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের বুলেভার্ডে আয়োজিত পুজোর পরিসর ছাড়িয়ে আরও বৃহৎ এক বার্তা বহন করে।

ভগবান গণেশ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন;জীবনের সমস্ত বাধা কেবল অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার জন্যই আসে না। কখনও কখনও বাধা আসে, যাতে তাকে অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করতে পারি প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞা, ধৈর্য ও শক্তি।

'ভগবান গণেশ আমাদের জীবনের বাধাবিঘ্ন দূর করুন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি যেন আমাদের সেই বাধাগুলি বুঝতে প্রজ্ঞা দেন, তাদের মুখোমুখি হওয়ার ধৈর্য দেন এবং অতিক্রম করার শক্তি দেন। প্রতিটি শুভ সূচনা যেন কেবল সাফল্যের প্রার্থনা দিয়ে শুরু না হয়; শুরু হোক প্রজ্ঞার প্রার্থনা দিয়ে। কারণ প্রজ্ঞা যখন আমাদের কর্মকে পথ দেখায়, তখন সাফল্যও লাভ করে এক গভীরতর অর্থ।'

লেখক: সেবাইত, লেক কালীবাড়ি, কলকাতা

দুর্ঘটনার পর নয়, দুর্ঘটনার আগেই জাগুক প্রশাসন

গৌতম পতি

শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সেই অন্তিম মুহূর্তগুলো কতটা যন্ত্রণার, কতটা মর্মান্তিক, তা বোধহয় মুনাফালোভী হোটেল মালিক, দায়িত্বজ্ঞানহীন পুলিশ- প্রশাসন কিংবা ভোটমুখী রাজনৈতিক নেতাদের বোঝার সাধ্য নেই। বিষাক্ত কালো ধোঁয়ায় দম আটকে আসা এক-একটি ছটফটানি তাঁদের কাছে কেবলই একটি সংখ্যা। মৃত্যুর পর শোকপ্রকাশের নাটক, ক্ষতিপূরণের ঘোষণা আর তদন্ত কমিটির ফাইল চালাচালি, এই চেনা চিত্রনাট্যে সাধারণ মানুষের জীবনের দাম দিনে দিনে শূন্যে এসে ঠেকেছে। কোনও আর্থিক ক্ষতিপূরণ কি একটি তাজা প্রাণের বিকল্প হতে পারে? যে পরিবার তাদের স্বজনকে হারায়, কেবল তারাই বোঝে এই ক্ষতের গভীরতা কতখানি। বাকিদের কাছে তা স্রেফ কয়েকদিনের খবরের শিরোনাম।

পশ্চিমবঙ্গের মহানগর থেকে শুরু করে জেলা শহর ও শহরতলি- সর্বত্র আজ ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বেআইনি হোটেল ব্যবসা। বাণিজ্যিক লাইসেন্স নেই, দমকলের অনুমোদন নেই, নিয়মিত ফায়ার অডিট নেই, এমনকি পরিবেশের ছাড়পত্রও নেই। আপৎকালীন নির্গমন পথ থাকলেও সেগুলিতে ঝুলছে মরচে ধরা তালা। অথচ পুলিশ ও প্রশাসনের চোখের সামনে, তাদের নাকের ডগা দিয়ে দেদার উৎকোচ দিয়ে ম্যানেজ করা ভুয়ো নথিপত্র দিয়ে চলছে এই মরণফাঁদ। রাজ্যে যেন বেনিয়মই এখন সবচেয়ে বড় নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্নীতি আর কাটমানির থলি যত ভারী হচ্ছে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা তত তলানিতে গিয়ে ঠেকছে।

এই অনিয়ম ও উদাসীনতার মাশুল দিতে হচ্ছে একের পর এক মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে। ১৭ আগস্ট,২০২৬ ভোরে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার তারাপীঠে 'হোটেল বিদেশিনী' নামক চার তলা হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৯ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়। নিচতলায় শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লাগে। ঘুমের মধ্যে ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বহু মানুষ আহত হন। এই ঘটনার পর প্রশাসন ১৫টি হোটেলে তালা ঝোলানোর নির্দেশ দেয় এবং আইনি পদক্ষেপ নেয়। ১৮

আগস্ট, রাত ২টায় নিউ মার্কেটের হোটেল 'শিখা ইন'-এর অগ্নিকাণ্ডে মৃত্য হয়েছে শিশুসহ নয় জনের। যাঁদের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশি। একটি পাঁচতলা বিল্ডিংয়ে চলছিল ১০টি হোটেল ও অতিথিশালা। সবগুলো এক একটি জতুগৃহ। এইঘটনায় ফিরলো ২৯/০৪/২০২৫ মেছুয়া বাজার ফলপট্টির ঋতুরাজ হোটেলে ১৪ জনের মৃত্যুর স্মৃতি। সেসময় দমকলকর্মীদের বক্তব্য ছিল, ধোঁয়ায় জেরে গ্যাস চেম্বারে পরিণত হয়েছিল হোটেলটি। ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জন হতভাগ্য মানুষের। এঁদের মধ্যে অনেকেই ভিনরাজ্যের বাসিন্দা। প্রত্যেকবারের মতো এবারও ঘটেছে প্রাণহানি, কমিটি গঠন, তদন্ত। সেই সঙ্গে পূর্বতন সরকারের আমলের অব্যবস্থা নিয়ে দায় ঠেলাঠেলি।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, এই শহর ও রাজ্যের বুকে একের পর এক জতুগৃহ তৈরি হয়েছে, কিন্তু শিক্ষা নেওয়া হয়নি কখনও। ২০০৬ সালের ২২ নভেম্বর তপসিয়ার চামড়ার কারখানার বিধ্বংসী আগুন, ২০০৮ সালের ১২ জানুয়ারি বড়বাজারের ১৩ তলা নন্দরাম মার্কেটের অগ্নিকাণ্ড, কিংবা ২০১০ সালের ২৩ মার্চ পার্কস্ট্রিটের স্টিফেন কোর্টের সেই নারকীয় ঘটনা যেখানে জীবন্ত পুড়ে ও দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন ৪৩ জন মানুষ। এরপর ২০১১ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকুরিয়ার আমরি হাসপাতালের আগুন তো মানবসভ্যতার ইতিহাসেই এক কালো দাগ, যেখানে ধোঁয়ায় দম আটকে মারা গিয়েছিলেন ৯০ জনের বেশি অসহায় রোগী। তালিকা এখানেই শেষ নয়। ২০১২ সালের ২২ মার্চ হাতিবাগান বাজারের অগ্নিকাণ্ড, ২০১৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সূর্য সেন স্ট্রিটের বাজারে ১৯ জন শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু, ২০১৬ সালের তপসিয়ার ক্রিস্টোফার রোডের গুদামে আগুন, ২০১৭ সালে বড়বাজারের আমড়াতলা ও পোর্ট ট্রাস্টের গুদামের আগুন এবং জীবন সুধা বিল্ডিংয়ের ১৯ তলার অগ্নিকাণ্ড। ২০১৮ সালে আমেনিয়াম ঘাটের বস্তি ভস্মীভূত হওয়া কিংবা বাগরি মার্কেটের সেই ভয়াল অগ্নিকাণ্ড;প্রতিটি ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে নিয়মভঙ্গই এখানে অলিখিত দস্তুর।

আজ শহর ছাড়িয়ে গ্রামাঞ্চলেও এই সিন্ডিকেট রাজ ছড়িয়ে পড়েছে। আবাসিক এলাকায়, এমনকি সাধারণ ফ্ল্যাটবাড়ির একতলায় কোনও নিয়মবিধির তোয়াক্কা না করে রমরমিয়ে চলছে বাণিজ্যিক হোটেল ও রেস্তোরাঁ। আবাসিকরা দুর্গন্ধ, তন্দুর ও রান্নার ধোঁয়া, তীব্র শব্দ এবং বহিরাগতদের অনবরত আনাগোনায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করছেন। একাধিক রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ও তেলচিটে চিমনি প্রতিটি সাধারণ বাড়িকে একটি করে জতুগৃহে পরিণত করেছে। আগুন লাগলে সমগ্র এলাকা ছারখার হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে, স্থানীয় পঞ্চায়েত বা প্রশাসনিক শীর্ষকর্তারা হোটেল বন্ধের নির্দেশ দিলেও রাজনৈতিক প্রভাবশালী নেতাদের ছত্রছায়ায় সেই নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ব্যবসা বহাল তবিয়তে চলে।

মৃত্যু ঘটে যাওয়ার পর কান্নাকাটি, দোষারোপ আর দায় এড়ানোর খেলা বন্ধ হোক। দুর্ঘটনা ঘটার পর তৎপরতা না দেখিয়ে, দুর্ঘটনা যাতে আদৌ না ঘটে- সেই আগাম সদিচ্ছা প্রশাসনকে দেখাতে হবে। ঘুষের বিনিময়ে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। সাধারণ মানুষ আর কোনও ক্ষতিপূরণের দয়া চায় না, তাঁরা চায় তাঁদের বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকার এবং প্রতিটি অপরাধী ও তাদের মদতদাতাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। দুর্ঘটনা ঘটার পর তৎপরতা দেখিয়ে আর কত প্রাণের হিসাব মেটানো হবে? সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের দাবি খুব বেশি নয়, আইনকে আইনের মতো প্রয়োগ করুন। প্রতিটি হোটেল ও বহুতলের অনুমোদন, অগ্নিনিরাপত্তা, জরুরি বহির্গমন পথ, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা এবং পরিবেশের প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র নিয়মিত পরীক্ষা করা হোক। অভিযোগকে রাজনৈতিক প্রভাব বা অর্থের কাছে পরাজিত হতে দেওয়া যাবে না। দোষী হোটেল মালিকের পাশাপাশি যেসকল আধিকারিকেদের গাফিলতিতে বেআইনি প্রতিষ্ঠান চলেছে, তাঁদের জবাবদিহিও নিশ্চিত হোক।

বেনিয়ম যদি নিয়ম হয়ে যায়, তবে একদিন সেই আগুন আমাদের সবার দরজায় পৌঁছবে। তাই এখনই সতর্ক হওয়া দরকার। এরপর আর কোন দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে সরকার, রাজনৈতিক দল, দমকল,পুলিশ - প্রশাসনের দৃষ্টি পড়ুক এটাই সাধারণ মানুষের একান্ত বাসনা। দুর্ঘটনার পর নয়- দুর্ঘটনার আগেই জাগুক প্রশাসন।

মননের আলো

অধ্যাপক স্বপন কুমার মণ্ডল

শিক্ষা পেলে বা জ্ঞান লাভ করলেই জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় না। সবচেয়ে জরুরি আত্মসংযম। নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ না থাকলে সব পেয়েও হারানোর ভয়, সব থেকেও না থাকার আতঙ্ক। মনের অস্থিরতাই অশান্তি বয়ে আনে। মহাজ্ঞানী বা মহাধনীও সংযমের অভাবে অসুখী হয়।

কোট-স্নানকোট

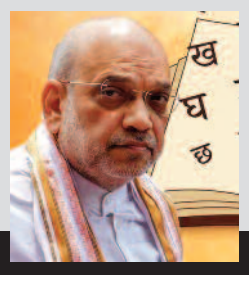

হিন্দি ভাষার প্রসারে অনন্য ভূমিকা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর। বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও এই ভাষার প্রচার করেছেন তিনি। হিন্দি ভাষা অন্য কোনও ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। মাতৃভাষা অবশ্যই সবার উপরে। কিন্তু তারপরও আমাদের অন্যান্য ভাষা শেখা উচিত।

অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মাও শীর্ষনেতা আকাশকে ধরতে তৎপর বাঁকুড়া পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মাও শীর্ষনেতা এক কোটি টাকা ইনামধারী আকাশ কী এখন চাপের মুখে পড়েছেন? অতি সম্প্রতি তার তিন ঘনিষ্ঠ সহযোগী বাঁকুড়া পুলিশের কাছে আত্মসমর্থন করেছে। পুলিশের জেরায় দল ও দলপতির একের পর এক গোপন তথ্য তারা ফাঁস করে দিচ্ছেন। এই আবহে আকাশের খোঁজ পেতে জোরদার অভিযান চালাচ্ছে বাঁকুড়া পুলিশ। অন্যদিকে ঝাড়খণ্ড পুলিশের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল যে ঝাড়খণ্ড পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর (কোবরা) যৌথ ক্রমাগত চাপের মুখে পড়ে সারান্ডা জঙ্গল থেকে আকাশ ও তার আরও ৫ ঘনিষ্ঠ সহযোগী দলমা পাহাড় ও জঙ্গলের দিকে সরে এসেছে। সেই সময় তার সঙ্গে ছিল ১৫ লক্ষ টাকা ইনামধারী রামপ্রসাদ মার্ডি ওরফে সচিন, ১০ লক্ষ টাকার ইনামধারী মিতা ওরফে নয়নতারা, পাঁচ লক্ষের মঙ্গল মাহাতো, দু'লক্ষের মালতি মুর্মু এবং এক লক্ষের বুলু ওরফে গৌরী। কিন্তু গত ১০ সেপ্টেম্বর ২৬ বাঁকুড়া জেলা পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন রামপ্রসাদ, তাঁর স্ত্রী মিতা ওরফে নয়নতারা এবং বুলু ওরফে গৌরী। রামপ্রসাদ একটি একে-৪৭-ও জমা দিয়েছেন। ঝাড়খণ্ড পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে, এই আত্মসমর্পণের আগে এই তিনজনই আকাশের সঙ্গে দলমা এলাকায় ছিলেন। অন্যদিকে, এই ৩ মাওবাদী দীর্ঘ সময় আকাশের সঙ্গে ছিলেন। ফলে আকাশের গতিবিধির খুঁটিনাটি তাদের জানা। তারা পুলিশের কাছে মুখ খুলেছেন। অন্যদিকে, পূর্ব সিংভূম পুলিশ পোস্টারে আকাশ-সহ এই ছ'জনের ছবি ও পুরস্কারের তথ্য প্রচার করেছে। ফলে পূর্ব সিংভূমও এখন আকাশদের জন্য নিরাপদ নয়। এদিকে, রাজ্যে সরকার বদল এবং একের পর এক সাফল্যে বাঁকুড়া পুলিশ এখন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তবে সারান্ডা থেকে দলমায় এসে আকাশরা আত্মগোপন করে রয়েছে এই তথ্য বাঁকুড়া পুলিশের কাছে উদ্বেগের। দলমা হয়ে পুরুলিয়া বাঁকুড়া সীমান্তের জঙ্গলপথে আকাশের দীর্ঘ দিনের চেনা। এই এলাকার অলিগলি তার চেনা। তাই আকাশরা এই এলাকায় ঢুকে পড়েছে কিনা বা এখানকার পুরনো নেটওয়ার্কের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ এখনও সক্রিয় রয়েছে কি না বা সক্রিয় করার চেষ্টা করছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে বাঁকুড়া পুলিশ। তবে বাঁকুড়া সীমান্তের জঙ্গল জুড়ে চিরুনি তল্লাশি চালিয়েও হদিশ মিলল না সিপিআই (মাওবাদী)-র শীর্ষনেতা অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশ ও তার সহযোগীদের। তাই দলমা এলাকায় তল্লাশির পর যৌথবাহিনীর অভিযান এবার বাংলা- ঝাড়খণ্ড সীমান্তের জঙ্গলপথ। বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমান্ত এবং পুরুলিয়ার বান্দোয়ান-সংলগ্ন জঙ্গলে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, গত ১০ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া পুলিশের কাছে আত্মসমর্থন করে আকাশের তিন সহযোগী আর গত ১১ সেপ্টেম্বর ২৬ মাওবাদীদের অস্ত্র ভাণ্ডারের সন্ধানে ঝাড়খণ্ডে সেখানকার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে যৌথ অভিযান চালায় বাঁকুড়া পুলিশের। এতে উদ্ধার বিপুল পরিমান অস্ত্র। এই উদ্ধারের পর মাওবাদী নেতা অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশের পুরনো স্কোয়াডের অস্ত্রভাণ্ডার এবং গতিপথ নিয়ে নতুন করে তদন্ত শুরু হয়েছে। যদিও উদ্ধার হওয়া দু'টি ইনসাস সরাসরি আকাশের অস্ত্র বলে চিহ্নিত করার কোন প্রমাণ নেই। তবে আকাশের অনেক সহযোগী ক্রমাগত বেড়ে চলা চাপে আত্ম সমর্পন করেছে বা ধরা পড়েছে বিভিন্ন রাজ্যে। এই প্রাক্তনীরাই এখন পুলিশের হাতিয়ার। এতে আকাশের ওপর চাপ বাড়ছে।

বৈঁচিতে বাস্তব-অস্তিত্ব বিহীন মাদ্রাসার হদিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির পাণ্ডুয়া ব্লকের বৈঁচির তারাজোল গ্রামে কাজী নজরুল ইসলাম মেমোরিয়াল জুনিয়র হাই মাদ্রাসা। অথচ গ্রামে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, নামে মাদ্রাসা থাকলেও বাস্তবে তার কোনও পরিকাঠামোই গড়ে ওঠেনি। বিজেপি সরকার অনুমোদনহীন মাদ্রাসা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। সেই তালিকায় থাকা ২৫২টি মাদ্রাসার মধ্যে নাম রয়েছে হুগলির বৈঁচির এই মাদ্রাসারও। সরকারি খাতায় নাম আছে, অথচ বাস্তবে অস্তিত্বই নেই বৈঁচি বিলসরার মাদ্রাসার। যদিও পাণ্ডুয়ার বিডিও দেবব্রত প্রামাণিকের দাবি, 'জেলা থেকে ক্লোজ নোটিস দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে এই মাদ্রাসার কোনও অস্তিত্ব নেই।'

স্থানীয়দের দাবি, অস্থায়ী কাঠামো তৈরি হলেও সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহযোগিতা না মেলায় মাদ্রাসাটি চালু করা যায়নি। বর্তমানে সেই জমি বিক্রি হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে মাদ্রাসার কোনও পরিকাঠামো নেই, অথচ সরকারি নথিতে নাম রয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, বৈঁচি-বিলসরা রোডের পাশে মাদ্রাসা তৈরির জন্য এক সময়ে জায়গা নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে সেই জায়গা বিক্রি হয়ে গিয়েছে। যেখানে মাদ্রাসা হওয়ার কথা ছিল, সেখানে এখন বড় বড় গাছ লাগিয়ে ঘেরা হয়েছে। গ্রামের বাসিন্দা বলেন, 'আমার ভাই ও কয়েকজন শিক্ষক মিলে মাদ্রাসা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ২০১৩ সালে বৈঁচি-বিলসরা রোডের পাশে আব্দুল কাসেদের স্ত্রীর কাছ থেকে প্রায় এক বিঘা জমি লিজে নেওয়া হয়েছিল। ওই জমিতে একটি অস্থায়ী টিনের ছাউনি দিয়ে কাঠামো তৈরি করা হয়েছিল। দু'বছর চেষ্টা করেও সরকারি অনুমোদন মেলেনি, কোনও আর্থিক সহযোগিতাও পাওয়া যায়নি। তাই মাদ্রাসা আর চালু করা সম্ভব হয়নি। পরে মালিককে জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সরকারি খাতায় কাজী নজরুল ইসলাম মেমোরিয়াল জুনিয়র হাই মাদ্রাসার নাম রয়ে গিয়েছে।'

বর্তমানে ওই জমি কিনেছেন শেখ মীরসাদ। তিনি বলেন, 'মাদ্রাসা তৈরির জন্য একটা চালা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু একটা ঝড়ে সেটা ভেঙে যায়। তার পরে আর তৈরি হয়নি। শুনেছিলাম কয়েকজন বাচ্চাও এসেছিল। পরে জমির মালিক জমি বিক্রি করে দেন, আমি কিনে নিয়েছি। হতে পারে কেউ চাকরি পাওয়ার আশায় বা সরকারি অনুদান নেওয়ার জন্য এই নামটা তুলেছিল।'

গ্রামের আর এক বাসিন্দা বলেন, 'বেশ কয়েকটা ঘর ছিল, তার সঙ্গে বাথরুমও ছিল। আমরা দেখেছি। মাদ্রাসা হবে শুনেছিলাম, কিন্তু তার পরে আর হয়নি। একবার মাদ্রাসার জন্য সরকারি আধিকারিকরা পরিদর্শন করতেও এসেছিলেন। মাদ্রাসা হলে ভালোই হতো।'

দুর্গাপুরে ডেঙ্গুর থাবা, আক্রান্ত যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর নগর নিগমের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মেন গেট এলাকায় ১৭ বছরের এক যুবকের ডেঙ্গু ধরা পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মহম্মদ রেওয়ান আনসারী নামে ওই যুবকে চিকিৎসার জন্য কলকাতার বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন রেওয়ান। প্রথমে উপসর্গ দেখে চিকিৎসক টাইফয়েডের কথা জানান। কিন্তু ওষুধ চলার পরেও জ্বর না কমায় রক্ত পরীক্ষা করার পরামর্শ দেওয়া হয়। সেই পরীক্ষাতেই ডেঙ্গু ধরা পড়ে। রক্ত পরীক্ষার সংস্থার পক্ষ থেকে বিষয়টি দুর্গাপুর নগর নিগমকে জানানো হয়। এরপরই নগর নিগমের স্বাস্থ্যকর্মীরা মেন গেট এলাকায় পৌঁছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাসিন্দাদের সচেতন করার কাজ শুরু করেন। তখনই বিষয়টি জানতে পারে যুবকের পরিবার। পরে তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক জানান, একজনের ডেঙ্গু ধরা পড়েছে এবং তাঁর চিকিৎসা চলছে। পাশাপাশি ওই এলাকায় দুর্গাপুর নগর নিগমের স্বাস্থ্যকর্মীরা স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। বিধায়কের দাবি, 'তৃণমূলের মতো আমরা তথ্য লুকাই না।'

জিটি রোডে স্পিড ব্রেকারে রিফ্লেক্টিভ মার্কিংয়ের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: জিটি রোডের দার্জিলিং মোড় থেকে গ্রাম বাংলা পর্যন্ত তৈরি স্পিড ব্রেকার নিয়ে সড়ক সুরক্ষার বিষয়টি এবার প্রকাশ্যে এল। স্পিড ব্রেকারগুলিতে সঠিক রিফ্লেক্টিভ রং, স্পষ্ট মার্কিং এবং সতর্কতামূলক সংকেতচিহ্ন না থাকায় রাতের বেলায় গাড়ি চালকদের চরম বিপাকে পড়তে হচ্ছে। এই বিষয়ে কাঁকসা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য পঙ্কজ জয়সওয়াল ও মৃত্যুঞ্জয় যাদব যৌথভাবে কাঁকসা ট্র্যাফিক পুলিশের ওসি মহম্মদ আশরাফুল ইসলামকে একটি লিখিত আবেদনপত্র জমা দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে, পুরাতন জাতীয় সড়কের দার্জিলিং মোড় থেকে গ্রাম বাংলা পর্যন্ত প্রায় ৫-৬টি স্পিড ব্রেকার রয়েছে। স্মারকলিপিতে জানানো হয়েছে, বহু জায়গায় রাতের অন্ধকারে এই স্পিড ব্রেকারগুলি স্পষ্ট দেখা যায় না। ফলে আচমকা স্পিড ব্রেকার সামনে চলে আসায় বিশেষ করে মোটরবাইক ও সাইকেল আরোহীদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার

কবলে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। পঞ্চায়েত সদস্যরা দাবি জানিয়েছেন, জনস্বার্থে স্পিড ব্রেকারগুলিতে সাদা অথবা হলুদ রঙের স্পষ্ট রিফ্লেক্টিভ মার্কিং বা রং করাতে হবে। পাশাপাশি, স্পিড ব্রেকারের কিছুটা আগে সতর্কতামূলক বোর্ড এবং রিফ্লেক্টর বসানো প্রয়োজন, যাতে রাতের বেলা চালকেরা আগে থেকেই সাবধান হতে পারেন। পঙ্কজ জয়সওয়াল ও মৃত্যুঞ্জয় যাদব প্রশাসনকে দ্রুত এলাকা পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। কাঁকসা ট্র্যাফিক ইনচার্জ মহম্মদ আশরাফুল ইসালাম ঘটনার গুরুত্ব স্বীকার করে জানান, পথসুরক্ষাকে তারা সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিচ্ছেন। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'আসন্ন দুর্গাপুজোর আগেই এই পরিধির অন্তর্গত সমস্ত স্পিড ব্রেকার চিহ্নিত করা হবে এবং রাস্তার সমস্ত গর্ত মেরামত করে ফেলা হবে, যাতে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে কোনও সমস্যা না হয়।'

তৃতীয় লিঙ্গের হাতে গণেশ পুজোর উদ্বোধন দুর্গাপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: উৎসব মানেই আনন্দ, সম্প্রীতি এবং সর্বজনীন মেলবন্ধন। সেই বার্তাকেই সামনে রেখে সমাজের প্রান্তিক মানুষদের উৎসবের মূলস্রোতে সামিল করে অনন্য নজির গড়ল দুর্গাপুরের শ্যামপুর কলোনির 'মহিলা উদ্যোগ সমিতি'। চিরাচরিত প্রথা ভেঙে এ বছর তাদের গণপতি মহোৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের হাত ধরে। চলতি বছরে অষ্টম বর্ষে পা দিল শ্যামপুর কলোনির এই গণেশ পুজো। পুজোর সম্পূর্ণ আয়োজন ও পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন এলাকার মহিলারাই। তবে এ বছর সামাজিক বার্তা দিতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের। পুজো কমিটির অন্যতম কার্যকর্ত্রী মৌসুমী সরকারের উদ্যোগে এই অভিনব ভাবনার বাস্তবায়ন হয়। আবেগাপ্লুত মৌসুমী সরকার বলেন, 'বহুদিনের একটি মনের আশা আজ পূর্ণ হল। সমাজের তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের হাত ধরে গণপতি বাপ্পার আরাধনা শুরু করতে পেরে এবং উৎসবের আনন্দে সবাইকে একসূত্রে বাঁধতে পেরে আমরা আপ্লুত।' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে উৎসবের আনন্দ আরও বেড়ে যায়। পুজো কমিটির মহিলা সদস্যরাও এই উদ্যোগে যথেষ্ট উচ্ছ্বসিত।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

INFORMATION WANTED

This is the photograph of Tapan Das, Father's Name - Lt. Biswanath Das of Vill - Chandpara (Near BDO Office), PO - Chandpara Bazar, PS - Gaighata, Dist - North 24 Pgs. Who has been missing since 08.06.2026, at about 17.00 hrs. Residential area under Gaighata PS. Description of the Missing person is: Age - 68 Years (Approx), Height - 5 Feet 5 Inch (Approx), Complexion - Sallow, Language - Bengali. Please Contact Officer in Charge, Missing Persons Bureau, C.I.D., West Bengal, Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Phone No. 033-24506120

ICA-D 1393(3)/2026

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১

ডিমান্ড নোটিশ

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩ (২)-এর অধীনে নোটিশ

১. **শ্রী সুদীপ ঘোষাল,** পিতা- দেবদাস ঘোষাল, এ/৮৪, রবীন্দ্র পল্লী, ভিটিসি - বাঘাযতীন, পোঃ - বাঘাযতীন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - পিন-৭০০০৮৬।
২. **শ্রী সুদীপ ঘোষাল,** পিতা- দেবদাস ঘোষাল, ফ্ল্যাট নং ১এ, অদিতি এনক্লেভ, ১০৩৮/১, নয়াবাদ, পোঃ - মুকুন্দপুর, থানা - পঞ্চসায়র, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - পিন - ৭০০০৯৯।

মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয় : ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের টালিগঞ্জ শাখায় আপনার লোন অ্যাকাউন্ট সুদীপ ঘোষাল অ্যাকাউন্ট নং ৭২৫০৭৬৯৮৩১ - প্রসঙ্গে।
****

আপনাদের ১ম এবং ২য় জন হলেন একজন ব্যক্তি/প্রোপ্রাইটারি প্রতিষ্ঠান/অংশীদারি সংস্থা/কোম্পানি। আপনারা ১ম ও ২য় জন বর্তমানে বা সর্বদা ঋণগ্রহীতা। আপনাদের ১ম এবং ২য় জন হলেন বন্ধকদাতা যিনি/যাঁরা আপনাদের উভয়ের দ্বারা গৃহীত লোন অ্যাকাউন্টগুলিতে সিকিউরিটি হিসেবে তাঁদের সম্পদ প্রদান করেছেন।
আপনাদের উভয়ের অনুরোধে, ব্যাঙ্কিং ব্যবসার ধারাবাহিকতায়, নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং আপনাদের উভয় কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল।

সুবিধার প্রকৃতি	সীমা
হোম লোন HLB4445764/2020-21	২৭.২০ লক্ষ টাকা

আপনাদের ১ম এবং ২য় জন উক্ত প্রতিটি সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত নথিপত্র সম্পাদন করেছেন :

সুবিধার প্রকৃতি	নথিপত্রের প্রকৃতি
হোম লোন	১. ২১/০৬/২০২২ তারিখের স্যাংশন টিকিট এবং ২১/০৬/২০২২ তারিখের স্যাংশন টিকিটের নিয়ম ও শর্তাবলীর স্বীকৃতি। ২. ১৩/০৭/২০২২ তারিখের ডিমান্ড প্রমিসরি নোট। ৩. ১৩/০৭/২০২২ তারিখের হোম লোনের জন্য ডি-১২৮ টার্ম লোন এগ্রিমেন্ট। ৪. ইক্যুইটেবল মর্টগেজ তৈরির জন্য টাইটেল ডিড জমার বিষয়টি নিশ্চিত করে বন্ধকদাতার ২৭/০৭/২০২২ তারিখের ডি-৩২ পত্র।

উক্ত ঋণ পরিশোধের বিষয়টি আপনার মালিকানাধীন নিম্নলিখিত তফসিলে বর্ণিত ''অদিতি এনক্লেভ'' নামক জি+৩ ভবনের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ১ম ফ্লোরে লিফট সুবিধা ছাড়া কমবেশি ১২৫ বর্গফুট পরিমাপের কার পার্কিং সহ ২ (দুটি) বেডরুম, ১ (একটি) ডাইনিং কাম ড্রয়িং কাম কিচেন, ১ (একটি) টয়লেট এবং ১ (একটি) বারান্দা নিয়ে গঠিত ৮০০.০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের ১এ নম্বরযুক্ত ফ্ল্যাট এবং এর সাথে প্রেমিসেস নং ১০৩৮/১, নয়াবাদ, পোঃ - মুকুন্দপুর, থানা - পঞ্চসায়র, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০৯৯-এ অবস্থিত ৩ কাঠা পরিমাপের বাস্তু জমির অবিভক্ত অংশের বন্ধক/হাইপোথিকেশন দ্বারা সুরক্ষিত। **উক্ত ভবনের সীমানা হলো উত্তরে :** অন্যান্যদের জমি, **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, **পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া রাস্তা, **পশ্চিমে :** অন্যান্যদের জমি।
সুদ সহ পরিমাণ পরিশোধ করার জন্য আপনাদের বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও; আপনারা সকলে এবং প্রত্যেকে যাঁরা যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে দায়বদ্ধ তাঁরা বকেয়া পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং খেলাপি হয়েছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সম্পদ শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী/নির্দেশিকা অনুসারে লোন অ্যাকাউন্টটিকে ০৫/০৯/২০২৬ তারিখ থেকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
***০৭.০৯.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী আপনার প্রদেয় বকেয়া পাওনা নীচে দেওয়া হলো :

অ্যাকাউন্ট নং	বুক ব্যালেন্স	সুদ	মোট
৭২৫০৭৬৯৮৩১	২৬,৪২,৫৬৯.০০ টাকা	৬৮,৫৬৩.০০ টাকা	২৭,১১,১৩২.০০ টাকা
	মোট		**২৭,১১,১৩২.০০ টাকা**

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীনে ঋণগ্রহীতা বলতে এমন যেকোনো ব্যক্তিকে বোঝায় যাকে ব্যাঙ্কের দ্বারা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে বা যিনি ব্যাঙ্কের দ্বারা প্রদত্ত উক্ত আর্থিক সহায়তার সিকিউরিটি হিসেবে কোনো গ্যারান্টি দিয়েছেন বা কোনো বন্ধক/চার্জ তৈরি করেছেন।
অতএব, আপনাদের সকলকে এবং প্রত্যেককে এতদ্বারা সেকশন ১৩(২)-এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে **০৭/০৯/২০২৬ তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ ২৭,১১,১৩২.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ এগারো হাজার একশো বত্রিশ টাকা)** এবং এর সাথে এই তারিখ থেকে পেমেন্টের তারিখ পর্যন্ত সুদ পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, এটি করতে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক উক্ত অ্যাক্টের অধীনে আপনার কাছে আর কোনো উল্লেখ না করেই সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট প্রয়োগ করার অধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে।
আপনি যদি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দায় সম্পূর্ণভাবে মেটাতে ব্যর্থ হন, তাহলে ব্যাঙ্ক নীচে দেওয়া তফসিলের সুরক্ষিত সম্পদগুলির বিরুদ্ধে অ্যাক্টের সেকশন ১৩ (৪)-এর অধীনে তার প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করবে।
এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিন শেষ হওয়ার পর এবং আপনার দাবি পূরণ করতে ব্যর্থ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক অ্যাক্টের অধীনে তার অধিকার প্রয়োগের জন্য দখল নেওয়ার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে অ্যাক্টের সেকশন ১৩ (১৩)-এর বিধান অনুযায়ী, ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়া এই নোটিশের তারিখের পরে বিক্রয়, লিজ বা অন্য কোনো উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদগুলি (নীচের তফসিলে দেওয়া) হস্তান্তর করা যাবে না।
বলার অপেক্ষা রাখে না যে ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনো প্রতিকারের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই আপনাকে এই নোটিশ দেওয়া হয়েছে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে বর্তমানে ডিআরটি /ডিআরটি-এর আরও /ডিআরএটি /আদালতের বিচারাধীন কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার এবং প্রাপ্ত/প্রাপ্ত হতে চলা আদেশ/ডিক্রির এক্সিকিউশন চালিয়ে যাওয়ার ব্যাঙ্কের অধিকারের প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই এই নোটিশটি জারি করা হয়েছে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ব্যাঙ্ক আপনার পক্ষে ইস্যু করা এবং প্রতিষ্ঠিত বকেয়া বিল ডিসকাউন্টেড, ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এবং লেটার অফ ক্রেডিট-এর পাশাপাশি অন্যান্য আনুষঙ্গিক দায় থেকে উদ্ভূত দায়গুলি পরিশোধ করার জন্য আপনাকে আহ্বান জানানোর অধিকার সংরক্ষণ করে।
''আমরা সারফায়েশি অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৮) এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস-এর বিধানগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যা সিকিউরিটির উপর আপনার পুনরুদ্ধারের অধিকার নিয়ে কাজ করে''।
নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করতে এবং পূর্বোক্ত সেকশন ১৩-এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাঙ্কের একজন যথাযথ অনুমোদিত অফিসার।
তফসিল যে সম্পদগুলিতে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট তৈরি করা হয়েছে তার নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হলো :
বন্ধক রাখা সম্পদ : সারসাই অ্যাসেট আইডি ২০০০৬৪৭৫৭০৪০ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি ৪০০০৬৩৯১৫৮৬৭
আপনার মালিকানাধীন নিম্নলিখিত তফসিলে বর্ণিত ''অদিতি এনক্লেভ'' নামক জি+৩ ভবনের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ১ম ফ্লোরে লিফট সুবিধা ছাড়া কমবেশি ১২৫ বর্গফুট পরিমাপের কার পার্কিং সহ ২ বেডরুম, ১ ডাইনিং কাম ড্রয়িং কাম কিচেন, ১ টয়লেট এবং ১ বারান্দা নিয়ে গঠিত ৮০০.০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) পরিমাপের ১এ নম্বরযুক্ত ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং এর সাথে প্রেমিসেস নং ১০৩৮/১, নয়াবাদ, পোঃ - মুকুন্দপুর, থানা - পঞ্চসায়র, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে শিয়ালদহে এডিএসআর, ওয়ার্ড নং ১০৯, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭০০০৯৯-এ অবস্থিত ৩ কাঠা পরিমাপের বাস্তু জমির অবিভক্ত অংশ।
মালিক : শ্রী সুদীপ ঘোষাল
সম্পত্তির সীমানা : উত্তরে : অন্যান্যদের জমি, **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, **পূর্বে :** ২০ ফুট চওড়া রাস্তা, **পশ্চিমে :** অন্যান্যদের জমি
দলিল নং : ২০২২ সালের জন্য I-160101826।

তারিখ : ০৭.০৯.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

IndusInd Bank
রিজিওনাল অফিস : সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট - IV
দখল বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮ (১) দেখুন]
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, গত **২১-০১-২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করেছিলেন, যাতে **ইন্টিগ্রেটেড টুলস (ঋণগ্রহীতা, তার প্রোপ্রাইটর- শ্রী অঙ্কুর চৌধুরীর প্রতিনিধিত্বে), শ্রী অঙ্কুর চৌধুরী (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী সুধা চৌধুরী (জামিনদাতা)-কে উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে উক্ত ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত তারিখ থেকে নথিবদ্ধ হারে হিসাব করা অতিরিক্ত সুদ সহ উক্ত নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ৯৫,৯৫,৩২৩.৬৩/- টাকা (পঁচানব্বই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার তিনশো তেইশ টাকা এবং তেষট্টি পয়সা)** পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আজ **২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১২ তারিখে** নীচে বর্ণিত সম্পত্তির ফিজিক্যাল দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা প্রতিটি আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে উক্ত ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত তারিখ থেকে নথিবদ্ধ হারে হিসাব করা অতিরিক্ত সুদ সহ ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.-এর **৯৫,৯৫,৩২৩.৬৩/- টাকা (পঁচানব্বই লক্ষ পঁচানব্বই হাজার তিনশো তেইশ টাকা এবং তেষট্টি পয়সা)** চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৯২ নং ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৩১, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত ''দীপ্ত বাণী রেসিডেন্সি'', প্রেমিসেস নং ১৮, তেলিপাড়া লেন, কপিকুল ওয়াটার পার্কের কাছে, থানা- গরফা (পূর্বে কসবা), পোঃ- ঢাকুরিয়া-তে ব্লক এ -এর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৩য় ফ্লোরে প্রায় ১৩৭৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের এফ নম্বরযুক্ত আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সাথে একতলায় প্রায় ২৪০ বর্গফুট পরিমাপের ২২ নম্বরযুক্ত একটি কার পার্কিং স্পেস এবং উক্ত প্রেমিসেসে প্রদত্ত সাধারণ সুবিধা, উপযোগিতা এবং সুবিধার আনুপাতিক অধিকার যা উক্ত ভবনের সকল সহ-মালিকদের মধ্যে সাধারণভাবে ব্যবহার করা হবে, এর সাথে সিঁড়ি, সিঁড়ির ল্যান্ডিং, উপরের তলার ছাদ ব্যবহারের অধিকার, অন্যান্য সমস্ত সাধারণ অধিকার, সাধারণ এলাকা এবং সুবিধা এবং উক্ত ভবনে প্রদত্ত সাধারণ প্যাসেজগুলির আনুপাতিক অংশ এবং এর সাথে ২৭ কাঠা পরিমাপের রায়তী জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের অবিভক্ত ও অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ, যার উপর মালিকের জন্য প্রস্তাবিত জি+৩ তলা ভবনটি সি.এস. দাগ নং ১৪০২, খতিয়ান নং ৬৩১-এর অধীনে, মৌজা- ঢাকুরিয়া, জে.এল. নং ১৮, থানা- গরফা (পূর্বে কসবা)-এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত, যা বর্তমানে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, প্রেমিসেস নং ১৮, তেলিপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০০৩১, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, ওয়ার্ড নং ৯২ হিসেবে পরিচিত এবং চিহ্নিত।
***সম্পত্তির বিশদ বিবরণ/বর্ণনা ৩১.০৫.২০২৩ তারিখের ২০২৩ সালের নিবন্ধিত সেল সার্টিফিকেট ডিড নং ১৯০৩০৩৫৩০-এ আরও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা শ্রী অঙ্কুর চৌধুরীর নামে নিবন্ধিত হয়েছিল।

তারিখ : ১২/০৯/২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : কলকাতা ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.

ফর্ম নং ১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দেখুন]
রেজিস্টার্ড এ/ডি, দস্তি দ্বারা, ব্যর্থ হলে প্রকাশনার মাধ্যমে।
রিকভারি অফিসার - ১/২ -এর কার্যালয়
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
৭ম ফ্লোর, জীবন সুধা বিল্ডিং,
৪২-সি জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১

ডিমান্ড নোটিশ
রিকভারি অফ ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি অ্যাক্ট, ১৯৯৩-এর সেকশন ২৫ থেকে ২৮ এবং আয়কর আইন, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২-এর অধীনে নোটিশ।
টিআরসি/২৭১/২০২৬ ০৪-০৭-২০২৬
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
- বনাম -
মুকশাদ মন্ডল

প্রতি,
(সিডি ১) মুকশাদ মন্ডল
মেসার্স জে.কে. এন্টারপ্রাইজ-এর প্রোপ্রাইটর,
১৬০৩, মা সারদা রোড,
পায়োনিয়ার পার্ক, পোঃ- বারাসাত, কলকাতা,
উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২
এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, **প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ৩) কর্তৃক ওএ/৬৮১/২০১৬** মামলায় প্রদত্ত আদেশের অনুসরণে জারি করা রিকভারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী, আপনার বিরুদ্ধে (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে/ সম্পূর্ণভাবে/ সীমিতভাবে) **২৬৯৮২২৬.২২ টাকা (ছাব্বিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার দুইশো ছাব্বিশ টাকা এবং বাইশ পয়সা)** এবং এর সাথে **২২/০৬/২০১৬** তারিখ থেকে আদায় হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১৫ শতাংশ হারে সাধারণ সুদে পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যতের সুদ এবং এর সাথে **২৯,০০০ টাকার (উনত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)** খরচ বকেয়া হয়েছে।
২. আপনাকে এতদ্বারা এই নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত পরিমাণ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, এটি করতে ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩ এবং এর অধীনে প্রণীত রুলস অনুযায়ী আদায় করা হবে।
৩. আপনাকে এতদ্বারা পরবর্তী শুনানির তারিখে বা তার আগে একটি হলফনামায় আপনার সম্পদের বিবরণ ঘোষণা করার আদেশ দেওয়া হচ্ছে।
৪. পরবর্তী কার্যধারার জন্য আপনাকে এতদ্বারা আগামী **২৪/০৯/২০২৬ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায়** নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেওয়া হচ্ছে।
৫. উপরোক্ত পরিমাণ ছাড়াও, আপনি নিম্নলিখিতগুলি পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ থাকবেন : (ক) এই নোটিশ বা সার্টিফিকেট/ এক্সিকিউশন কার্যধারার অব্যবহিত পরের সময়কালের জন্য প্রদেয় সুদ। (খ) এই নোটিশ এবং ওয়ারেন্ট ও অন্যান্য প্রক্রিয়া জারির ক্ষেত্রে হওয়া সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় এবং বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য নেওয়া অন্যান্য সমস্ত কার্যধারার খরচ।
আমার স্বাক্ষর এবং ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর সহ এই তারিখে প্রদত্ত ০৪/০৭/২০২৬।
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)

SBI এসবিআই এইচএলসি রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ -এর কাছে, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট, নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোঃ- হাতিয়াড়া, কলকাতা ৭০০১৬১, ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি রাজারহাট-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-এর সাথে পঠিত সেকশন ১৩(১২)-এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, নীচে উল্লেখিত তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছিলেন এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-কে উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ এবং ৯-এর সাথে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪)-এর অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-এর বিপরীতে দেখানো তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ) এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা উক্ত সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তির সাথে কোনো লেনদেন হলে তা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এইচএলসি রাজারহাট-এর উক্ত পরিমাণ এবং তার উপর সুদের চার্জ সাপেক্ষে হবে।
সুরক্ষিত সম্পদগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৮)-এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/গ্যারান্টার(গণ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং অ্যাকাউন্ট নং	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	১) ডিমান্ড নোটিশের তারিখ ২) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মোঃ গোলাম মোস্তফা,** পিতা- মোঃ হোসেন শেখ এবং **শ্রীমতী পারভীন সুলতানা,** স্বামী- মোঃ গোলাম মোস্তফা ফ্ল্যাট নং-এ৩, ১৮৬০/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, ইউসিএনআই গার্লস স্কুলের বিপরীতে, কেওড়াপুকুর, কলকাতা-৭০০০৮২ এবং ১৮৬০/১, এম.জি রোড, হরিদেবপুর, কেওড়াপুকুর মিশন, ইউসিএ-নআই গার্লস স্কুলের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০৮২, **এছাড়াও** মেসার্স ইমামি এগ্রোটেক লিমিটেড, ৬৮৭ ইএম বাইপাস, আনন্দপুর, টয়োটা বিল্ডিংয়ের কাছে, কলকাতা-৭০০১০৭	১৮৬০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০৮২ -এ অবস্থিত জি+৪ তলা ভবনের ৩য় ফ্লোরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের **৯৩২ বর্গফুট** সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া পরিমাপের ২ বেডরুম, একটি কিচেন, একটি ডাইনিং, একটি লিভিং, একটি ব্যালকনি, দুটি টয়লেট নিয়ে গঠিত **এ-৩** নম্বরযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। থানা- ঠাকুরপুকুর, অতিরিক্ত সাব-রেজিস্ট্রি অফিস- বেহালা, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২, অ্যাসিসি নং ৪১-১২২-০৭-২১৩৯-৯, যার সাথে ৯ কাঠা ৬ ছটাক পরিমাপের জমির আনুপাতিক অংশ সহ সমস্ত ইজমেন্ট অধিকার যুক্ত, যা জেএল নং ৩১, তৌজি নং ৪১৬ বি/১, ১৮, আর.এস. নং ৩৩৪, সি.এস দাগ নং ৫, সিএস খতিয়ান নং ১৮৮-এর অন্তর্ভুক্ত, যা আর.এস. খতিয়ান নং ৪৭১, আর.এস. দাগ নং ৫/৭২৯-এর অনুরূপ, থানা- ঠাকুরপুকুর, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), কেএমসি ওয়ার্ড নং ১২২-এর সীমানার মধ্যে, এর সাথে একতলায় (গ্রাউন্ড ফ্লোর) ১৪০ বর্গফুট পরিমাপের ২ নম্বরযুক্ত একটি কভার্ড কার পার্কিং স্পেস এবং উক্ত কার পার্কিং স্পেস ব্যবহারের জন্য ড্রাইভ ওয়ে, পথগুলির সমস্ত ইজমেন্ট অধিকারের সাধারণ ব্যবহারের অধিকার সহ উক্ত কার পার্কিং স্পেসের জন্য উপলব্ধ অন্যান্য সুবিধা এবং সুযোগ-সুবিধাগুলি। টাইটেল ডিডটি বুক-১, সিডি ভলিউম নং-১, পাতা ৫৫ থেকে ৮০, **২০১১ সালের জন্য ০০০০৪ নম্বর** হিসেবে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি মোঃ হোসেন শেখের পুত্র মোঃ গোলাম মোস্তফা এবং মোঃ গোলাম মোস্তফার স্ত্রী শ্রীমতী পারভীন সুলতানার নামে রয়েছে।** **সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে:** ডাঃ বিরাল মণ্ডলের বাড়ি, **দক্ষিণে:** মাঠ এবং সি.এন.আই.-এর চার্চ (দাগ নং ৫-এর অংশ), **পূর্বে:** সি.এস দাগ নং ৫-এর অংশ, **পশ্চিমে:** মহাত্মা গান্ধী রোড।	**১) ১০.০৬.২০২৬** **২) ১০.০৯.২০২৬** **৩) ০৯.০৬.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী **৪৯,৭৭,৮৮০.৪৮/- টাকা** (উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার আটশো আশি টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে আজ পর্যন্ত প্রয়োগ না হওয়া সুদ এবং অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ।
২.	**মোঃ গোলাম মোস্তফা,** পিতা- মোঃ হোসেন শেখ এবং **শ্রীমতী পারভীন সুলতানা,** স্বামী- মোঃ গোলাম মোস্তফা ফ্ল্যাট নং-এ৩, ১৮৬০/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, ইউসিএনআই গার্লস স্কুলের বিপরীতে, কেওড়াপুকুর, কলকাতা-৭০০০৮২ এবং ১৮৬০/১, এম.জি রোড, হরিদেব-পুর, কেওড়াপুকুর মিশন, ইউসিএ-নআই গার্লস স্কুলের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০৮২, **এছাড়াও** মেসার্স ইমামি এগ্রোটেক লিমিটেড, ৬৮৭ ইএম বাইপাস, আনন্দপুর, টয়োটা বিল্ডিংয়ের কাছে, কলকাতা-৭০০১০৭	কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে, বরো নং ১৩, অ্যাসিসি নং ৪১১২২০৭২৭৯৯৭, থানা পূর্বে- ঠাকুর-পুকুর বর্তমানে হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০০৮২, জোন নাম- কবরডাঙ্গা মোড় করুণাময়ী ঘাট রোড, ১৮৬০/১, মহাত্মা গান্ধী রোডে অবস্থিত প্রথম তলায় (১ম ফ্লোর), উত্তর-পশ্চিম দিকে, লিফট সুবিধা এবং মার্বেল মেঝে সহ **৯৩২ বর্গফুট** কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের **বি১** নম্বরযুক্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা দুটি বেডরুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং রুম, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট, একটি বারান্দা (১৫ বছরের পুরানো) এবং জমিতে আনুপাতিক অংশ নিয়ে গঠিত। উক্ত ফ্ল্যাটটি **কমবেশি পরিমাপের মোট ০৯ কাঠা ০৬ ছটাক** বাস্তু জমি এবং কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে যা মৌজা - রামচন্দ্রপুর, জে.এল. নং ৩১, আর.এস. নং ৩৩৪, ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরেটের তৌজি নং ৪১৬, পরগনা- কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, প্রাঙ্গণ নং ১৮৬০/১ মাগুরা, যা মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০৮২, ওয়ার্ড নং ১২২-এর অধীনে, বরো নং ১৩, অ্যাসিসি নং ৪১১২২০৭২৭৯৯৭, থানা পূর্বে ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে হরিদেবপুর, জেলা: ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) -এ অবস্থিত সি.এস খতিয়ান নং ১৮৮ -এর সম্পর্কিত সিএস দাগ নং ৫ থেকে গঠিত আর.এস. খতিয়ান নং ৪৭১-এর সম্পর্কিত আর.এস. দাগ নং ৫/৭২৯-এর মধ্যে অবস্থিত। টাইটেল ডিডটি বুক-১, ভলিউম নং-১৬০২-২০২২, পাতা ৭৭৬৩৩ থেকে ৭৭৬৬১, **২০২২ সালের জন্য ১৬০২০১৫৪৪ নম্বর** হিসেবে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি মোঃ হোসেন শেখের পুত্র মোঃ গোলাম মোস্তফার নামে রয়েছে।** **সম্পত্তির সীমানা: উত্তরে:** ডাঃ বিরাল মণ্ডলের বাড়ি, **দক্ষিণে:** মাঠ এবং সি.এন.আই.-এর চার্চ (দাগ নং ৫-এর অংশ), **পূর্বে:** মহাত্মা গান্ধী রোড, পশ্চিমে: সি.এস. দাগ নং ৫-এর অংশ।	**১) ১০.০৬.২০২৬** **২) ১০.০৯.২০২৬** **৩) ০৯.০৬.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী **৪৯,৭৭,৮৮০.৪৮/- টাকা** (উনপঞ্চাশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার আটশো আশি টাকা এবং আটচল্লিশ পয়সা মাত্র) এবং এর সাথে আজ পর্যন্ত প্রয়োগ না হওয়া সুদ এবং অতিরিক্ত সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ।

তারিখ: ১০.০৯.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: রাজারহাট স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস কলকাতা
ম্যাকলিওড হাউস, ৩, এন.এস. রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ইমেইল: legal_cal@bankofmaharashtra.bank.in, dzmkolkata@bankofmaharashtra.bank.in, recovery_cal@bankofmaharashtra.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (পরিশিষ্ট - IV -A)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস) ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর বিধানের সাথে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাক্ট, ২০০২ [সারফায়েশি অ্যাক্ট]-এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে:
এতদ্বারা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাক্ট, ২০০২ [সারফায়েশি অ্যাক্ট] এবং রুলস-এর অধীনে অর্পিত ক্ষমতার শর্তাবলীতে ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির প্রস্তাবিত বিক্রয়ের বিষয়ে আপনাকে ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে। এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার গঠনমূলক দখল ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র (সুরক্ষিত পাওনাদার)-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে, তা **০৮.১০.২০২৬** তারিখে **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে যা আছে"** এবং **"যাই থাক না কেন"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারের নাম	বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সংরক্ষিত মূল্য গ) আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট ঘ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
i)	১. **মেসার্স জুপিটার জুট সাপ্লায়ার (ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান), প্রোপ্রাইটর: অমিত কুমার মোদী,** প্রাঙ্গণ নং - ৯ডি (9D), বেলেঘাটা রোড তানিশা অ্যাপার্টমেন্ট, ১ম ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০০১৫। ২. **অমিত কুমার মোদী, ন্যাচারাল রেসিডেন্সি,** বিল্ডিং নং ৫, ১ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং - এ, শ্রীভূমি, কলকাতা - ৭০০০৪৮। ১. **বৈজনাথ মোদী (গ্যারান্টার),** মশালাদহ বাজার, ভালুকা রোড, কাইরাল, মালদহ - ৭৩২১২৫। ২. **শ্রীমতী সরোজ মোদী (গ্যারান্টার),** মশালাদহ বাজার, ভালুকা রোড, কাইরাল, মালদহ - ৭৩২১২৫। ৩. **বিজয় কুমার মোদী (গ্যারান্টার),** ন্যাচারাল রেসিডেন্সি, বিল্ডিং নং ৫, ১ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং এ, শ্রীভূমি, কলকাতা - ৭০০০৪৮। ৪. **অজয় মোদী (গ্যারান্টার),** ন্যাচারাল রেসিডেন্সি, বিল্ডিং নং ৫, ১ম ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং এ, শ্রীভূমি, কলকাতা - ৭০০০৪৮। শাখা: **এআরবি,** কলকাতা, শাখা ব্যবস্থাপক: **শ্রী প্রবীণ কুমার মাহতো,** মোবাইল: **৭০০১৫৮০১৩৪**	**২,৯৭,৮৮,৯৭৫/- টাকা** (দুই কোটি সাতানব্বই লক্ষ আঠাশ হাজার নয়শো পঁচাত্তর টাকা মাত্র) এবং এর সাথে ১০.০৩.২০২৩ তারিখ থেকে প্রযোজ্য হারে সুদ এবং অন্যান্য চার্জ।	পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ওয়ার্ড নং ৫৭ -এর মিউনিসিপ্যাল সীমা এবং এক্তিয়ারের অধীনে তানিশা সানশাইন জি+৪ ভবনের ১ম ফ্লোরে ৬১৬.০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট এরিয়া পরিমাপের প্রাঙ্গণ নং ৯ডি, বেলেঘাটা রোড, বেলেঘাটা, পোঃ - বেলেঘাটা, থানা - এন্টালি, কলকাতা - ৭০০০১৫-এ অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট (ইউনিট), যার অ্যাসিসি নং ১১০৫৭০১০১২৪৯। **সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** প্রাঙ্গণ নং ৯/১ বেলেঘাটা রোড, **পূর্বে:** অন্যান্যদের বাড়ি, **দক্ষিণে:** ৯এ, ৯বি এবং ৯সি, **পশ্চিমে:** ৩০ ফুট চওড়া বেলেঘাটা রোড।	**ক) গঠনমূলক** **খ) ৪০,১৪,০০০/- টাকা** (চল্লিশ লক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৪,০১,৪০০/- টাকা** (চার লক্ষ এক হাজার চারশো টাকা মাত্র) **ঘ) ১০,০০০/- টাকা**
ii)	১. **শ্রী রাজীব কুমার নেওয়ার (ঋণগ্রহীতা),** বিদ্যা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ১০২, এন.এস. রোড, রিষড়া, হুগলী - ৭১২২৪৮। ২. **শ্রীমতী চঞ্চল নেওয়ার (সহ-ঋণগ্রহীতা),** বিদ্যা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ১০২, এন.এস. রোড, রিষড়া, হুগলী - ৭১২২৪৮। শাখা: **চুঁচুড়া** শাখা ব্যবস্থাপক: **কুসাং ভুটিয়া** মোবাইল: **৮৯৬৭৫১৬০২৮**	**১৭,০৭,৯২৩/- টাকা** (সতেরো লক্ষ সাত হাজার নয়শো তেইশ টাকা মাত্র) এবং এর সাথে ০৯.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে প্রযোজ্য হারে প্রয়োগ না হওয়া সুদ।	হুগলী জেলার থানা - রিষড়া, রিষড়া মিউনি-সিপ্যালিটির স্থানীয় সীমানার মধ্যে হোল্ডিং নং - ৩৬, ওয়ার্ড নং - ৭, এন.এস. রোডে অবস্থিত জেএল নং ২৭, খতিয়ান নং- ২৬৭২ এবং ২৮০২-এর অধীনে দাগ নং - ৩২১৮ এবং ৩২১৫-এ জি+৩ ভবনে ৭৮৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ৬৫৪ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের ১০২ নম্বর ফ্ল্যাট এবং এর সাথে জমিতে আনুপাতিক অবিভক্ত ও অবিভাজ্য অংশ এবং স্বার্থ, যা শ্রী রাজীব কুমার নেওয়ার এবং শ্রীমতী চঞ্চল নেওয়ারের মালিকানা-ধীন। **সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে:** ফ্ল্যাট নং ১০৩; **দক্ষিণে:** ফ্ল্যাট নং ১০১; **পূর্বে:** সাধারণ করিডোর; **দক্ষিণে:** ভবনের খোলা জায়গা।	**ক) গঠনমূলক** **খ) ১৪,৯৭,৬০০/- টাকা** (চোদ্দ লক্ষ সাতানব্বই হাজার ছশো টাকা মাত্র) **গ) ১,৪৯,৮০০/- টাকা** (এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার আটশো টাকা মাত্র) **ঘ) ১০,০০০/- টাকা**

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদারের ওয়েবসাইট http://www.bankofmaharashtra.in; (https://baanknet.com)-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ১৪.০৯.২০২৬ স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার
স্থান: কলকাতা ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র

ভুয়ো চিকিৎসকের পর ভুয়ো অধ্যাপক!

বর্ধমানে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় সাইদুল হককে ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: চার বছরের শিশু অরণ্য রায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর তদন্তে নেমে এবার কেঁচো খুঁড়তে কেউটে! যে সাইদুল হককে ভুল চিকিৎসায় শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছিল, সেই সাইদুল কেবল ভুয়ো চিকিৎসকই নন, ছিলেন একজন ভুয়ো শিক্ষক ও অধ্যাপকও, এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ সামনে আসায় ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়েছে বর্ধমান জুড়ে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, বর্ধমানের তালিত এলাকার একটি নামী বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে রীতিমতো অধ্যাপকের পদে বহাল ছিলেন এই সাইদুল হক। সেখানে চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসও নিতেন তিনি। কিন্তু যার নিজের ডাক্তারি ডিগ্রি ও যোগ্যতা নিয়েই এখন বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন, তিনি কীভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে ভবিষ্যৎ চিকিৎসকদের শিক্ষাদান করছিলেন, তা নিয়ে স্তম্ভিত চিকিৎসক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।এরই মধ্যে চার বছরের শিশু অরণ্য রায়ের ময়নাতদন্তের (পোস্টমর্টেম)

প্রাথমিক রিপোর্ট সামনে আসতেই চাঞ্চল্য আরও বেড়েছে। রিপোর্টে স্পষ্ট ইঙ্গিত, শিশুটিকে ভুল অ্যানাস্থেশিয়া (অচেতন করার ওষুধ) দেওয়া হয়েছিল। সেই ভুল অ্যানাস্থেশিয়ার প্রয়োগের ফলেই শিশুটির শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে এবং তার মৃত্যু হয়। সাইদুল হককে এই একের পর এক কীর্তি সামনে আসার পর একাধিক আশঙ্কাজনক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে,একজন ভুয়ো ডিগ্রিধারী কীভাবে বছরের পর বছর অবাধে ডাক্তারি করে গেলেন? সরকারি ও বেসরকারি নজরদারি এড়িয়ে কীভাবে তিনি একটি মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক পদ দখল করলেন? তাঁর কাছে চিকিৎসা নেওয়া শত শত রোগীর শারীরিক নিরাপত্তা এবং তাঁর কাছে শিক্ষা পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের দায় এখন কে নেবে? অরণ্য রায়ের অকালমৃত্যুর বিচার চাইতে গিয়ে তদন্ত যত এগোচ্ছে, ভুয়ো চিকিৎসক সাইদুল হককে ঘিরে একের পর এক অন্ধকার দিক উন্মোচিত হচ্ছে। পুরো ঘটনাটিতে বড় কোনও চক্র সক্রিয় কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মুম্বাইয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু মালদার দুই শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মুম্বাইয়ে মেট্রো রেলের কাজ করতে গিয়ে প্রায় ৫০ ফিট নিচে পড়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের দুই দিনমজুর বন্ধুর। গত রবিবার বিকেলে মুম্বাইয়ে কাজ করার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এরপর সেখানেই ময়নাতদন্তের পর সোমবার ভোরেই মুম্বাই থেকে বিমানে করে ওই দুই দিনমজুরের মৃতদেহ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে স্থানীয় একটি ঠিকাদারি সংস্থা। সোমবার কলকাতা থেকে মৃতদেহ ফিরিয়ে আনতে রওনা দিয়েছেন মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামের ওই দুই দিনমজুরের পরিবার। এদিন বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা মৃত দুই দিনমজুর পরিবারকে সাহায্যের জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই দিনমজুরের নাম নাহিদ আখতার (৩০) এবং মুহম্মদ সাকিব (৩০) । এদের বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মালিওর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের টেটিয়াপাড়া এলাকায়। প্রায় তিন মাস আগে চাঁচলের একটি ঠিকাদার সংস্থার মাধ্যমে মুম্বাইয়ে পাড়ি দেয় মেট্রোরেলের নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে কাজ করার জন্য। রবিবার বিকালে প্রায় ৫০ ফিট উচ্চতার মেট্রোরেলের একটি স্তম্ভতেই ওরা কাজ করছিল। সে সময় হঠাৎই দুইজন বেসামাল হয়েই ওপর থেকে নিচে পড়ে যায়। মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলে মারা যায় দুইজন। ওই দুই দিনমজুর তাদের বাড়ির একমাত্র ছেলে। পাশাপাশি তাঁদের স্ত্রী, দুজনেরই দুটি করে নাবালক ছেলেমেয়ে এবং বৃদ্ধ বাবা-মা রয়েছে পরিবারে। চাঁচল মহকুমা প্রশাসনের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। তবে ওই মৃত দুই শ্রমিকের পরিবারের সরকারি সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে সবরকম সাহায্য করা হবে।' মালিওর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় তৃণমূলের নির্বাচিত সদস্য মিনারুল হক বলেন, 'ওদের অভাবের সংসার ছিল। তাই দুই বন্ধুই ভিন্ন রাজ্যে কাজ করে বাড়িতে টাকা পাঠাতো। দুই যুবকের খুব ভালো এবং মিসুকে ছিল ।পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব ওই দুই দিনমজুরের পরিবারকে সহযোগিতা করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

উন্নয়মূলক প্রকল্পের উদ্বোধনে পুরশুড়ার বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে আরও নিরাপদ, স্বচ্ছন্দ ও উন্নত করার লক্ষ্যে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করা হল খানাকুল-১ ব্লকে। পুরশুড়া বিধানসভার বিধায়ক বিমান ঘোষের তহবিল থেকে খানাকুল-১ ব্লকের পুরশুড়া বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত মোট ১৪টি হাই মাস্ট লাইট এবং ২টি জলছত্র প্রকল্পের ভার্চুয়ালি শুভ উদ্বোধন করা হয় ।জানা গিয়েছে, খানাকুল-১ ব্লকের রামমোহন-১, রামমোহন-২, অরুন্ডা, বালিপুর এবং তাঁতিশাল গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এই হাই মাস্ট লাইটগুলি বসানো হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখে দুটি জলছত্র প্রকল্পও চালু করা হয়েছে। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, জনবহুল এলাকা এবং বিভিন্ন সংযোগস্থলে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকলে পথচারী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দা, সকলেই উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। রাতের সময়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি এলাকার

সামগ্রিক পরিবেশও আরও স্বচ্ছন্দ হবে বলে স্থানীয়দের আশা। অন্যদিকে, গরমের সময়ে পথচলতি মানুষ ও সাধারণ বাসিন্দাদের পানীয় জলের সুবিধা দিতে জলছত্র প্রকল্পগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া মানুষ, শ্রমজীবী, পথচারী-সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য এই জলছত্র উপকারী হবে বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ। বিধায়ক তহবিলের মাধ্যমে একসঙ্গে একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ায় স্থানীয় স্তরে উন্নয়নের গতি আরও বাড়বে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এলাকার মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার কথা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক বিমান ঘোষ জানান, মানুষের প্রয়োজন এবং এলাকার উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েই এই প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী দিনেও বিধানসভা এলাকার সাধারণ মানুষের সুবিধা ও প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারও করেন তিনি।

বিধায়ক কার্যালয়ে নজরদারি

জামালপুরের বিধায়কের হাতে ধরা পড়ল এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিধায়ক কার্যালয়ে আড়িপাতার চেষ্টার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন বিধায়ক অরুণ হালদার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামালপুরের বিধায়ক কার্যালয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। প্রশাসন ইতিমধ্যেই গোটা বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী, জামালপুরে বিধায়কের নিজস্ব কার্যালয়ে কাজ চলাকালীন উক্ত ব্যক্তি তাঁর কল রেকর্ড তথা কথোপকথন রেকর্ড করার চেষ্টা করছিলেন। বিষয়টি বিধায়ক অরুণ হালদারের নজরে আসতেই তিনি তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। এরপরেই কার্যালয় চত্বরে শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনার পর সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তিকে দীর্ঘক্ষণ অফিসে বসিয়ে রাখা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদ চালানো

হয়। পরবর্তীতে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে আটক করে নিয়ে যায়। বিধায়ক কার্যালয়ের মতো সংবেদনশীল জায়গায় এই ধরণের নজরদারির বা রেকর্ডিংয়ের পেছনে কোনও বড় চক্রান্ত বা অসৎ উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখছে স্থানীয় প্রশাসন। ঘটনার নেপথ্যে কারোর ইন্ধন রয়েছে কি না সে বিষয়েও অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

শহিদ বেণুলালকে গান স্যালুটে বিদায় জানাল বাঁকুড়াবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: অপেক্ষার অবসান হল। দিল্লি থেকে সোমবার সকালে বাঁকুড়ার জগদল্লা মাঝপাড়ার বাড়িতে ফিরল ভারতীয় সেনাকর্মী বেনুলাল পাত্রের নিথর দেহ। সকাল থেকেই রাস্তার দুধারে অপেক্ষায় ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। প্রিয় সেনাকে শেষ বার দেখতে বাড়ির আগেই ভিড় জমিয়েছিলেন তারা। পরে শোভাযাত্রা করে কফিনবন্দি দেহ নিয়ে যাওয়া হয় বাড়িতে। কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্য এবং পরিজনেরা। প্রায় ৪০ বছর বয়সি বেনুলালের কর্মসূত্রে পোস্টিং ছিল অরুণাচল প্রদেশে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক দিন আগে ব্যক্তিগত কাজে তিনি দিল্লিতে এসেছিলেন। সেখানেই শারীরিক অসুস্থতার কারণে আর কর্মস্থলে ফিরতে পারেননি। শনিবার রাত ৮টা নাগাদ দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। এর আগে তার হৃদযন্ত্রে অস্ত্রোপচার হয়েছিল বলেও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। সোমবার সকালে তার দেহ বাঁকুড়ায় পৌঁছতেই জগদল্লা মাঝপাড়ায় নামে শোকের ছায়া। বাড়িতে ঢোকার আগেই রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে

ছিলেন বহু মানুষ। সেনাবাহিনীর তরফে বেনুলালের মরদেহ কফিনবন্দি করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দাদের পাশাপাশি বিজেপির নেতাকর্মী-সহ বাঁকুড়ার বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা। বেনুলালের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে বিধায়ক বলেন, এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। ভারতমাতার এক বীর সন্তান দেশের অখণ্ডতা রক্ষার পাশাপাশি ১৪০ কোটি মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্তে দায়িত্ব পালন করছিলেন। অসুস্থতার কারণে তার প্রাণ চলে গেল। আজ তার শেষযাত্রার সাক্ষী থাকলেন কয়েক হাজার মানুষ। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তাকে শেষ বিদায় জানাতে হল।

বেনুলালের দীর্ঘ দিনের বন্ধুদের কাছেও তাঁর মৃত্যু যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। এক বন্ধু বলেন, প্রাথমিক স্কুল থেকে আমরা একসঙ্গে পড়াশোনা করেছি। পরে হাই স্কুলেও একসঙ্গে ছিলাম। মাঠে একসঙ্গে দৌড়তে যেতাম, চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতিও নিয়েছি। প্রায় ১৯ বছর সেনায় কাজ করেছে। খুব শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিল। বাড়িতে ফিরলে নানা বিষয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হত। নিয়মিত যোগাযোগও ছিল। দেশ একজন সেনাকে হারাল। আর আমি হারালাম আমার ছোটবেলার এক ভাল বন্ধুকে।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম নিয়ে গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: শিল্পের জন্য কৃষিজমি অধিগ্রহণ করা নিয়ে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে কৃষিজমি রক্ষা

আন্দোলনের তীব্র প্রভাব শুধু রাজ্য সরকারের পালাবদলই ঘটায়নি, প্রতিবাদী আন্দোলনেও বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। তার প্রভাব বাংলা, সাহিত্যেও মাইলফলক হয়ে উঠেছে। বিশ শতকের তেভাগা আন্দোলন, নকশালবাড়ি আন্দোলনের পর একুশ শতকের সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলন আপনাতেই সমান সচল। এখনও তার রেশ বর্তমান। অন্যদিকে, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে প্রফেসর স্বপনকুমার মণ্ডলের অধীনে মণিপুর স্বামী বিবেকানন্দ হাই স্কুলের শিক্ষক ড. কার্তিককুমার মণ্ডল 'বাংলা সাহিত্যে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলন সিঙ্গুর থেকে নন্দীগ্রাম' শিরোনামে অসাধারণ গবেষণা সুসম্পন্ন করেন ২০১৯-এ ১৪ অগস্ট। তাঁর সেই সুদীর্ঘ গবেষণার ফসল তথা বহু প্রতীক্ষিত গবেষণা গ্রন্থটি জীবনের পরম পরশ কমিটির আয়োজনে পুরুলিয়া এম. এম. হাইস্কুলের বিদ্যাসাগর কক্ষে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হল। বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও আলোচক প্রফেসর ড. স্বপন কুমার মণ্ডল। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়ার প্রখ্যাত লোক গবেষক ড. সুভাষ রায়, কবি ও গল্পকার দেবাশিস সরখেল, পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রোক্টর ও কবি দেবাশিস মণ্ডল, ড. জলধর কর্মকার, মণিপুর স্বামী বিবেকানন্দ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সমর কিশোর মাহাতো প্রমুখ।

দঃ দিনাজপুরে নতুন দমকল কেন্দ্র তৈরির উদ্যোগে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় দমকল কেন্দ্রের ঘাটতি মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে দমকল দফতর। সোমবার বালুরঘাটে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে দমকল বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী জানান, কুশমন্ডি, হিলি ও হরিরামপুরে নতুন দমকল কেন্দ্র তৈরির আবেদন এসেছে এবং বিষয়গুলি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বালুরঘাট-সহ জেলার বিভিন্ন দমকল কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং কর্মীদের আবাসন সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানান।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক জীবনের ২৫ বছর সেবা পূর্তি উপলক্ষে এক মাসব্যাপী কর্মসূচির রূপরেখা নিয়েও বৈঠক হয়। সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্প পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হবে। যুবক-যুবতীদের উদ্ভাবনী ও বৈজ্ঞানিক ভাবনাকে সামনে আনার জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগও থাকবে বলে মন্ত্রী জানান। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিকাঠামোগত ঘাটতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক ও ভৌগোলিক গুরুত্ব অনুসারে প্রায় ৫০০টির মতো দমকল কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন হলেও, বর্তমানে তার অর্ধেকেরও কম জায়গায় পরিষেবা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।' পূর্বতন সরকারের আমলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন। তবে নতুন সরকার গঠনের পর ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রয়োজন অনুযায়ী আরও বেশি সংখ্যক নতুন দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি আশ্বাস দেন। বালুরঘাট-সহ বিভিন্ন পুরানো দমকল কেন্দ্র এবং কর্মীদের আবাসন প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'গোটা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত দমকল কেন্দ্র এবং কর্মী আবাসনগুলির অবস্থা অত্যন্ত করুণ। যে সমস্ত অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে আগুন নেভান, তাঁদের নিজেদেরই থাকার ঘরের ছাদ ও বিল্ডিং জরাজীর্ণ এবং নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।' এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে দমকল কর্মীদের আবাসন ও কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো দ্রুত সংস্কারের জন্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে বলে তিনি জানান।

উত্তরপাড়ায় উত্তরায়ণের চতুর্দশ নাট্যোৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: উত্তরায়ণ আয়োজিত চতুর্দশ নাট্যোৎসব চলছে হুগলির উত্তরপাড়ার গণভবনে ১০ থেকে ১৫ ই সেপ্টেম্বর চলছে। এই নাট্যোৎসব বাংলার নানা প্রান্ত থেকে নাট্যদল গুলি এই নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন দর্শকদের উপস্থিতি দেখার মত। প্রত্যেক বছরের মধ্যে এবছরও চলছে এই নাটক। সব নাট্য শিল্পীদের অভিনয় নজর টানে দর্শকদের। এই প্রসঙ্গে উত্তরায়ণের সম্পাদক জয়ন্ত দাশগুপ্ত বলেন এবার চতুর্দশ বৎসরে পড়লো এই নাট্যোৎসব বিশেষ করে উত্তরপাড়ার মানুষ নাট্যপ্রেমী তারা নাটক দেখতে যায় তাদের কথা ভেবে এই নাট্যোৎসব আয়োজন। বাংলার নানা প্রান্ত থেকে নাট্যদল গুলি অংশগ্রহণ করেছেন দর্শকদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। আগামী দিনে আরও ভালোভাবে নাট্যোৎসব করার ইচ্ছা আছে আমাদের দর্শকদের কথা ভেবে।

পথ কুকুরদের সুরক্ষায় পথে চিকিৎসক শান্তনু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পথ কুকুরদের সুরক্ষা দিতে অ্যান্টি-র‍্যাবিস টিকা দেওয়ার পাশাপাশি জলাতঙ্ক প্রতিরোধে সচেতনতার বার্তা দিচ্ছেন খড়্গপুরের পশু চিকিৎসক শান্তনু রাউত। বর্তমান সময়ে কখনও গাড়ির ধাক্কায় ও মানুষের নিষ্ঠুরতার কারণে রাস্তায় বসবাসকারী কুকুর সহ অন্যান্য অবলা প্রাণীদের অকছার মৃত্যু ঘটছে। এই ধরনের ঘটনা রুখতে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও পশুপ্রেমীরা যেমন সচেতনতা গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছেন তেমনি খড়্গপুরের এই পশু চিকিৎসকও পথ কুকুরদের শারীরিক সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে পথে নেমেছেন। তিনি জানিয়েছেন, শুধু মানুষকে সচেতন করলেই হবে না, পথ কুকুরদের শারীরিক সুরক্ষার দিকেও নজর দেওয়া জরুরি। এই ভাবনা নিয়েই তাঁর চিকিৎসক বন্ধু ডক্টর চন্দন বিসুই-সহ কয়েকজন পশুপ্রেমীকে সঙ্গে নিয়ে শনিবার থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এলাকার পথ কুকুরদের অ্যান্টি-র‍্যাবিস টিকা দেওয়ার পাশাপাশি জলাতঙ্ক সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করছেন তাঁরা। এর ফলে পথ কুকুরদের সুরক্ষা দেওয়া এবং তাদের সংস্পর্শে আসা মানুষের মধ্যে জলাতঙ্কের ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া সম্ভব বলে মনে করছেন ডা শান্তনু। শুধু পথ কুকুরই নয়, পোষ্য কুকুরদেরও নিজের ক্লিনিকে বিনামূল্যে অ্যান্টি-র‍্যাবিস টিকা দিচ্ছেন তিনি। পথপ্রাণীদের অসাধারণ মানুষের সুরক্ষায় চিকিৎসক শান্তনুর এই উদ্যোগের প্রশংসা করছেন খড়্গপুর শহরের পশুপ্রেমী ও সাধারণ মানুষ।

পুরুলিয়ার সদর হাসপাতালে ডেপুটেশন বাউড়ি সমাজের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ব্লাড ব্যাংক ও বহির্বিভাগ হাতোয়াড়া ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের প্রতিবাদে এবং পুরুলিয়া সদর হাসপাতালকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখার দাবিতে সরব হলো পুরুলিয়া জেলা তপশীলী জাতি বাউরি সমাজ

কল্যাণ সমিতির জেলা সম্পাদক দয়াময় বাউরি নেতৃত্বে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সোমবার মেডিক্যাল কলেজের সদর ক্যাম্পাসে গিয়ে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি-র কাছে এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এদিন 'টাইগার' দয়াময় বাউরির নেতৃত্বে এক বৃহৎ প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। পুরুলিয়া শহরের রথতলা মোড় ও দশের বাঁধ মোড় থেকে শুরু হওয়া দুটি মিছিলে এক হাজারেরও বেশি মহিলা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মিছিলে সামিল হয়। শহরের প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে মিছিল দুটি পোস্ট অফিস মোড়ে মিলিত হয় এবং সদর হাসপাতাল প্রাঙ্গণে পৌঁছায়। বিক্ষোভকারীদের প্রধান অভিযোগ, দেবেন মাহাতো মেডিক্যাল কলেজ চালু হওয়ার পর থেকেই সদর হাসপাতালের একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ৬ কিলোমিটার দূরের হাতোয়াড়া ক্যাম্পাসে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে জরুরি বিভাগ ও প্রসূতি বিভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা সদর ক্যাম্পাসে থাকলেও, ব্লাড ব্যাংক ও বহির্বিভাগ দূরবর্তী ক্যাম্পাসে চলে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়েছেন দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগী ও তাঁদের পরিবার। জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্ত আনতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে বহু অমূল্য সময় নষ্ট হচ্ছে। এই আন্দোলনের প্রধান দাবি, প্রসূতি ও জরুরি রোগীদের সুরক্ষায় সদর হাসপাতালেই অবিলম্বে নতুন একটি ব্লাড ব্যাংক চালু করতে হবে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে পুরুলিয়া সদর ক্যাম্পাসে আউটডোর চিকিৎসা পরিষেবা পুনরায় শুরু করতে হবে। মেডিক্যাল কলেজ হাতোয়াড়া ক্যাম্পাসে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হোক, তবে সদর হাসপাতালকে বিলুপ্ত না করে আধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ জেলা হাসপাতালের মর্যাদা দিয়ে বজায় রাখা। সংগঠনের নেতৃত্বের মতে, জেলাবাসীর স্বার্থেই এই ঐতিহ্যবাহী হাসপাতালটির পরিষেবা উন্নত করা জরুরি, যাতে সাধারণ মানুষকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হয়রান হতে না হয়।

গণেশের সঙ্গে ইঁদুরেরও পুজো!

বসিরহাটে উৎসবে অভিনব পরিবেশ বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: গণেশের পুজো তো হয়ই, তবে এবার গণেশের পাশাপাশি তাঁর বাহন ইঁদুরেরও পুজো! এমনই অভিনব উদ্যোগ নজর কেড়েছে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে পরিবেশ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার বার্তা দিতে গণেশের পাশাপাশি ইঁদুরকেও পুজো করছেন উদ্যোক্তারা।

সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত প্রান্ত;বসিরহাট মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে মহাসমারোহে শুরু হয়েছে গণেশ চতুর্থীর উৎসব। সংগ্রামপুর মাঝেরপাড়া, বসিরহাট টাউন হল, পুরাতন বাজার-সহ একাধিক

এলাকায় ধুমধাম করে চলছে পুজো। একই ছবি হিঙ্গলগঞ্জ ও সন্দেশখালির সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকাতেও। পুজোকে ঘিরে কোথাও চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা, কোথাও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আবার কোথাও রয়েছে বিশেষ আয়োজন। সকাল থেকেই মণ্ডপে ভিড় করছেন নারী-পুরুষ থেকে শুরু করে শিশু-কিশোররা। উদ্যোক্তা অমিত চক্রবর্তীর বক্তব্য, গণেশের বাহন ইঁদুর। প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রেও প্রতিটি প্রাণীরই কোনও না কোনও ভূমিকা রয়েছে। সেই ভাবনা থেকেই গণেশের পাশাপাশি ইঁদুরের পুজোর আয়োজন। তাঁদের দাবি, এই উদ্যোগের মাধ্যমে ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি জীবজগতের প্রতি মানুষের সচেতনতা এবং প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের বার্তাও তুলে ধরা হচ্ছে। সব মিলিয়ে সীমান্ত থেকে সুন্দরবন গণেশ চতুর্থীকে ঘিরে উৎসবের আমেজে মেতেছে বসিরহাট মহকুমা।

দুর্গাপুজোয় এবার নজর কাড়বে চন্দননগরের আলপনার রোপ লাইট

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বরাবরের মতো এবারেও নতুন আকর্ষণ লোহার খাঁচা বা রোপ লাইট। নানা ধরনের কলকার আদলে নজরকাড়া আলোর দেখা মিলবে কলকাতা ও জেলার বারোয়ারি দুর্গাপুজোয়। তাই, পুজোর আগে নতুন রোপ লাইট নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন চন্দননগরের বড় থেকে ছোট, সব ধরনের আলোকশিল্পীরা। আলোক শিল্পে নিত্যনতুন চিন্তাভাবনা, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিকে কাজে লাগিয়ে আলোর জগতে বিপ্লব এনেছেন চন্দননগরের শিল্পীরা। তাঁদের প্রচেষ্টাতেই আলোর জন্য বিশ্বজোড়া খ্যাতি গঙ্গাতীরের শহর ফরাসডাঙার। তাই দুর্গাপুজো থেকে জগদ্ধাত্রী পুজো, আইফেল টাওয়ারে সাড়া ফেলেছে চন্দননগরের আলো। পুরোনো আমলের টুনি বাল্বের থেকে ভিনাইল বোর্ড ছাপিয়ে এলইডি আলোর ঝলকানিতে আলোর জগতে বিপ্লব এনেছেন চন্দননগরের শিল্পীরা। চন্দননগরের শিল্পীরা ইতিমধ্যেই কলকাতায় থেকেই বারোয়ারি পুজোর আলোর কাজ করছেন। এবারে নানা রঙের মিশেলে সরু সরু কলকা বা আল্পনার মতো নতুন ভাবনায় সাজিয়ে তোলা আলো বাজার মাত করেছে। এ বারের দুর্গাপুজোয় কলকাতা ও আশপাশের জেলার পুজামণ্ডপে সব কিছুকে টেক্কা দেবে এই বিশেষ আলোর চমক। তবে নতুন রোপ আলোর সুবিধে, অন্যান্য আলোর থেকে এই আলোয় খরচ তুলনায় কম। তাই বাজেটের কারণেও এই আলো স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন বারোয়ারি পুজোর উদ্যোক্তারা। আলোকশিল্পীরা জানিয়েছেন,

পালাবদলের পরে প্রথম বারের দুর্গাপুজোয় বাজেট নিয়ে প্রথম থেকেই সাবধানী পদক্ষেপ করেছে বারোয়ারি কমিটিগুলি। এ বারে কলকাতায় হিন্দুস্থান পার্কের পুজোয় আলো দিয়ে সাজানোর দায়িত্ব পেয়েছেন চন্দননগরের প্রয়াত আলোকশিল্পী বাবু পালের স্ত্রী চিত্রলেখা ও কন্যা সুশ্বেতা পাল। বাবু প্রয়াত হওয়ার পর থেকে ব্যবসার দায়িত্ব নিয়েছেন মা ও মেয়ে। তাঁরা জানিয়েছেন, বিগত কয়েক বছর ধরে এলইডি ও চিন থেকে আমদানি করা ক্রিস্টাল আলোর একচেটিয়া ব্যবহার করা হতো। এ বারে নতুন ধরনের রোপ লাইট মূলত আলপনার নকশায় সাজানো হবে। লোহার কাঠামোর উপরে হালকা কিন্তু মিষ্টি আলো মনকে মুগ্ধ করবে।

আলোকশিল্পী বলেন, 'টুনি লাইটের মিনিয়েচার থেকে হাল আমলের এলইডি সবাই কমবেশি দেখেছেন। এলইডি আলো চোখে লাগত বলে আলোর উপরে নানা রঙের ঢাকনার ব্যবহার করে তার সৌন্দর্য আরও মসৃণ করে তুলেছিলাম আমরাই। এ বারের দুর্গাপুজোয় আমাদের সেরা উপহার রোপ লাইটের তৈরি নকশা। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে কম্পিউটারের মাধ্যমে আলোর মধ্যে প্রোগামিং সেট করা হয়েছে।' এ বার পুজোর আগেই চন্দননগরে ইন্দো-ফরাসি যৌথ হেরিটেজ উৎসবে রোপ লাইটের একাধিক গেট করেছেন আরেক আলোকশিল্পী। তার কথায়, 'এ বারে রোপ লাইট বাজারে হিট করেছে। তার প্রমাণ আমরা তিন দিনের হেরিটেজ উৎসবে পেয়েছি। সবচেয়ে বড় কথা, এই আলো অনেক হালকা ও বিদ্যুৎসাশ্রয়ী।'

১৭ সেপ্টেম্বর সেমিকন ইন্ডিয়ার পঞ্চম সংস্করণের উদ্বোধন মোদীর

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর: প্রথম সারির সেমি-কন্ডাক্টর এবং বৈদ্যুতিন সম্মেলন ও প্রদর্শনী সেমিকন ইন্ডিয়া, ২০২৬-এর পঞ্চম সংস্করণ নতুন দিল্লির যশোভূমি-তে আগামী ১৭-১৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ১৭ সেপ্টেম্বর সেমিকন ইন্ডিয়ার পঞ্চম সংস্করণের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনদিনের এই সম্মেলনে ভারতের ক্রমবর্ধমান সেমি-কন্ডাক্টর এবং বৈদ্যুতিন পরিমণ্ডলকে তুলে ধরা হবে।

ইন্ডিয়া সেমি-কন্ডাক্টর মিশন, কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এবং এসইএমআই মিলিতভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করছে। এসইএমআই হল সেমি-কন্ডাক্টর এবং বৈদ্যুতিন নকশা ও নির্মাণক্ষেত্রে বৈশ্বিক শিল্প সংস্থা। সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬-এ বৈশ্বিক সেমি-কন্ডাক্টর এবং বৈদ্যুতিন সংস্থা, শিল্প নেতৃত্ব, নীতি নির্ধারক, বিনিয়োগকারী, গবেষক, শিক্ষামহল, স্টার্ট-আপ এবং ছাত্রছাত্রীদেরকে এক মঞ্চে হাজির করা হবে। সেখানে তাদের মধ্যে মতবিনিময়, অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এবং ভারতের সেমি-কন্ডাক্টর এবং বৈদ্যুতিন পরিমণ্ডলের ভবিষ্যৎ নকশা নিয়ে আলোচনা হবে।

এবারের সেমিকন ইন্ডিয়া, ২০২৬-এর ভাবনা হল, 'সিলিকন টু সিস্টেমস বিল্ডিং দ্য ইকো-সিস্টেম'। ভারতের সেমি-কন্ডাক্টর যাত্রাপথে এই সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬ এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। বিশ্ব সেমি-কন্ডাক্টর মূল্যশৃঙ্খলে ভারতকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে দিতে তা নির্ণায়ক হয়ে দেখা দিতে পারে। যশোভূমিতে সেমিকন ইন্ডিয়া, ২০২৬-এ তিনদিন ধরে ৬০০-রও বেশি প্রদর্শনকারী অংশ নেবে। এর মধ্যে থাকবে ৩০০ আন্তর্জাতিক সংস্থা। ছ'টি দেশের প্যাভিলিয়ন এবং ১২টি রাজ্যস্তরের প্যাভিলিয়নে স্টার্ট-আপ এবং স্টুডেন্ট হ্যাকাথনকে তুলে ধরা হবে। ৪০টির মতো স্টার্ট-আপ এই প্যাভিলিয়নে জায়গা পাবে। সেইসঙ্গে, একটি প্যাভেলিয়নে মহিলাদের একটি ফোরাম এবং মহিলা শ্রমশক্তিকে রাখা হবে।

নেপালকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৮ ঘণ্টাব্যাপী বিদ্যুৎ সরবরাহ ভারতের

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর: প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত নেপালকে সাহায্য করতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রক নেপাল বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষকে ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন ১৮ ঘণ্টা করে বিদ্যুৎ সরবরাহের অনুমতি দিয়েছে।

সোমবার বিদ্যুৎ মন্ত্রক জানিয়েছে, মুজফফরপুর-ঢালকেবর ৪০০ কেভি ডবল সার্কিট লাইনের মাধ্যমে নেপালকে সর্বোচ্চ ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। পাশাপাশি, টনকপুর- মহেন্দ্রনগর ১৩২ কেভি সিঙ্গল সার্কিট লাইনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৫৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাঠানো হবে। জানা গিয়েছে, ২০২৭ সালের জানুয়ারি থেকে বিদ্যুৎ রপ্তানির পরিমাণ এবং সরবরাহ ব্যবস্থা নিয়ে ২০২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পর্যালোচনা করা হবে। নেপালের বিদ্যুতের চাহিদা ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা ঠিক করা হবে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি নেপালে ভয়াবহ বন্যায় জলবিদ্যুৎ পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এর ফলে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে এবং বিদ্যুৎ সংকট আরও গভীর হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত থেকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ নেপালের তাৎক্ষণিক বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করবে। সোমবার বিদ্যুৎ মন্ত্রক জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সংকটের সময়ে নেপালকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি দু' দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সহযোগিতা আরও শক্তিশালী হবে। আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং প্রতিবেশী দেশকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করেছে ভারত।

মাতৃভাষা না-শিখলে কোনও শিশু বড় হয়ে উঠতেই পারে না: শাহ

মুম্বই, ১৪ সেপ্টেম্বর: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোমবার নবি মুম্বইয়ের সিডকো প্রদর্শনী কেন্দ্রে হিন্দি দিবস উদযাপন এবং পঞ্চ সর্বভারতীয় রাজভাষা সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, মাতৃভাষা না শিখলে কোনও শিশু বড় হয়ে উঠতেই পারে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সবচেয়ে বড় সাফল্য হল তাঁর নতুন শিক্ষানীতি, যার মাধ্যমে তিনি প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছেন। মাতৃভাষা না-শিখে কোনও শিশু বড় হয়ে উঠতেই পারে না। একটি ভাষা আয়ত্ত করার পরেই কেবল একটি শিশু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে। [illegible] অমিত শাহ আরও বলেন, এর পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী মোদী অন্য একটি ভারতীয় ভাষা শেখাও বাধ্যতামূলক করেছেন। যারা এর বিরোধিতা করছেন, তারা বুঝতে পারছেন না যে তারা কতটা বড় ভুল করছেন। অন্য একটি ভারতীয় ভাষা শেখার অর্থ হলো শিশুটি স্বয়ংক্রিয় ভাবেই 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর লক্ষ্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নিচ্ছে। মাতৃভাষা ও অন্য একটি ভাষা শেখার মাধ্যমে সে সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠবে এবং ভারতের একজন প্রকৃত সৈনিক হয়ে উঠবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'আমি মহারাষ্ট্রের বহুভাষিক সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চাই। এখানে মারাঠি ভাষা অবশ্যই সম্মানিত এবং তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদীই মারাঠি ভাষাকে 'ধ্রুপদী ভাষা'র মর্যাদা দিয়েছিলেন। তবে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের এই ভূমিতে মারাঠি ছাড়াও কোঙ্কনি, গুজরাটি, সিন্ধি, হিন্দি ও কন্নড়-সহ আরও অনেক ভাষা বিকশিত ও সমাদৃত হয়েছে। মহারাষ্ট্র হল ভারতের বৃহত্তম বহুভাষিক রাজ্য।'

বন্যায় নেপালের পরিকাঠামোয় ১.৭২ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি

কাঠমান্ডু, ১৪ সেপ্টেম্বর: নেপালে সাম্প্রতিক বন্যায় পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সরকারি ভাবে গঠিত দলের 'রাসুয়া-ভোটেকোশি বন্যা ২০৮৩ দ্রুত ক্ষয়ক্ষতি ও প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন' রিপোর্টে এই তথ্য উঠে এসেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, বন্যায় নেপালের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে প্রায় ১.৭২ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিকাঠামো পুনর্নির্মাণে প্রায় ৪.৭৩ লক্ষ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে।

সোমবার রিপোর্ট অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিদ্যুৎ ক্ষেত্র। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ও বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনে প্রায় ১৩৪.৬৯ বিলিয়ন নেপালি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এই পরিকাঠামো পুনর্নির্মাণে প্রায় ৩৯০ বিলিয়ন টাকা প্রয়োজন বলে অনুমান করা হয়েছে। নবায়নযোগ্য শক্তি সংক্রান্ত পরিকাঠামোয় প্রায় ৫৬ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। বন্যায় সড়ক পরিকাঠামোর প্রায় ২২ বিলিয়ন টাকার ক্ষতি হয়েছে। সড়ক পুনর্নির্মাণে ৫৫.১৮ বিলিয়ন টাকার বেশি প্রয়োজন হবে। সেতুতে প্রায় ১১.৩৫ বিলিয়ন টাকার ক্ষতি হয়েছে। সেগুলি পুনর্নির্মাণে প্রায় ১৮.০৬ বিলিয়ন টাকা খরচ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও হয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **[ক] টেন্ডার নং EL-CON-537. কাজের নাম :** সিএলডব্লিউ, চিত্তরঞ্জন-এ এনভায়রনমেন্টাল পার্কের মানোন্নয়ন। **চুক্তির ধরন :** ওয়ার্কস। **টেন্ডার মূল্য (জিএসটি সহ) (টাকা) :** ৯,৬৮,৫৯০.৫৯/- টাকা (নয় লক্ষ আটষট্টি হাজার পাঁচশ নব্বই টাকা এবং ঊনষাট পয়সা)। **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা) :** প্রযোজ্য নয়। **আর্নেস্ট মানি (টাকা) :** ১৯,৪০০/- টাকা (উনিশ হাজার চারশ টাকা)। **কাজ সমাপ্তির সময়কাল (মাসে) :** ১২ (বারো মাস)। **বন্ধ হওয়ার তারিখ :** ২৮.০৯.২০২৬ তারিখ ১৫.০০ টায়। **[খ] টেন্ডার নং : EL-CON-513D. কাজের নাম :** চিত্তরঞ্জন টাউনশিপে ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণ। **চুক্তির ধরন :** ওয়ার্কস। **টেন্ডার মূল্য (জিএসটি সহ) (টাকা) :** ১,৯৯,৯২,৭০০.৩৬/- টাকা (এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাতশ টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা)। **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা) :** প্রযোজ্য নয়। **আর্নেস্ট মানি (টাকা) :** ৩,৯৯,৯০০/- টাকা (তিন লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শ টাকা)। **কাজ সমাপ্তির সময়কাল (মাসে) :** ০৬ (ছয় মাস)। **বন্ধ হওয়ার তারিখ :** ০১.১০.২০২৬ তারিখ ১৫.০০ টায়। **[গ] টেন্ডার নং : EL-CON-531P2R1. কাজের নাম :** সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন-এ ওয়ার্কস অফিসের গ্রাউন্ড ফ্লোরের মানোন্নয়ন (বৈদ্যুতিক কাজ)। **চুক্তির ধরন :** ওয়ার্কস। **টেন্ডার মূল্য (জিএসটি সহ) (টাকা) :** ৮১,২১,৭৬৯.৮০/- টাকা (একাশি লক্ষ একুশ হাজার সাতশ উনসত্তর টাকা এবং আশি পয়সা)। **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা) :** প্রযোজ্য নয়। **আর্নেস্ট মানি (টাকা) :** ১,৬২,৪০০.০০/- টাকা (এক লক্ষ বাষট্টি হাজার চারশ টাকা)। **কাজ সমাপ্তির সময়কাল (মাসে) :** ০৬ (ছয় মাস)। **বন্ধ হওয়ার তারিখ :** ২৮.০৯.২০২৬ তারিখ ১৫.০০ টায়। **দ্রষ্টব্য (বিজ্ঞপ্তি নং ক, খ এবং গ-এর জন্য) :** সম্পূর্ণ বিবরণ রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ দেখা যেতে পারে।

PR5/485 Dy.CEE/M/CLW/ Chittaranjan
আমাদের দেখুন : www.facebook.com/clwrailways

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, এনআইটি নং ২১৩_২০২৬-২৭, তারিখ ০৯.০৯.২০২৬। কাজের বিবরণ:** এইএন/এলএলএইচ-এর অধীনে পিডব্লুআই ও আইওডব্লু অফিস এবং স্টোর বিল্ডিংয়ের মেরামতি কাজ - যার মধ্যে রয়েছে রং করা, শৌচাগার সংস্কার, দরজা-জানালা প্রতিস্থাপন, ক্ষতিগ্রস্ত পুরনো অ্যাসবেস্টস শিট বদলে ছাদের সংস্কার, প্লিন্থ সুরক্ষা, স্যানিটারি ফিটিংস, পাইপলাইন, লেটারিং ইত্যাদি। **আনুমানিক ব্যয়:** ৫২,১৮,২৪৯.১৫ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১,০৪,৪০০ টাকা। **ক্র.নং ২, এনআইটি নং ২১৪_২০২৬-২৭, তারিখ ০৯.০৯.২০২৬। কাজের বিবরণ:** এইএন/বিডিসি শাখার অধীনে ইআরসি গ্রিজিং সহ রেল পেন্টিং এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক ব্যয়:** ৪২,২৪,৬১৩.৪০ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৮৪,৫০০ টাকা। **ক্র.নং ৩, এনআইটি নং ২১৫_২০২৬-২৭, তারিখ ০৯.০৯.২০২৬। কাজের বিবরণ:** এইএন/এলএলএইচ শাখার অধীনে ইআরসি গ্রিজিং সহ রেল পেন্টিং এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **আনুমানিক ব্যয়:** ৬৭,৯১,৫২৬.৪৫ টাকা। **বায়না মূল্য:** ১,৩৫,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য :** প্রতিটির জন্য শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ:** প্রতিটির জন্য ৬ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৮.০৯.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-331/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited by the Administrator, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. **NIT No: -NM/PWDT/NIT-001e/2026-2027 to NM/PWDT/NIT-019e/2026-2027. Tender ID:- 2026_MAD_1041452_1, 2026_MAD_1041453_1, 2026_MAD_1041455_1, 2026_MAD_1041456_1, 2026_MAD_1041457_1, 2026_MAD_1041871_1, 2026_MAD_1041973_1, 2026_MAD_1041977_1, 2026_MAD_1041987_1, 2026_MAD_1041983_1, 2026_MAD_1041985_1, 2026_MAD_1041986_1, 2026_MAD_1041988_1, 2026_MAD_1041989_1, 2026_MAD_1041969_1, 2026_MAD_1041978_1, 2026_MAD_1041990_1, 2026_MAD_1041991_1, 2026_MAD_1041992_1. Type of Work:-** Repairing of Bituminous & Conc. Road. **Bid Submission End Date:-** 21-09-2026 & and 28-09-2026 at 05:00 PM. **Bid Open Date:-** 24-09-2026 & and 01-10-2026 at 10:00 AM. N.B. : Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**

SD/- Administrator, Nabadwip Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Online bids are invited by the undersigned for the following work as details given below :

NIQ No. WBPWD/AE-HCESD/NIQ33/2nd/26-27; Tender ID: 2026_WBPWD_5023973_1. Name of Work: Supply and delivery of different types of security cum peripheral lights for Honourable High Court at Kolkata. Bid Submission End Date: 23/09/2026 upto 14-00 hrs. Website : https://etender.wb.nic.in or https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, P.W.Dte., High Court Elecl Sub-Divn.

ICA- T17893(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

NIeT No. 11/CSD of 2026-27, E.E. - I, Alipore Division, PWD. Name of Work –Repair & painting works of IPS Quarter no 02, Ground floor at 12, Belvedere Road, Alipore, Kolkata-700027 during the year 2026-2027. (Rs. 9,61,786.00) Bid Submission end date 22.09.2026 upto 15.00P.M. Tender ID: 2026_WBPWD_5023953_1. Details will be available from the web site http://wbtenders.gov.in and notice board of this office on all working days within office hours. Sd/-Executive Engineer –I, Alipore Division, PWD.

ICA- T17885(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Tender Notice

Online e-tender is invited by the office of the Assistant Engineer, Electrical Sub Division-I, Housing Directorate: -eNIT No:**WBHD/AE/ESD-I/eNIT-7/2026-27**,Tender id- 2026_HSD_1041094_1., Name of work: -**"Repair & Renovation of Electrical Installation works at Flat no.D-7 at 32 B. C. Road RHE"**. Bid Submission end date: 21.09.2026 upto 12 P.M, Tender Opening Date: 23.09.2026 after 12 P.M, Website-wbtenders.gov.in, Tender Location - Kolkata. Tender details may be obtained from Office of the Assistant Engineer, Electrical Sub-Division-I, Housing Directorate, 53, Dr Sundari Mohan Avenue, Kolkata-700014 on all office days during office hours.

ICA- T17870(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

AE/PWD/Bidhannagar East Sub-Division-II, invites e-tender for two nos. work. Tender ID: 2026_WBPWD_5023866_1, 2026_WBPWD_5023866_2, NIeT. No. WBPWD/AE/BNESD-II/NIeT-02/2026-2027. Last date of submission of bid & Technical Bid Opening 24.09.2026 upto 1.00 PM & 28.09.2026 at 1:00 PM respectively. Details of NIT and tender documents may be downloaded from www.wbpwd.gov.in Sd/- A. Sarkar AE/PWD/Bidhannagar East Sub-Division-II

ICA- T17873(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE

E-Tenders is invited by the undersigned for the work "SITC of Automatic MRL type 16 (Sixteen) Passenger Lift at Proposed G+4 Storied Barrack Building in the office of the Special Branch, 15, Lord Sinha Road, Kolkata..." NOTICE INVITING E-TENDER No: WBPWD/ EE/ 55/ IR/T/KCED/I of 2026-27 & Tender ID - 2026_WBPWD_5023964_1. Bid Submission end date –05.10.2026 up to 02.00P.M Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- B.Mandal. Executive Engineer, PWD Kolkata Central Electrical Division.

ICA- T17884(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

Tender Ref No.: WBPWD/AE/BESD-II/e-NIQ11/26-27, (2026_WBPWD_5023833_1)

Online Tender is hereby invited by the Assistant Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division-II (Ground Floor R-13), Salt Lak Purta Bhavan, Kolkata-700091 from the eligible contractors for the following works: Name of Work: Operation and Comprehensive maintenance including preventive and corrective Maintenance of Air Conditioning AC machines installed at DPPG. Bid Submission start: 23.09.2026 at 09:00 AM. Bid Submission end: 30.09.2026, at 01:00 PM. Bid Opening Date: 05.10.2026, at 01:30 PM. Details of eNIT, BOQ & tender document may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- P. Karmakar, Assistant Engineer, PWD, Bidhannagar Electrical Sub-division-II

ICA- T17877(1)/2026

ময়দান

কাফুকে ঘিরে কুণাল সাহার মঞ্চে ফুটবলের নতুন স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কাফুর উপস্থিতিতে কলকাতায় জমে উঠল ফুটবল-আড্ডা। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিএনসিসিআই) আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানের অন্যতম মুখ ছিলেন সংস্থার ডিরেক্টর ও এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য, উদ্যোগপতি এবং ক্রীড়া সংগঠক কুণাল সাহা। তাঁর উপস্থিতিতে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ, আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্যের সম্ভাবনা এবং ফুটবলকে ঘিরে ব্যবসায়িক ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হয়।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহনবাগানের প্রাক্তন তারকা ব্যারেটো, ব্রিটিশ কাউন্সিলর অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং-সহ বিশিষ্টরা। ফুটবলের উন্নয়নে তৃণমূল স্তরের কাজ, পরিকাঠামো এবং ভারতীয় ফুটবলারদের আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরার বিষয়ও উঠে আসে আলোচনায়। কাফু ও ব্যারেটোর র‍্যাপিড-ফায়ার পর্ব ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। সব মিলিয়ে কুণাল সাহার উদ্যোগে কাফুকে ঘিরে এই আয়োজন হয়ে উঠল ফুটবল ও বাণিজ্যের এক অভিনব মেলবন্ধন।

পুরস্কারের মঞ্চে 'বালুদা', একের পর এক তারকার হাতে সম্মান

আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে সিএবির বর্ষসেরা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বাংলার ক্রিকেটের কৃতীদের সম্মান জানানো হয়। আর সেই মঞ্চে বিশেষ নজর কাড়লেন ময়দানের প্রিয় 'বালুদা' প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক সেরা ক্রিকেটারের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠলেন সিএবির আম্পায়ার্স কমিটির চেয়ারম্যান। ক্রিকেটার, আম্পায়ার ও প্রশাসক হিসেবে দীর্ঘ পথ চলার পাশাপাশি প্রতিভা তৈরিতেও প্রসেনজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

এশিয়াডের প্রস্তুতিতে শুভ সূচনা শ্রেয়সদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এশিয়ান গেমসের প্রস্তুতি হিসেবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজকে দেখছে ভারতীয় দল। সেই প্রস্তুতির প্রথম পরীক্ষাতেই নিজেদের শক্তির পরিচয় দিল টিম ইন্ডিয়া। দিল্লিতে আফগানিস্তানকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন ভারত। ১৫৭ রানের লক্ষ্য মাত্র ১৩.৪ ওভারে তিন উইকেট হারিয়েই তুলে নিল ভারত। ম্যাচ ঘিরে টসের আগেই তৈরি হয়েছিল বিশেষ মুহূর্ত।

নতুন মরশুমেও টাউনের আস্থায় সুরজিৎ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জোড়া ট্রফি জয়ের সাফল্যের পর নতুন মরসুমেও টাউন ক্লাবের দায়িত্বে আস্থার কেন্দ্রে সুরজিৎ লাহিড়ি। বুধবার সিএবি-তে ২০২৬-২৭ মরসুমের সইপর্বে কোচ এরসাদ আহমেদ ও অধিনায়ক শুভম সরকারকে ধরে রেখেছে টাউন। সঙ্গে থাকছেন কাদি জুনেইদ, অঙ্কুর পাল, আইশিক প্যাটেল ও অঙ্কিত শুক্লা। গত মরসুমে সুরজিৎ লাহিড়ির পরিকল্পনায় ১৪২ বছরের ইতিহাসে প্রথম বার সিএবি প্রথম ডিভিশন সুপার লিগ চ্যাম্পিয়নশিপ ও পি. সেন মেমোরিয়াল ট্রফি জেতে টাউন। ক্লাব সভাপতি বিশাখ কুমার ঘোষ ও সহ সম্পাদক সুরঞ্জন মুখার্জির সঙ্গে এবারও সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই লক্ষ্য।

বাংলার ফুটবলে ফের 'জোশ'?

স্বপ্নের অ্যাকাডেমি তৈরির উদ্যোগ মিঠুন চক্রবর্তীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার ফুটবলে একসময় যে উন্মাদনা দেখা যেত, তা এখন অনেকটাই ফিকে। একের পর এক প্রতিভাবান ফুটবলার উঠে আসার জায়গায় এখন বাংলার ফুটবলে বাঙালি খেলোয়াড়ের সংখ্যা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

SHORT QUOTATION
NABADWIP MUNICIPALITY

e-Quotation are invited by the Executive officer Nabadwip Municipality. **LE/NM/NIQ-3e/2026-27 ID: 2026_MAD_1042142_1** Last Date of submitting tender **28-Sep-2026 06:00 PM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Executive officer Nabadwip Municipality in working day and Gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**

Sd/- **Administrator Nabadwip Municipality**

KHARDAH MUNICIPALITY
Khardah, North 24 Parganas

E-TENDER NOTICE

E-Tender Notice No: KDHM/07/PWD/01/26-27 E-Tender ID: 2026_MAD_1042127_1 Categories of Work: Repairing works. Last date of Submission on **22.09.2026 upto 15:00 hours.** Details of tender notice can be seen at: **www.khardahmunicipality.in & http://wbtenders.gov.in** Sd/- **Nilu Sarkar, Chairman Khardah Municipality**

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITY
NOTICE INVITING QUOTATION

Notice No:- 530/XV/D-1(01) 2nd call, 533/XV/D-1(01) 2nd Call, Date-14.09.2026

Quotation through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samity. Application for Tender Paper Submitted- **18.09.26.** Tender Paper Issue- **21.09.26.** Tender Opening Date- **22.09.26.** For Details Please Visit Office of the Undersigned.

Sd/- Executive Officer Daspur-I Panchayat Samity Daspur :: Paschim Medinipur

Chakdaha Municipality
Chakdaha, Nadia

Quotation Notice

Chakdaha Municipality invites quotations vide **Quotation No. 05/Elec.Materials/C.M/2026-2027, Dt.: 11.09.2026** for supplying PCC pole clamp. For further information, please visit **www.chakdahamunicipality.com**

Sd/- Administrator Chakdaha Municipality

DUBRAJPUR MUNICIPALITY
ABRIDGED TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited by the undersigned from bonafied, experienced agencies for the following:-

1. NIeT No: 01/IVS of 2026-2027, Memo No 1793/DM/2026 DT:- 09.09.2026. Bid Submission start date(On-Line) 12.09.2026 from 11:00 hrs. Bid Submission closing date (On-Line) 22.09.2026 upto 17.00 hrs. Bid opening date for technical proposals (On-Line) 25.09.2026 at 14.00 hrs. Details are available at the office of the undersigned on any working day or at website **"wbtenders.gov.in"**.
2. NIeT No: 02/IVS of 2026-2027, Memo No 1796/DM/2026 DT:- 09.09.2026. Bid Submission start date(On-Line) 14.09.2026 from 11:00 hrs. Bid Submission closing date (On-Line) 30.09.2026 upto 17.00 hrs. Bid opening date for technical proposals (On-Line) 03.10.2026 at 13.00 hrs. Details are available at the office of the undersigned on any working day or at website **"wbtenders.gov.in"**.

Sd/- Administrator Dubrajpur Municipality Birbhum

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/164/26-27 Dated 31.08.2026	Supply and Delivery of 30W L.E.D Street Light for Maintenance Works at Various Wards under Rajpur Sonarpur Municipality.	1225 pcs

Bid Submission end date is being extended from **14.09.2026 at 11-00 hrs to 19.09.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Cash Release Committee

Sl. No.	Name	Designation	Mobile No
1.	Sri Chitradip Sen, WBCS (Exe.)	Additional District Magistrate (ZP) & ADM-in- charge, Election Expenditure Monitoring Cell, Purba Medinipur	8373063004
2.	Sri Soubhik Bhattacharya, WBCS (Exe.)	SPL, LAO, Haldia	8145379089
3.	Sri Arup Kumar Das, WBA & AS	Treasury Officer, Tamluk, Purba Medinipur	9593485863

Memo No 24(5)/DICO/PM, Date- 14-09-26

Sd/- District Magistrate & District Election Officer Purba Medinipur

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah, Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114, Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 25531487

Tender Notice No.: PM/PWD/2026-27/002
Tender ID: 2026_MAD_5023968_1

Bid Submission Start Date-**14-September-2026 10:00 AM.**
Bid Submission End Date-**21-September-2026 18:00 PM.**
Sealed Tenders prescribed forms are hereby invited by the Executive Officer, Panihati Municipality from the bonafide contractors/firms/agencies having experience in any electrical work. "Repairing & Renovation of Executive Officer Room at 1st floor of Municipal Building at B. T. Road Ward No. 13 under Panihati Municipality. For details please see the website **www.panihatimunicipality.in & https://wbtender.gov.in**

Sd/- **Executive Officer Panihati Municipality**

ই-অকশনের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ বিক্রয়

নংঃ এসইআর/এইচকিউ-এসটিওআর০সেল(ডিএসপিএল)/১/২০২৬-২৭/সেল/৩ তারিখঃ ১০.০৯.২০২৬

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে ই-অকশনের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ বিক্রয়
অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর-২০২৬-এর ই-অকশন কর্মসূচী
২০২৬-২৭ বর্ষের ৩য় ত্রৈমাসিকের ই-অকশন কর্মসূচী

মাস	ডিভিসন এবং ডিপো				
	আদ্রা ডিভিসন	খড়গপুর ডিপো	চক্রধরপুর ডিভিসন	খড়গপুর ডিভিসন	রাঁচী ডিভিসন
অক্টোবর ২০২৬	০৫.১০.২০২৬	০৬.১০.২০২৬	০৭.১০.২০২৬	০১.১০.২০২৬	০৭.১০.২০২৬
	১২.১০.২০২৬	০৯.১০.২০২৬	১২.১০.২০২৬	০৮.১০.২০২৬	০৯.১০.২০২৬
	১৬.১০.২০২৬	২৩.১০.২০২৬	১৪.১০.২০২৬	১৫.১০.২০২৬	১৬.১০.২০২৬
	২৬.১০.২০২৬	২৭.১০.২০২৬	২৮.১০.২০২৬	২২.১০.২০২৬	২৩.১০.২০২৬
				২৯.১০.২০২৬	৩০.১০.২০২৬
নভেম্বর ২০২৬	০২.১১.২০২৬	০৩.১১.২০২৬	০৪.১১.২০২৬	০৫.১১.২০২৬	০৬.১১.২০২৬
	০৯.১১.২০২৬	১০.১১.২০২৬	১১.১১.২০২৬	১২.১১.২০২৬	১৩.১১.২০২৬
	১৬.১১.২০২৬	১৮.১১.২০২৬	১৮.১১.২০২৬	১৯.১১.২০২৬	২০.১১.২০২৬
	২৩.১১.২০২৬	২৩.১১.২০২৬	২৫.১১.২০২৬	২৬.১১.২০২৬	২৭.১১.২০২৬
	৩০.১১.২০২৬	২৭.১১.২০২৬	৩০.১১.২০২৬		
ডিসেম্বর ২০২৬	০৭.১২.২০২৬	০১.১২.২০২৬	০২.১২.২০২৬	০৩.১২.২০২৬	০৪.১২.২০২৬
	১৪.১২.২০২৬	০৮.১২.২০২৬	০৯.১২.২০২৬	১০.১২.২০২৬	১১.১২.২০২৬
	২১.১২.২০২৬	১৫.১২.২০২৬	১৬.১২.২০২৬	১৭.১২.২০২৬	১৮.১২.২০২৬
	২৮.১২.২০২৬	২২.১২.২০২৬	২৩.১২.২০২৬	২৪.১২.২০২৬	২৩.১২.২০২৬
		২৯.১২.২০২৬	৩০.১২.২০২৬		

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বিস্তারিত ই-অকশন সূচী ও ক্যাটালগের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in/e-Auction** দেখুন।

(PR-759) প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, গার্ডেনরীচ

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

হাতের মুঠোয় মিসলেনিয়াস

পর্ব ৫

গত চারটি পর্বে মিসলেনিয়াস পরীক্ষা নিয়ে আমাদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে পাঠক-পাঠিকা বিশেষ করে পড়ুয়াদের কাছ থেকে দারুণ সাড়া পেয়েছি। বিগত বছরগুলোর প্রশ্নপত্রের ধরন বিশ্লেষণ করে, এবারও দেওয়া হল বাছাই করা আরও ২৫টি প্রশ্ন। লিখলেন বেস্ট সেলার 'জানা-অজানা পশ্চিমবঙ্গ'-র লেখক এবং ইন্ডিয়ান অডিট অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক অনিন্দ্য কিশোর।

৫১. মানবদেহের অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত কোন হরমোন রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে সাহায্য করে?
A) গ্লুকাগন B) থাইরক্সিন C) ইনসুলিন D) অ্যাড্রিনালিন

৫২. একটি ট্রেন ৯০ কিমি/ঘণ্টা বেগে একটি সিগন্যাল পোস্টকে ১০ সেকেন্ডে অতিক্রম করে। ওই ট্রেনটির দৈর্ঘ্য কত?
A) ২০০ মিটার B) ১৫০ মিটার C) ২২৫ মিটার D) ২৫০ মিটার

৫৩. ভারতের কোন রাজ্যের উপকূলরেখার দৈর্ঘ্য সব চেয়ে বেশি?
A) গুজরাত B) মহারাষ্ট্র C) অন্ধ্রপ্রদেশ D) তামিলনাড়ু

৫৪. ভরতনাট্যম কোন রাজ্যের একটি বিখ্যাত ধ্রুপদী নৃত্যশৈলী?
A) কেরল B) তামিলনাড়ু C) অন্ধ্রপ্রদেশ D) কর্নাটক

৫৫. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানার অন্যতম উৎস ইন্ডিকা গ্রন্থটি কার রচনা?
A) কৌটিল্য B) ফা-হিয়েন C) মেগাস্থিনিস D) হিউয়েন সাং

৫৬. ২টি নল দিয়ে একটি চৌবাচ্চা যথাক্রমে ১২ মিনিট ও ১৬ মিনিটে পূর্ণ হয়। ২টি নল একসঙ্গে খোলার কতক্ষণ পর প্রথম নলটি বন্ধ করলে সম্পূর্ণ চৌবাচ্চাটি ১২ মিনিটে পূর্ণ হবে?
A) ৫ মিনিট B) ৪ মিনিট C) ২ মিনিট D) ৩ মিনিট

৫৭. জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত আলোকবর্ষ এককটির সাহায্যে মূলত কী পরিমাপ করা হয়?
A) মহাজাগতিক দূরত্ব B) নক্ষত্রের বয়স বা সময় C) আলোর তীব্রতা D) মহাজাগতিক বস্তুর ভর

৫৮. ভারতীয় সংবিধানে সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি কোন দেশের সংবিধান থেকে গৃহীত হয়েছে?
A) ব্রিটেন B) দক্ষিণ আফ্রিকা C) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র D) আয়ারল্যান্ড

৫৯. কাজী নজরুল ইসলামের লেখা প্রথম প্রকাশিত কবিতা কোনটি?
A) বিদ্রোহী B) প্রলয়োল্লাস C) মুক্তি D) আনন্দময়ীর আগমনে

৬০. একটি দ্রব্য ৪২৫ টাকায় বিক্রি করলে যে পরিমাণ লাভ হয়, ৩৫৫ টাকায় বিক্রি করলে ঠিক সেই পরিমাণই ক্ষতি হয়। দ্রব্যটির প্রকৃত ক্রয়মূল্য কত?
A) ৩৮০ টাকা B) ৪১০ টাকা C) ৪০০ টাকা D) ৩৯০ টাকা

৬১. জলাভূমিতে গাছপালা পচে উৎপন্ন হওয়া কোন গ্যাসটিকে মার্শ গ্যাস বলা হয়?
A) মিথেন B) প্রোপেন C) ইথেন D) বিউটেন

৬২. প্রতি বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার কোন শহর থেকে প্রদান করা হয়?
A) স্টকহোম B) অসলো C) জেনেভা D) হেগ

৬৩. ৫টি সংখ্যার গড় ৫০। যদি প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে ২ গুণ করা হয়, তবে সংখ্যাগুলির নতুন গড় কত হবে?
A) ২৫ B) ৫২ C) ১০০ D) ১৫০

৬৪. ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা পরিচালিত গগনযান মিশনের মূল লক্ষ্য হিসেবে কত জন মহাকাশচারীকে পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে পাঠানো হবে?
A) ১ জন B) ২ জন C) ৪ জন D) ৩ জন

৬৫. মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের দীর্ঘতম অস্থি বা হাড় কোনটি?
A) ফিমার B) স্টেপিস C) টিবিয়া D) হিউমেরাস

৬৬. ব্রিটিশ বিরোধী বাঁশের কেল্লা খ্যাত তিতুমির-এর প্রকৃত নাম কী ছিল?
A) দুদু মিয়া B) সৈয়দ মির নিসার আলি C) শরিয়ত উল্লাহ D) আবু তোরাব

৬৭. বার্ষিক ৫% সরল সুদের হারে নির্দিষ্ট কোনও আসল কত বছরে সুদে-মূলে দ্বিগুণ হবে?
A) ১০ বছর B) ১৫ বছর C) ২০ বছর D) ২৫ বছর

৬৮. ১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন-এর সূচনা হয়েছিল কোন ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে?
A) চৌরিচৌরার ঘটনা B) রাওলাট আইনের প্রতিবাদ C) ভারত ছাড়ো প্রস্তাব D) ডান্ডি অভিযান

৬৯. ভারতীয় সংবিধানের কত নম্বর ধারায় অর্থ বিল-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে?
A) ১১০ নং ধারা B) ১১২ নং ধারা C) ১০৮ নং ধারা D) ১১৭ নং ধারা

৭০. সিজিএস পদ্ধতিতে বলের একক কী?
A) নিউটন B) ডাইন C) পাস্কাল D) জুল

৭১. একটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য ১০ সেমি হলে, ওই বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল কত?
A) ৫০ বর্গ সেমি B) ২০০ বর্গ সেমি C) ১০০ বর্গ সেমি D) ২০০ বর্গ সেমি

৭২. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও মিরকাশিমের মধ্যে বক্সারের যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল?
A) ১৭৫৭ সালে B) ১৭৬০ সালে C) ১৭৬১ সালে D) ১৭৬৪ সালে

৭৩. মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত বিখ্যাত মেঘনাদবধ কাব্য প্রধানত কোন ছন্দে রচিত?
A) অমিত্রাক্ষর ছন্দ B) মাত্রাবৃত্ত ছন্দ C) স্বরবৃত্ত ছন্দ D) অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

৭৪. ভারতের জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ সাইলেন্ট ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক কোন রাজ্যে অবস্থিত?
A) কর্নাটক B) কেরল C) উত্তরাখণ্ড D) অসম

৭৫. ২টি সংখ্যার অনুপাত ৩৪ এবং তাদের গসাগু ৪ হলে, সংখ্যা ২টির লসাগু কত?
A) ১২ B) ২৪ C) ৪৮ D) ৬০

উত্তরমালা

৫১. C	৫২. D	৫৩. A	৫৪. B	৫৫. C
৫৬. D	৫৭. A	৫৮. B	৫৯. C	৬০. D
৬১. A	৬২. B	৬৩. C	৬৪. D	৬৫. A
৬৬. B	৬৭. C	৬৮. D	৬৯. A	৭০. B
৭১. C	৭২. D	৭৩. A	৭৪. B	৭৫. C

মোবাইলের বিষ থেকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দূরে রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত জরুরি

স্বপনকুমার মণ্ডল

সম্প্রতি এ বছর শিক্ষক দিবসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা জানিয়েছেন। মোবাইলের তীব্র আসক্তি ও বিভীষিকা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জীবনে কী বিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে,তা আজ তার বেপরোয়া প্রকৃতিতেই প্রতীয়মান। দিনরাত মোবাইলের আসক্তিতে উঠতি ছাত্রছাত্রীদের স্বাভাবিক জীবনই আজ ব্যাহত। এজন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মোবাইল ব্যবহার নিষিদ্ধ করার কথা বলেছেন। তিনি মোবাইল আসক্তিকে মোবাইল বিষ বলে অভিহিত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই কর্ণাটক,অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু এবং গুজরাটে এ রকম মোবাইলের ব্যবহার সরকারি ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্য দিকে সেদিনই (৫ সেপ্টেম্বর) দেশের প্রধানমন্ত্রীও জাতীয় শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় শিশু ও কিশোরদের মোবাইল ও কম্পিউটারে স্ক্রিনটাইম কমানোর পরামর্শ প্রদান করেন। স্ক্রিনটাইমে আসক্ত ছাত্রছাত্রীদের খেলার মাঠ থেকে পড়ার টেবিলে ফেরানোর প্রতি তাঁর লক্ষ্য বিস্তার লাভ করে। শুধু তাই নয়, সৃজনশীল কাজের জন্যও তা জরুরি। সেক্ষেত্রে মোবাইল বা কম্পিউটারকে শিক্ষায় প্রয়োজন হলেও তার প্রতিস্থাপনে যে কচিকাঁচাদের মনে ভয়ঙ্কর প্রভাব বিস্তার করে,তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্মরণ করিয়ে দেন। সেদিক থেকে মুখ্যমন্ত্রীর জরুরি সিদ্ধান্তের মধ্যেও তার প্রকট অস্তিত্ব বর্তমান। বেড়ে ওঠা,গড়ে তোলা জীবনে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মনে বিশেষ করে মোবাইলের তীব্র আসক্তিই আজ বিভীষিকা হয়ে ওঠে। অথচ করোনা মহামারির সময় অনলাইন পড়াশোনার স্বার্থে পূর্ববর্তী সরকারের উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল দেওয়ার জনপ্রিয় সরকারি পদক্ষেপ জারি হয়েছিল। আজ তার বিরূপ প্রভাব মাধ্যমিক স্তরের নীচের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেপরোয়া ভাবে ছড়ানোয় মোবাইলবন্দি জীবনে শিক্ষার মূল্যবান সময়ই অপচয়ে অসার হয়ে চলেছে। যেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষকেই মোবাইলের রঙিন হাতছানি তীব্র আসক্ত করে তোলে,সেখানে অপ্রাপ্ত বয়স্কের অপরিণত মনকে গ্রাস করা তো দেখা মাত্রই চম্বকের আসক্তি। সেদিক থেকে মুখ্যমন্ত্রীর আশঙ্কা সমীচীন ও সিদ্ধান্ত অত্যন্ত জরুরি।

আসলে মোবাইলের ব্যবহার যেভাবে বাড়ছে, তার চেয়েও তার তীব্র আসক্তি জনমানসে ছড়িয়ে পড়েছে । একদিকে সব-পেয়েছি দেশের হাতছানি, অন্যদিকে তার আতঙ্ক জাগানো বিভীষিকা রাতের ঘুমই কেড়ে নিচ্ছে! স্বয়ং সেলফোনের জনক মার্টিন কুপার তাঁর আবিষ্কার নিয়েই দুঃখ প্রকাশ করেছেন । বর্তমানে সেলফোনের মাত্রাতিরিক্ত অপব্যবহারে তাঁর আফশোস যেন,'কেন যে মোবাইল আবিষ্কার করলাম!' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বছর তিনেক আগে সেলফোন আবিষ্কারের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হয়েছে। ১৯৭৩-এর ৩ এপ্রিল মার্টিন কুপার প্রথম মোবাইল কলে ফোন করেন,তিনিই তার স্রষ্টা। বিগত পঞ্চাশ বছরে মোবাইলের ব্যবহার যেভাবে মানুষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে,তাতে আবিষ্কারকের তুষ্ট হওয়ার চেয়ে অনুশোচনাই তাঁকে বিব্রত করেছে। আসলে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে মোবাইল আসক্তি সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে । কর্মবিমুখ মনে সারাক্ষণ মোবাইল ফোনে বুঁদ হয়ে থাকার প্রবণতায় মার্টিন কুপার সখেদ অভিমত নানাভাবেই প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে । রাস্তা পার হওয়ার সময়ও মোবাইলের স্ক্রিনে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। এতে অসংখ্য পথচারীর মৃত্যুতেও হুঁশ না ফেরার কথা বলে ক্যালিফোর্নিয়ার ডেল মারে অফিসে বসে ৯৪ বছর বয়সী মার্টিন কুপার আসলে মোবাইলের ভয়াবহ পরিণতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । সারা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার বাসনায় যখন মুঠোফোনের মধ্যে বর্ণরঙিন হাতছানি দেয়,তখন তার মনোহরা আতিথ্যের তীব্র আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই আসক্তিতে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে নখদর্পণে বিশ্বদর্শনের কল্পনা যেমন মুঠোফোনে বাস্তবায়িত হয়, তেমনই সুবর্ণ সুযোগের মোহে দিশেহারা পথিককে বিপথগামী করে তোলে । আশ্রয় যখন প্রশ্রয় হয়ে ওঠে, তখন পরনির্ভরতা আপনাতেই বেড়ে যায় । প্রশ্রয় যখন পরম নির্ভরতা লাভ করে,তখন প্রতিবন্দিত্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে । মুঠোফোনের বহুমুখী আশ্রয়,প্রশ্রয় ও তার পরম নির্ভরতায় সেই প্রতিবন্ধী প্রকৃতি স্বাভাবিক ভাবেই সবুজ ও সজীবতা লাভ করে । সেখানে রিয়াল ওয়ার্ল্ডের বিমুখতাই ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডকে আপন করে তোলে । কেননা তাতে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার হরেক আয়োজন, রকমারি আমন্ত্রণ,বিচিত্র প্রকাশের আকাশ অবিরাম হাতছানি দিয়ে চলে। এভাবে মুঠোফোনের মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে বা সোস্যাল মিডিয়া গড়ে উঠেছে । ফেসবুক, হোয়াট্সআপ, ইউ টিউব, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম, নেটফ্লিক্স, লিঙ্কএড আরও কত কী! সেখানে ফেসবুকের রাজত্ব সারা পৃথিবী জুড়ে । অথচ তার মধ্যেও অন্ত্যজ অন্ধকারের ভয়াবহ পরিণতি ওৎ পেতে থাকে। মার্টিন কুপারের অসুখী অনুশোচনা সেখানেও সমান সক্রিয়, বিস্তারও বেপরোয়া।

সোস্যাল মিডিয়ায় ফেসবুকের জুড়ি মেলা ভার । আমজনতার মুখপত্র থেকে মুখপাত্র সব ভূমিকাতেই তার দিগন্তবিস্তারী মোহময়ী হাতছানি। সবার সমান সমাদর,সকলের সমান সুযোগ। ফেসবুকের এই গণতান্ত্রিক বিস্তারই তার মূলধন । সেখানে বয়সে বা সম্পর্কে যে যাইহোক,সকলের একটাই পরিচয় সবাই সবার বন্ধু । এরকম উদার আকাশে সকলেই স্বচ্ছন্দে ইচ্ছেডানা মেলে দিতে পারে, পাড়ি দিতে পারে দেশ-দেশান্তরে । শুধু তাই নয়, ইচ্ছেমতো নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ, নিজস্ব মতামত গড়ে তোলার অবকাশ । আবার তাতেই প্রতিবাদ করার বা জানানোর,সহমত পোষণের বা বিরোধিতার কত বিচিত্র আয়োজন! লাইক কমেন্ট,ইমোজি,ছবি,ভিডিও কত ভাবেই তার ভাব প্রকাশ পায়। সেলিব্রিটিদের মতো নিজেকে দেখানো, শুভেচ্ছা জানানো সবই সচিত্র আপডেটে এলাহী আয়োজন । প্রতি মুহূর্তে সবার মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার উন্মুক্ত পরিসরই শুধু নয়, অন্যকে চেনাজানার আনন্দবাজার তার পরতে পরতে। নিঃসঙ্গতার রুদ্ধ দুয়ার খুলে বন্ধুত্ব যাপনের অনন্ত অবকাশ তার হাতের মুঠোয়। দেখা-দেখানো, শোনা-শোনানো,জানা-জানানোর নিত্যনতুন উৎসব তার লেগেই আছে। কথাযাপনের পথ বেয়েই তার শিল্পসাহিত্যের চর্চা,লাইভ অনুষ্ঠান সম্প্রচার সবকিছুই একই আধারে,একই পরিসরে। বিনে পয়সায় প্রীতিভোজের আনন্দ তার অবয়ব জুড়ে । সেখানে আধুনিক জীবনে ভোগবাদী মানুষের নিঃসঙ্গতার হাহাকার শোনা যায় না,বরং নিঃসঙ্গতা যাপনের বিচিত্র ও বিপুল আনন্দ উদযাপনের মোহ মনকে আবিষ্ট করে রাখে অবিরত । সময় যে কীভাবে চলে যায় তার সঙ্গে কেউ বুঝতেই পারে না। বিস্ময়কর হাতছানি এই ফেসবুকের। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষের একাকিত্বে ফেসবুকই জনসংযোগে বিকল্প সমাজের হাতছানি জাগিয়ে তোলে। কোনো শাসন নেই, চোখ রাঙানি নেই,মেনে চলার বালাই নেই তার। উল্টে অবাধ স্বাধীনতা,অবারিত উপভোগের হাতছানি। শুধু তাই নয়, কোলাহলমুখর আমজনতার মাঝেও নীরবে নিভৃতে একান্ত আপন করে খুঁজে পাওয়ার বর্ণরঙিন মানসদর্পণ। বাইরের চোখ যখন বন্ধ হয়ে আসে, মনের চোখে তখন ফেসবুকে জেগে ওঠে । এভাবে আঙুলের ডগা দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নেওয়ার অকল্পনীয় আনন্দ স্বাভাবিক ভাবেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আপামর জনতার মধ্যে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে* পড়ে। সেখানে মানুষের সঙ্গী হয়ে ওঠে ফেসবুক। তার নিজস্ব ফেস না থাকলেও অন্যের ফেসের ভ্যালু দেয়,বুক না হলেও বুকের মধ্যে জাঁকিয়ে বসে। সবদিক থেকেই তার বিপুল জনপ্রিয়তায় সংবাদ মাধ্যমও তাতে জুড়ে গেছে । সেখানে তাৎক্ষণিক প্রভাব বা প্রতিক্রিয়ায় আজ ফেসবুকের দেওয়ালে সবার নজর। সেদিক থেকে বিশ্বায়নের ভুবনগ্রামের নিবিড় হাতছানি আজ ফেসবুকের সংযোগে আরও কাছের মনে হয়। সংবাদপত্রের চেয়েও তার তীব্র গতি,পাঠকের সংখ্যাও তার বিপুল। অন্যদিকে চব্বিশ ঘন্টাই তার সচল ঘটনাপ্রবাহে নিজেকে সামিল করার অনন্ত অবকাশ । নিজেকে খুঁজে পাওয়ার অবিরত ও অবারিত অভূতপূর্ব সুযোগে ফেসবুকের নীরবে সরব প্রকৃতি আপনাতেই মুখর। বাইরের প্রতিকূল জগৎই তার ভার্চুয়াল জগতে আরও আন্তরিক করে তুলেছে । ঘরের দরজা বন্ধ হলেও মনের দরজায় ফেসবুকের সচল হাতছানি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে । এজন্য একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শেষে সারা পৃথিবী জুড়ে করোনার সর্বব্যাপী বিপর্যয়ের মধ্যেই তার প্রভাব আরও তীব্র ভাবে লক্ষ করা যায় ।

২০২০-এর মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে যখন চারিদিকে ঘরের দরজাজানলা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল,মনের জানালায় আলোর অভাব জাঁকিয়ে বসেছিল,তখন ফেসবুকের সদর দরজা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আমাদের। ফেসবুকে যে অবারিত দ্বার । মনের পৃথিবী ফেসবুকে মিশে গেল। বাইরের দৃষ্টি তখন ফেসবুকের সচল প্রবাহে ভেসে চলেছে ।* যার কেউ নেই,তার ভগবান থাকার মতোই ফেসবুকে স্বপ্নবিলাস। কোনো* নিষেধাজ্ঞা নেই কোথাও । আর এখানেই তার ট্র্যাজেডির বীজ ছড়িয়ে পড়েছে । স্বাধীনতা যখন স্বেচ্ছাচারিতার মিলিয়ে যায়,তখন তার বিকার ও বিকৃতি অনিবার্য হয়ে ওঠে । সেক্ষেত্রে নিজেকে মেলে ধরার,তুলে ধরার,খুলে বলার নিবিড় হাতছানিই শুধু অস্থিরতা সৃষ্টি করে বিষম প্রতিযোগিতাকে বয়ে আনে না, সেই তীব্র বিষম প্রতিযোগিতায় হারিয়ে যাওয়ার অবকাশও রচনা করে । ফেসবুকের খুল্লামখুল্লা প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবেই প্রচার,আত্মপ্রচার,অপপ্রচার,বিচারের নামে অবিচার, কুৎসা-নিন্দা প্রভৃতির আচার পেয়ে বসে । শুধু তাই নয়, দেখনদারির ঠেলায় দেখাদেখির খেলা জমে যায় । ফেসবুক হয়ে ওঠে ফেকবুক,আত্মপ্রকাশ হয়ে যায় আত্মবিকার। কারও কাছে তা 'ফেয়ার এণ্ড লাভলি', আবার কারও কাছে 'ফিয়ার এণ্ড ফায়ার'। লাইকের অভ্যাসে মৃতের প্রতি শোকের পরিবর্তে তার মৃত্যুতেই লাইক পড়ে,দুঃসংবাদেও লাইকের ছড়াছড়ি । ফেক নিউজের ঠেলায় প্রতারণা শিকার হওয়া তার দৈনন্দিন ব্যাপার । সহজ বন্ধুত্বের সুযোগে যেমন কত সম্পর্ক গড়ে ওঠে,তেমনই গড়ে তোলা সম্পর্কও বাস্তবের মাটিতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় । আত্মবিজ্ঞাপনে আসল-নকল চেনাই দায় সেখানে । ফলে সন্দেহ থেকে অবিশ্বাস,অবিশ্বাস থেকে মনের বিকার স্বাভাবিক হয়ে আসে । অন্যদিকে ইচ্ছে মতো প্রকাশ করার সুযোগে দুর্যোগ নেমে আসে ।* অতৃপ্ত মনের কামনা-বাসনা আর লালসার আবর্জনার স্তূপে মনের মন্দিরটি আপনাতেই ঢাকা পড়ে যায়। প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার হিসেবে গড়মিল তাই অনিবার্য হয়ে ওঠে । চাহিদার চাপে ফেসবুকেও যন্ত্রণার আর্ত চীৎকার শোনা যায় । সেক্ষেত্রে তার মধ্যে অতৃপ্ত মনের পূতিগন্ধময় ডাস্টবিনের দুর্গন্ধ তাই অস্বাভাবিক মনে হয় না। সেখানেই শেষ নয়,যা মনে হয়েছিল স্বপ্নপূরণের হাতছানি,তাই অচিরেই দুঃস্বপ্নের পারানি হয়ে ওঠে।

ফেসবুকের রঙিন আলোতে মুখ দেখাতে এসে মুখ লুকোনোর আতঙ্ক মনে চেপে বসে। সেখানে যে পরতে পরতে হারিয়ে যাওয়ার ভয় তাড়া করে। নিজেকে দেখানোর সুযোগ যেমন তার অবাধ, তেমন তা না দেখেও উদাসীন থাকাও অন্যের ইচ্ছাধীন । সেক্ষেত্রে উপেক্ষার নিষ্ঠুরতা সবচেয়ে বেশি কষ্টের কারণ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে স্বজনের উদাসীন উপেক্ষা হীনমন্যতার জন্ম দেয়। সেখানে পরিচিত জনের লাইক না পাওয়াও মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়,তার চেয়েও ভয়ঙ্কর হারিয়ে যাওয়ার ভয়।* আসলে প্রত্যেকের দেখনদারির মধ্যে থাকে নিজের সাফল্য প্রদর্শনের অহেতুক বাতিক,অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্বে আত্মজাহিরের রকমফের। সেগুলো প্রতিনিয়ত অন্যের সাফল্যের,উৎকর্ষের ও উত্তরণের ভিড় দেখার ফলে মনের মধ্যে ব্যর্থতায় হীনমন্যতাই শুধু জেগে ওঠে না,ভয়ঙ্কর বিভীষিকা আপনাতেই ভর করে । হারিয়ে যাওয়ার ভয় নিত্য তাড়া করে ফেরে । ইংরেজি একটি শব্দও তৈরি হয়েছে, FOMO (FEAR OF THE MISSING OUT) । সেই ফোমোও ফেসবুকে সবসময় ওত পেতে বসে থাকে । নিজের ব্যর্থতাই শুধু নয়, নিজের কিছুমাত্র সাফল্যও অন্যদের সাফল্যের উত্তরণের কাছে হেয় বা তুচ্ছ মনে হয়। আর ব্যর্থতার পরিমাণ যতই বেড়ে চলে, ততই তার শূন্যতা বোধ মনের মধ্যে এঁটে বসে। সেক্ষেত্রে ফেসবুকের মুক্ত হাসি অচিরেই বোবা কান্নায় পরিণত হয়।

সেক্ষেত্রে ফেসবুকের তীব্র প্রভাবের মধ্যে আলো-অন্ধকারের খেলায় দিগভ্রান্ত সমাজের দিকে তাকালেই সেলফোনের উত্তরোত্তর দুর্বার আকর্ষণের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার নিত্যনতুন চাহিদা ও জোগানে যেভাবে তা প্রযোজন থেকে প্রিয়জন হয়ে উঠেছে,তাতে তার মোহাচ্ছন্নতা অনিবার্য ও অনস্বীকার্য । সেদিক থেকে মোবাইলের আচ্ছন্নতা নিয়ে স্বয়ং আবিষ্কারকের খেদ ব্যক্ত হলেও তা কোনো ভাবেই তাঁর কাছে ফ্রাঙ্কেস্টাইনের মতো আত্মঘাতী আবিষ্কার মনে হয়নি। কেননা নিত্যনতুন চাহিদাপূরণে মোবাইলের আকর্ষণ বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক মনে হয়েছে মার্টিন কুপারের। একসময় টিভিরও বিপুল জনপ্রিয়তা ছিল। অচিরেই তা কেটে যায় । নতুনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ গড়ে ওঠে,তা সাময়িক মোহাচ্ছন্নও করে রাখে। আবার বিকল্পের আকর্ষণ বেড়ে গেলে অচিরেই সেই মোহও কেটে যায় । সেক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বাস মোবাইলের মোহও একসময় চলে যাবে। অন্যদিকে মোবাইলের অসীম সম্ভাবনায় বিশ্বাসী মার্টিন কুপার তার মাধ্যমে রোগের নিরাময় থেকে কল্যাণকামী বহু কাজে ব্যবহারের উপরেও গুরুত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন । অন্যদিকে মোবাইলের প্রতি তীব্র আসক্তিতে তিনি বিচলিত বোধ করলেও তা নিয়ে তাঁর মনে কোনো রকম দুশ্চিন্তা নেই । কেননা সময়েই মোবাইলের মোহ কেটে যাবে বলে তাঁর ধারণা । কিন্তু তাতে মোবাইলের প্রতি আসক্তি কমলেও তাঁর আত্মিক ক্ষতি ও ক্ষত সারিয়ে তোলা যাবে কিনা,তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায় । টিভির জনপ্রিয়তায় ব্যক্তিগত যোগ ছিল দর্শকের বিনোদনী মোহজাত, মোবাইলের সংযোগ একেবারেই ব্যক্তির মনে-মননে,কল্পনা ও স্বপ্নে। প্রাণের সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে । সেখানে সময়ান্তরে সবকিছুর অতি ব্যবহারের একঘেয়েমি ও বিকল্পের হাতছানিতে মোহ কেটে গেলেও তার মানসিক প্রভাব নীরবে নিভৃতে ছায়ার মতো লেগে থাকে। তার থেকে দূরত্ব বজায় রাখা শুধু দুরূহ নয়,সাধনাসাপেক্ষও। ফেসবুকের আলোর অন্ধকারের মতো তার হারিয়ে যাওয়ার ভয় মোবাইল বন্ধ হলেও মনে যে জেগে থাকে অবিরত, নিরন্তর ! সেক্ষেত্রে প্রাপ্ত বয়স্করাই যেখানে শিকার,সেখানে অপ্রাপ্তরা তাতে মশগল হওয়াই দস্তুর। শুধু তাই নয়, বড়দের মোবাইল আসক্তিও ছোটদের মোবাইলের মোহকে তীব্রতর করে তোলে। বাড়িতে যেমন অভিভাবকদের সতর্কতা প্রত্যাশিত,স্কুলেও তেমনই শিক্ষকশিক্ষিকাদের সচেতনতা কাম্য। সেক্ষেত্রে স্কুলে মোবাইল নিষিদ্ধ অত্যন্ত কাম্য। Out of sight– out of mind-এ সেই নিরাসক্তি ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনেও সক্রিয় হয়ে উঠবে। অন্যদিকে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অমূল্য জীবনকে বহুমুখী স্বাভাবিক বিস্তারে মোবাইলের একচ্ছত্র আধিপত্য কাঠিয়ে ওঠা জরুরি। মোবাইলের সুযোগের নামে দুর্যোগের ঘনঘটায় বিপর্যস্ত ছাত্রছাত্রীদের জীবন সুরক্ষিত করার স্বার্থেই মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত ফলবতী হওয়া একান্ত জরুরি মনে হয়।

ব্রিকসে ভারতের অগ্রাধিকার, গুরুত্ব পেল গ্লোবাল সাউথ

অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বক্তৃতায় হাজির রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রাক্তন বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা সহ অন্যান্যরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনের আগে অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ বক্তৃতায় ভারতের কূটনৈতিক অগ্রাধিকার এবং পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ব্রিকসের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করলেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রাক্তন বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড ব্রিকস দ্য ওয়ে অ্যাহেড' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি গ্লোবাল সাউথের গুরুত্ব এবং বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থার সম্ভাবনার দিকগুলিও তুলে ধরেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্রুত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ব্রিকস কীভাবে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, সেই বিষয়েও নিজের মতামত জানান হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। ভারতের অগ্রাধিকার এবং আগামী দিনে ব্রিকসের পথচলা নিয়ে তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক। অনুষ্ঠানে ব্রিকস বিষয়ক একটি বইও প্রকাশ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুরঞ্জন দাস, ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার ড. অ্যান্ড্রু আলেকজান্ডার ফ্লেমিং এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য অধ্যাপক ড. সমিত রায়।

শ্যামনগরে বিদ্যালয়ে উষ্ণতার সাথে পালিত গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামনগর: শ্যামনগরের একটি নামী বিদ্যালয় সেন্ট অগাস্টিন্স ডে স্কুল এ আজ আনন্দ ও স্মৃতিমেদুরতায় ভরে উঠল, যখন ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহ ও ভালোবাসার সাথে গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস ডে উদযাপন করল। প্রাথমিক ও জুনিয়র বিভাগের শিশুদের জন্য আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের ঠাকুরদা-ঠাকুমা ও দাদু-দিদিমারা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ঠাকুরদা-ঠাকুমাদের ফুল, কার্ড ও হাতে তৈরি উপহার দিয়ে সাদরে স্বাগত জানায়। এরপর অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটি সিরিজ, যার মধ্যে ছিল গান, নাচ এবং প্রজন্মের মধ্যে বন্ধনের থিমের উপর ভিত্তি করে ছোট নাটিকা। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল জুনিয়র শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের একটি প্রাণবন্ত নৃত্য পরিবেশনা, যেখানে তারা মেইন হুঁ না ছবির জনপ্রিয় বলিউড গান ক্ষ্মচলে জ্যায়সে হাওয়াইয়েক্ষ্ম গানের তালে নৃত্য পরিবেশন করে। পারিবারিক বন্ধনের আনন্দময় স্পিরিট উদযাপনের জন্য কোরিওগ্রাফ করা এই উদ্যমী পরিবেশনাটি উপস্থিত দাদু-দিদিমা ও দর্শকদের কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা ও করতালি অর্জন করে। বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী তাদের ঠাকুরদা-ঠাকুমাদের ভালোবাসা, দিকনির্দেশনা ও জীবনের শিক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বক্তৃতা ও আবৃত্তি পরিবেশন করে। এই উদযাপনে যাঁরা গভীরভাবে আপ্লুত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইউকেজি শ্রেণীর ছাত্রী আদিত্রি চক্রবর্তীর দাদু, যিনি এই উপলক্ষ্যে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে তাঁর নাতনির পরিবেশনা দেখে তিনি কতটা আবেগাপ্লুত হয়েছেন, এবং এই ধরনের মুহূর্তগুলি যে আনন্দ নিয়ে আসে সে সম্পর্কে আবেগের সাথে কথা বলেন, যাকে তিনি আগামী বছরগুলিতে লালন করবেন এমন একটি স্মৃতি বলে উল্লেখ করেন। শিক্ষক ও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পারিবারিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ এবং শিশুদের প্রবীণদের সাথে তাদের সম্পর্ককে লালন করতে উৎসাহিত করার গুরুত্বের উপর জোর দেন। দাদু-দিদিমারা, এই অভিব্যক্তিতে গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে, তাঁদের নিজেদের স্কুলজীবনের স্মৃতি ভাগ করে নেন এবং কচিকাঁচাদের আশীর্বাদ করেন ।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা/প্রধান শিক্ষক সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে এই ধরনের উদযাপন শিশুদের সম্মান, ধৈর্য এবং প্রজ্ঞার গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করে, যা দাদু-দিদিমারা পরিবারে নিয়ে আসেন। অনুষ্ঠানটি সকল উপস্থিত অতিথিদের জন্য দলগত ছবি তোলা এবং জলখাবারের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। উদযাপনটি অভিভাবক ও অভিভাবকদের কাছ থেকে ব্যাপক প্রশংসা পায়, যাঁরা উল্লেখ করেন যে এই ধরনের উদ্যোগ শিশুদের মধ্যে আবেগিক বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি করে এবং পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করে।